শ্রীশ্রীজগদীশ্বর।

শরণং।

দূতী বিলাস।

নক্সাকার।

৺ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক

[illegible] ভক্তিরস ঘটিত বিষয় প্রবন্ধে পয়ারাদি

নানাবিধ ছন্দে

বিরচিত হইল।

ইদানীং।

শ্রীরসিকলাল চন্দ্রেণ

[illegible]

কলিকাতা।

গরানহাটা ষ্ট্রীটে ২২ নং ভবনে

এংলো ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ান যন্ত্রে মুদ্রিত।

শকাব্দা ১৭৮২।

মূল্য ।৶০ ছয় আনা

সূচীপত্র।

নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক

শ্রীশ্রীদুর্গা।

শরণং।

অথ গণেশ বন্দনা।

গণেশ গিরীশ সুত গজেন্দ্র বদন।
লম্বোদর বিঘ্নহর বিশ্বাদি কারণ॥
শরণ লইনু প্রভু তোমার চরণে।
দয়াময় দয়া কর দীন হীন জনে॥

সূর্য্য বন্দনা।

ভাস্কর কর তব তমোহর অতি।
তামস মানস মম কর অবগতি॥
তিমিরারি চিত্তের তিমির কর নাশ।
মলিন মনেতে প্রভু কর আসিবাস॥

দুর্গা বন্দনা।

দুর্গে তব দুর্গা নাম দুর্গাসুর নাশি।
দুর্গ হরা হৈমবতী হর দুর্গরাশি॥
তুমি শক্তি তোমা ভক্তি বিনামুক্তি নহে।
উমেকান্তা মহাবিদ্যা বেদে বিদ্যা কহে॥

শিব বন্দনা।

শিবের শিবদ শিব অশিব নাশক।
ভীষণ ভাবণ যম লয় নিবারক॥
শান্তমূর্ত্তি শান্তজ্ঞান শান্ত তব গুণ।
সংহার সময়ে গুণ সংহারে নিপুণ॥

বিষ্ণু বন্দনা।

বিশ্বধর বিষ্ণু বিশ্বময় বিশ্ব পাল।
বিশ্বব্যাপি বিশ্বকর তব মায়া জাল॥
মায়াতে মোহিত বিধি পুরাণ বচন।
পাছে এক ভাব ভনে ভবানীচরণ॥

মহাকবিকে নমস্কার।

নলিনজ পুলিনজ বাল্মীকজ কবি।
তথা কবিকুঞ্জ মান্য যথা মান্যরবি॥
কবিগুরু পাদপদ্মে কোটি কোটি নতি।
ভবানীচরণ করে করিয়া বিনতি॥

সরস্বতী বন্দনা।

সতী সত্যা সরস্বতী, স্বচ্ছশ্বেত রূপবতী, বাণী বীণা বাদ বিনোদিনী। শারদা সুসিতাম্বরা, শিশু শশি খণ্ড ধরা, মহাবিদ্যা বিদ্যা বিধায়িনী॥ সিত সরসিজাসনা, স্মিত মুখী সুবদনা, ভগবতী ভব ভয় হরা। সুমুক্তা মণ্ডিত গলা, মনোহর কণ্ঠকলা, লেখনী লিখিত ধৃত করা॥ কুচভর নতকায়া, কমলা সপত্নী মায়া, মহেশাদি সুরেন্দ্র সেবিতা। বেদাগম নিগমাদি, তন্ত্র মন্ত্র যন্ত্রধাদি, ধীর জনগণ আরাধিতা॥ বরপ্রদা বাগ্‌দেবী, ত্বদীয় চরণ সেবি, মহাকবি বিধি বেদব্যাস। অন্য আর কবি যত, বর্ণিয়াছে শত শত, পুরায়েছে মনো অভিলাষ॥ ভবাণীচরণ দীনে, কৃপাময়ি কৃপাহীনে, কিঞ্চিৎ করুণা কর পাত। এই গ্রন্থ রচিবারে, অকৃতী মা যেন পারে, করি পাদপদ্মে প্রণিপাত॥

গ্রন্থের সূচনা।

(নিবেদন শুন সব রসিক সুজন। যে কারণে এই গ্রন্থ হইল রচন। কলিকাতা নগরস্থ নিমাঞিচরণ। মল্লিক উপাধি তিনি প্রতাপে রাবণ॥ কীর্ত্তির তুলনা তুল্য পাওয়া নাহি যায়। মৃত্যু কীর্ত্তি ঘোষে লোকে [illegible] মৃত্যু প্রায়॥ আট পুত্র তাঁহার সকলে গুণবান। এক্ষণে তাঁহার সাত জন বর্ত্তমান॥ তার মধ্যে সপ্তম স্বরূপচন্দ্র নাম। দেব গুরু দ্বিজে ভক্তি অতি কৃপাধাম॥ ধনি গুণি মানি লোক

মান্য করে মানে। এক দিন সেই জন বসিয়া বাগানে॥ বহুতর বিজ্ঞবর লয়ে গুণিসব। করিতেছিলেন নানা আনন্দ উৎসব॥ নানারস রাগরঙ্গে প্রসঙ্গ উঠিল। মুদ্রাক্ষরে বহু গ্রন্থ প্রকাশ হইল॥ কিন্তু আদিরস কাব্য দেখিতে না পাই। যে দেখি ভারত কৃত নব্য কিছু নাই॥ এখন কতক নব্য নায়ক মজিয়া। করে কত রসনানা নায়িকা লইয়া॥ সে রস বর্ণিলে ভাল গ্রন্থ এক হয়। তাহারা কুকর্ম্ম ত্যজে ইথে সুখোদয়॥ সভাস্থ সকলে বলে তাঁহার নিকটে। এইমত গ্রন্থ করা যুক্তি সিদ্ধ বটে॥ অনন্তর কহিলেন বিজ্ঞ বিচক্ষণ। ব্যক্তি কোথা পাব গ্রন্থ করিবে রচন॥ কেহ পরে কহিলেন তাঁহার কথায়। ভবানীচরণ নাম বন্দ্যো উপাধ্যায়॥ সমাচার চন্দ্রিকা আকর তাঁরে জানি। তাঁহা হৈতে হইবেক এই অনুমানি॥ সকলের সহ তিনি করিয়া মন্ত্রণা। আদেশ দিলেন গ্রন্থ করিতে রচনা॥ তাঁহার বিনয় বাক্য স্বীকার করিয়া। কি ভাবে রচিব গ্রন্থ না পাই ভাবিয়া॥ ভাবিতেং ভাব হইল উদয়। সুতনং দূতী আছে কতিপয়॥ প্রবলা হইয়া তারা নব্যে করে বশ। কত স্থানে কতমতে করে কত রস॥ দূতীভক্তি দূতী স্তুতি করে বহুজন। গোপনে কেমনে দূতী করে মিলন॥ যুবক যুবতী পেয়ে করে কি আচার। এ সব বর্ণন করি করিয়া বিস্তার॥ প্রধানা এ গ্রন্থ মধ্যে হইবেক দূতী। অতএব দূতী বিলাসাখ্য এই পুথি॥ ভবানীচরণ ভাবি এ সকল মনে। আলোচনা করি গ্রন্থারম্ভিল রচনে॥

শ্রীশ্রীদুর্গা।

অথ গ্রন্থারম্ভঃ দূতীর বন্দনা।

দূতী বিলাষ।

ত্রিপদী ছন্দঃ।

দূতী দয়া যারে হয়, সে করে কামেরে জয়, বিরহ বরষী সেই নরে। দূতী নিজে নিরুপমা, গুণে নাহি তার সমা, কামকে সর্ব্বদা শান্ত করে॥ কেশ বেশ গুণযুতা, সুপুরুষ নৃপসুতা, সুন্দর সুন্দরী যত আছে। কাণা খোঁড়া অঙ্গহীন, যেবা হয় কামাধীন, দূতী ধন্যা তা সবার কাছে॥যেবা বাঞ্ছা করে যারে, এনে দিয়ে তোষে তারে, জাতিকুল মজাইতে পারে। দূতীর শরণে লোক, ভুলে যায় পুত্র শোক, কোন দুঃখ নাহি লাগে তারে॥ সবে বলে দূতী তুমি, আসিয়া এ কর্ম্ম ভূমি, কতরূপ ধর বহুরূপা॥ শুনিয়াছি লোক মুখে, পঞ্চ রূপে থাক সুখে, তবগুণে কুরূপা সুরূপা॥ কত শত রূপ ধর, কামিনীর কুল হর,কেবুঝিতে পারে তব মায়া। ভবানী চরণ ভনে, তোমার সাধন জনে, নিজ গুণে দেহ পাদছায়া॥

পঞ্চ প্রকার দুতী।

প্রথমা দূতী মালিনী রূপ।

পয়ার।

নাগরী নাগর মনোহর সুভাষিণী। পূর্ব্বেতে প্রসিদ্ধা দূতী ছিলেন মালিনী॥ তাঁহা হৈতে অনায়াসে পুষ্প আদি ছলে। উভয়ের অভিলাষ পুরিত কৌশলে॥ 'এক্ষণে অধিক জনে পুষ্পাদি চন্দনে। ক্ষান্তমতি হয়ে আছে দেবের অর্চ্চনে॥ যাঁহাদের পুষ্পেতে আছয়ে প্রয়োজন। তাঁদের নিজের আছে কুসুমকানন॥ কেহ কেহ ক্রয় করে পুষ্প নানা

জাতি।। মল্লিকা মালতী যূথি বেল বক জাতি।। একপে সজ্জনে করে পূজাদি নির্ব্বাহ। মালিনী কেবল যায় হইলে বিবাহ।। সুতরাং এক্ষণেতে সকল ভবনে। মালিনীর গমন অভাব করি মনে।। পরেতে যে রূপ দূতী ধরেন ভাবিয়ে। ভবানীচরণ ভনে মনে বিচারিয়ে।।

দ্বিতীয়া দূতী নাপিতিনী রূপা।

পয়ার। শুভ ও সৌন্দর্য্য কর্ম্ম করে যে কামিনী। সে কর্ম্ম না সিদ্ধ হয় বিনা নাপিতিনী।। লয়ে নখ রঞ্জনী ও মাংসের ছেদক। চুপড়িতে ঘসা ঝামা আর অলক্তক। অন্তঃপুরে প্রবেশিয়ে বহু সমাদরে।। স্ত্রীলোকের হস্ত পদ আদি শোভা করে।। নারীর উৎসব কর্ম্ম যত হয় তায়। নারীগণ নিমন্ত্রিতে নাপিতিনী যায়।। এই হেতু নানা স্থানে গমন ইহার। ইহা হৈতে কর্ম্ম সিদ্ধ হয় রসিকার।। এ কারণে দূতী ভাব নাপিত গৃহিনী। প্রধান বলিয়া খ্যাতা রস সঞ্চারিণী।। নাপিতিনী দূতী বড় এক দোষ তার। না ডাকিলে কোন স্থানে যাওয়া তার ভার।। এ রূপেতে কর্ম্ম যদি সিদ্ধ নাহি হয়। ভবানীচরণ পরে অন্যরূপ কয়।।

তৃতীয়া দূতী উড়েনী রূপা।

পয়ার। গোপ গোপী দধি দুগ্ধ করে বিকিকিনি। ইহাতে প্রধানা এবে উড়িস্যা গোপিনী।। উড়ের বেহারা হয় উড়েনী প্রবলা। দুগ্ধ দধি বেচিবারে বড় নলা গলা। স্বদেশী বিদেশী বাসে যায় অনায়াসে। কত বোল বলে ছলে রস নানা ভাষে।। পুর চারিণীর কাছে অন্তঃপুরে গিয়ে। দুগ্ধ দেয় কথা কয় হাসিয়ে২।। বিদেশী বিয়োগী বাবু যদি টের পায়। বহু বেশে তার বাসে অনায়াসে যায়।। বলে যোগাইব দুগ্ধ বাবুজী কোথায়। হেসে হেসে

ঠারে ঠোরে ভুলাইতে চায়॥ হাব ভাব দেখে তার কেহ দুগ্ধ লয়। তাতে যেবা নাহি ভুলে নানা কথা কয়॥ দুগ্ধ দিয়া থাকি আমি বড় বড় ঘরে। মোর কাছে দুগ্ধ লও দিব সেই দরে॥ বৈকালে আসিয়া দুগ্ধ আওটিয়া দিব। সহরের সমাচার তোমারে কহিব॥ ইহাতে তাহার দুগ্ধ কেবা নাহি চায়। জল বেচে ছলে কলে যাতে টাকা পায়॥ গৃহস্থের বাটী আর বাসাড়্যের বাসে। দুই বেলা দুগ্ধ দেয় সবে ভালবাসে॥ ইহাতে এ দূতী প্রতি সকলে সন্তোষ। কিন্তু কিছুকাল বাস এই মাত্র দোষ॥ কামিনী কহিবে কথা অবকাশ পরে। একারণ অন্য দূতী প্রয়োজন করে॥ ভবানীচরণ কহে ভারতী সহায়। অন্য দূতী গুণ কহি মনে দেহ তায়॥

চতুর্থ দূতী নেড়ী কথা।

পয়ার। হরিনাম মালা হাতে করে হয় নেড়ী। কখন তা ছেড়ে ছুড়ে হাতে করে বেড়ী॥ পাচিকা হইয়া করে কোথাও রন্ধন। নানা দ্রব্য পাক করি করান ভোজন॥ প্রেমের তরঙ্গ আর রসের তরঙ্গ। যে সকল গ্রন্থে নানা রসের প্রসঙ্গ॥ কোথাও করেন পাঠ হইয়া পাঠিকা। পদ-মার্থ পথ বলে ভুলায় নায়িকা। বলিহারি যাই নেড়ী কেমন মজায়। শৃঙ্গার সুখেতে প্রেম পরার্থ ঘটায়॥ মধু মৃদুস্বরে পাঠ করে অন্তঃপুরে। শুনে কামিনীর কর্ণ ঘর্ণ্ণ ঘায় ঘুরে॥ রসিকা সে রস শুনে মহা সমাদরে। বিহারের আশ তার হয় পরে পরে॥ নির্জ্জন সময় পায় রন্ধনের কালে। বিবিধ রসের কথা কয় পাকশালে॥ সকলে ভুলায় প্রেম তরঙ্গের বলে। সতীনারী মজে তার কথার কৌশলে॥ পাক পাঠ করে পরে নিজ গৃহে যায়। সন্ধ্যার পরেতে ফিরে

বাসায় বাসায়॥ রসের বৈষ্ণবী নেড়ী গুণেতে প্রচুর। গা-নেতে ভুলায় মন বিদেশী বাবুর॥ উভয়ের মনঃপ্রীত করিতে সে পারে। এ হেতু প্রধানা নেড়ী দূতী বলি তারে॥ কামিনীর সঙ্গে কিন্তু দিবানিশি নয়। সর্ব্বদা সঙ্গিনী বিনা কর্ম্ম নাহি হয়॥ অতএব সদা সঙ্গি সঞ্চারিকা চাই। ভবানী-চরণ কহে শুন বলি তাই॥

পঞ্চম দূতী সহবাসিনী দাসী রূপা।

পয়ার। দাসী দূতী ইদানী সে প্রধানাতে গণ্যা। দুর্ঘট ঘটায়ে দেয় এই হেতু ধন্যা॥ পুরচারিণীর সঙ্গে হইয়া সঙ্গিনী। অন্তঃপুরে থাকে সদা নিকট বাসিনী॥ সর্ব্বদা সময় পায় দিবস রজনী। সময় বুঝিয়ে তবে ভুলায় রমণী॥ নির্জ্জন স্থানেতে থাকে সদা সংগোপনে। অতএব নিপুণা সে প্রবৃত্তি জননে॥ নিত্যকর্ম্ম করি পরে হইয়া বিদায়। আহার করিতে যায় নিজ গৃহে যায়॥ সে সময় গুপ্ত কর্ম্ম কথা কয়ে থাকে। শুনে মনে বুঝে যায় যদি কেহ ডাকে। এমত দূতীর সঙ্গে কথোপকথনে। উভয়ে কহিতে পারে যার যেবা মনে॥ দাসী হইতে অবশ্যই অভিলাষ পুরে। কামিনী কামুক দোঁহে দাসী গুণ স্মরে॥ একারণ দাসী দূতী স্বরূপ প্রধানা। যুবতী সন্তোষ করে পরে সোনা দানা॥ হইল নির্ণয় গ্রন্থে সব সঞ্চারিকা। পরে কহি কিসে মিলে নায়ক নায়িকা॥ ঋতুরাজ বসন্তের হলে আগমন। বিরহি জনার হয় কাম উদ্দীপন॥ তখন দূতীর হয় অতি প্রয়োজন। সিদ্ধদেব মত আইসে করিলে স্মরণ॥ ভবানীচরণ কহে স্মরি রতি পতি। বসন্ত বর্ণন করি মম যথা মতি॥

ঋতুরাজ বসন্তের আধিপত্য।

পয়ার। ঋতু মধ্যে প্রধান বসন্ত ঋতুরাজ। দুঃখী সুখী

করে লোক শুন তাঁর কাজ॥ কি শক্তি বর্ণন করি বসন্ত রাজার। সংক্ষেপেতে আধিপত্য কহি কিছু তাঁর॥ কোকিল নকিব হয়ে অগ্রে রব করে। পতাকা পল্লব শাখা তরু গণ ধরে॥ মলয় পবন মন্ত্রি সঙ্গে আগমন। গায়ক ভ্রমর গানে সন্তোষ রাজন॥ কামিনী যৌবন করি পৃষ্ঠে ভর করি। কাম চলে আগে সেনাপতি ভার ধরি॥ এরূপে আসিয়া রাজ্যে করে অধিকার। উচিত বিহিত পরে করেন প্রজার॥ বসন্ত রাজার রাজ্যে আনন্দিত মনে। জীব জন্তু সুখে থাকে কানন ভবনে॥ প্রফুল্ল সকল তরু নষ্ট হয় ভুল। রসাল রসেতে মগ্ন সরস মুকুল॥ শীতল সুগন্ধি মন্দ বহিছে পবন। বিয়োগি জনের হয় কামিনীতে মন॥ ভবানী কহিছে হেন বসন্ত সময়। বড় সুখি লোক মধ্যে এক মহাশয়॥

অথ শ্রীদেব নাগরের রূপ বেশ বর্ণন।

পয়ার। শ্রীদেব নাগর নামে নায়ক প্রধান। রূপে গুণে ধনে মানে না দেখি সমান॥ সুবর্ণ বরণ কায় নবীন নাগর। ঈষৎ গোঁফের রেখা রূপের সাগর॥ পরম সুন্দর অতি মনোহর বেশ। সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ কহি বেশের বিশেষ॥ কালা কল্‌কাদার ধুতি উত্তম ঢাকাই। পরিয়াছে সেই বস্ত্র যার সম নাই॥ বুক মক্‌মলিন ভাল তার একলাই। অঙ্গে সুশোভিত এক লিন্দুর রজাই॥ হীরা পান্নাদার গোটা কিনারির তাজ। বাঁকায়ে দিয়েছে শিরে যেমত মেজাজ॥ কুটিল কুন্তল কাটা ঘষিয়াছে তায়। তাহার উপর টুপি কিবা শোভা পায়॥ মতির দ্যোনর কণ্ঠা গল দেশে সাজে। হিন্দু চিহ্ন বিন্দু ভাবে ভালে শোভে লাজে॥ হীরক অঙ্গুরী বামকর কনিষ্ঠায়। ডানি করে নবরত্ন তর্জ্জনী শোভায়॥ সুবর্ণ সুন্দর গোট কটী দেশে দিয়ে। স্বর্ণের শিকলে চাবি রাখে-

ঝুলাইয়ে ॥ গোড় তোলা মাথা নেড়া টাটবাবি জুতা। পদ-দ্বয়ে আছে তার শোভায় অদ্ভুতা ॥ বামহাতে ধরিয়াছে স্বর্ণ গুড়গুড়ি। দেখি মদনেতে মজে যুবতী কি বুড়ি ॥ ভবানী কহিছে ঐ বিদগ্ধ নায়ক। আনন্দ করিছে গৃহে লইয়া গায়ক ॥

অথ শ্রীদেবের বিরহ বর্ণন।

পয়ার। গায়ক করিছে গান নানা রাগ রঙ্গ। কত মত গীত গায় যুবতী প্রসঙ্গ ॥ নায়ক গায়ক প্রতি শুনে সুখে কয়। বাহার গাইতে হয় বসন্ত সময় ॥ বাহার গাইতে যদি নায়ক কহিল। বাহার তাহার পর গাইতে লাগিল ॥ একে সে বি-য়োগী তায় বাহার শুনিয়া। বিরহ অনল গানে দিল জ্বালা-ইয়া ॥ গানে সে অনল বাড়ে নাহি পরিত্রাণ। ব্যাকুল হইল তাহে নায়কের প্রাণ ॥ সুস্বর অনল সম সন্তাপ জন্মায়। সুস্থির হইতে নারে পরে ছাতে যায় ॥ মলয় মারুত তাতে লাগে তার গায়। অস্থির হইয়া কামে চারি দিগে চায় ॥ অন্য গোবোপরি নারী দাঁড়াইয়াছিল। অর্দ্ধেক শরীর তার দেখিতে পাইল ॥ সুন্দরীর মুখ চক্ষুঃ স্তন নিরখিয়ে। বিতর্ক করিছে কত কামেতে মজিয়ে ॥ ভবানীচরণ কহে হইয়া তর্ক। কামুক কামিনী হেরে করিছে বিতর্ক ॥

নায়িকার প্রতি নায়কের বিতর্ক।

পয়ার। নারী মুখ নীরজ কি নিশাকর বটে। অস্থির চিত্তের চিত্তে স্থিরতা না ঘটে ॥ নয়নেতে নানামতে তর্ক করি কয়। সরোজ কি শফরী বা স্মরশর হয় ॥ কুচ দেখি-য়ে কত তর্ক তারপর। কনকের কৌটা কি কলসী মনোহর ॥ কামদেব দামামা কি জগতজিনিয়া। অধোমুখে রেখে গেল এলো ফিরিয়া। পরে মনে ভাবে এটা কামিনী তো নয়। তড়িৎ কি তারা বা কনকলতা হয় ॥ আপাতত

আর্ত্তমনে বিতর্কিয়া পরে। কামী এ কামিনী বটে এই স্থির করে॥ নীরজ নীরসস্থলে প্রফুল্ল না থাকে। নিশাকর কর দিনে দিবাকর ঢাকে॥ অতএব একোবটে বিমল বদন। কিন্তু কি করিয়া বিধি করিল সৃজন॥ নিশ্চয় মীনের মৃত্যু স্থলে জল বিনা। সুতরাং মীন কভু বলিতে পারিনা॥ স্মরের শরের সহ সমান নয়ন। ক্ষণ মাত্র নিরীক্ষণে জ্বলিতেছে মন॥ কুচ বটে কিন্তু কনকের কান্তি তায়। এইহেতু কনক কলসী বলা যায়॥ কৌটা কবে কেহ কিন্তু এই যুক্তি রবে। নতুবা কি নবীনার কুচ কৌটা হবে॥ রস শূন্য স্বর্ণে কৌটা করয়ে নির্ম্মাণ। কামিনীর কুচরসে পীযূষ পমান॥ দামামা ছাড়িয়া কাম কভু নাহি রয়। কাম যুদ্ধ জয়ধ্বনি বিনা কোথা হয়॥ হুডিং করলা তাকে কে দেখিতে পায়। সমাগমে সমাগম হলে দেখা যায়॥ তারা কি কখন দেখা যায় দিনমানে। দিবাকর কর নিয়ে নিজ গুণ টানে॥ কনকের কান্তি বটে কিন্তু লতা নয়। লতার উপরে গিরি কেবা হেন কয়॥ এইরূপে রমণীর রূপ স্থির করি। পরে মনে করে লক্ষ্মী অথবা অমরী॥ ইন্দ্রাণী অপ্সরী কিম্বা হবে বিদ্যাধরী। উর্ব্বশী কি পরী রাজকন্যা মনে করি॥ নিগূঢ় না জানি মনে বিবেচনা করে। মানসে মানবী বটে স্থির করে পরে॥ কমলা কটাক্ষ হলে কামনা পূরিত। কামে মত্ত কেন চিত্ত কুবুদ্ধি ঘটিত॥ অমরী অমর পুরে শুনি সদা রয়। না পড়ে পা পৃথিবীতে পুরাণেতে কয়॥ ইন্দ্রাণী সে কি কারণে নিজ লোক ছাড়ি। আসিবেক মর্ত্য লোকে মনুষ্যের বাড়ি॥ পরম রূপসী পরী পাখা দুটি আছে। অপ্সরী প্রভৃতি থাকে পুরন্দর কাছে॥ রাজকন্যা বলা-যেতো রাজবাড়ি হলে। কে পারে করিতে শেষ এইরূপ

বলে॥ বাসনা পুরিত তবে কহিয়া সে রূপ। নয়নে রসনা যদি দিত বিন্দভূপ॥ একে দেখে অন্য বলে কি কব তাহায়। বিবিরো গুমতি হৈল হায় হায় হায়॥ সে রূপ হেরিয়া মন না হক হারায়। কেমনে মিলিবে তবে ভাবিছে উপায়॥ কামিনী কটাক্ষবাণ হানে তার পরে। ত্বরিত তড়িৎ প্রায় প্রবেশিল ঘরে॥ নাগর দেখিল একি অন্ধকার ময়। একেবারে চন্দ্র সূর্য্য দুই অস্ত হয়॥ ভবানীচরণ ভনে এই অনুমানে। মজিবে মজার কূপে যাবে ধনে মানে॥

নাগর নায়িকা নিরীক্ষণ করিয়া প্রাপ্ত্যাশায় মনে উদ্যোগ করিতেছেন।

ত্রিপদী। না দেখে কামিনী পরে, বক্ষে হানে আশি ধারে, কামানলে তনু জর জর। সে দুঃখ কহিব কত, বারি হীন মীন মত, মন পোড়ে নাগর কাতর॥ যুবতী যৌবন জলে, জুড়াইবে মদানলে, পোড়া মনে ভাবেন উপায়। এ দুঃখে হইতে পার, উপায় না দেখি আর, জাগরণে যামিনী পোহায়॥ পর দিন দিনমানে, সুশীতল জলস্নানে, মিষ্টান্ন ভোজনে অনাদর। সেই আনন্দনীয়, কামিনীর কমনীয়, যৌবন বুঝিয়া সরোবর॥ তাহাতে তনুর তরি, ভাসাবেন মনে করি, কাণ্ডারী কে হইবে তাহার। মনে পড়ে মালিনীরে, থাকে সরোবর তীরে, তারে ডাকি করি মূলাধার॥ সে ঘটাবে প্রিয়তমা, কেহ নাহি তার সমা, সে আইলে হইবে উপায়। ভবানীচরণ কয়, দিন নাহি আর রয়, সূর্য্যদেব অস্ত গিরিযায়॥

নায়ক নিকটে মালিনী দূতীর আগমন।

পয়ার। পাপিনী বঁধুর হয় গমন সময়। বিযোগী বঁধুর আশা পূরাণ নিশ্চয়॥ প্রত্যক্ষ দেবের কৃপা হইল উপায়।

প্রথমে মালিনী রূপা আইল তথায়॥ মালিনী সুন্দরী ছিল কিঞ্চিৎ তার বাক্তি। বয়স হয়েছে কিছু তবু মাজা মাজি॥ শ্যামল বরণ রামা অর্দ্ধেক বয়েস। ভুবন ভুলাতে পারে যদি করে বেশ॥ আকর্ণ পর্য্যন্ত তার কুমুদ নয়ন। ভুরু সেইমত বিধি করেছে সৃজন॥ দন্ত সব করে কাল দিয়ে গোলা মিসি। তার মধ্যে শশী দুই আলো করে নিশি॥ পীনস্তন ছিল অতি কি কহিব হায়। তবু তারে এক্ষণে শ্রীফল বলা যায়॥ নিতম্ব হয়েছে ভারি ক্রমে বাড়িয়াছে। দেখে যদি কেবা নাহি যায় পাছে২॥ দেখে শুনে রূপা বেশ লোকে পড়ে ঘুরে। পরিধেয় বাস খাস বাগানের ডুরে॥ খুটা মুকুতার নত নোলক সহিত। স্বর্ণের পবিত্র হার গলায় শোভিত॥ সোনালি সহিত পলা শঙ্খকড় করে। রূপার তাবিজ আছে বাহুর উপরে॥ মালিনী এরূপ বেশ করিয়া বিস্তার। নৈকালেতে বেলফুলে গাঁথি মালা হার॥ সেই পথে যায় যথা নায়ক ভবন। বলে বেলফুল চাই যাতে মজে মন॥ স্বর শুনি মালিনী এ নায়ক বুঝিল। তটস্থ হইয়া তবে তাহারে ডাকিল॥ শুনিয়া মালিনী কহে কে ডাকে রে ভাই। কে কোথায় কেন ডাকো বেলফুল চাই॥ কাতর নাগর হাসি যায় তার কাছে। আমি ডাকিয়াছি মাসি কিছু কথা আছে॥ কথায় আশয় বুঝে বাশায় আইল। আইস আইস বৈস মাসি কহিতে লাগিল॥ আর্ত্তস্বরে কর পুটে আর অকপটে। নিজ অভিলাষ কয় মালিনী নিকটে॥ শুন শুন গত দিনে দিবা অবসানে। পরম সুন্দরী এক দেখি এই স্থানে॥ ইহাতে আমার প্রতি সেই রসবতী। ত্যজিল অপাঙ্গ শর অসহ্য সে অতি॥ অন্তরে সে শরে আমি হয়ে জর জর। নিবারণ কিসে হবে ভাবিয়ে

ফাঁপর ॥ প্রেমত্ত চঞ্চল চিত্ত চকোর আমার। ব্যাকুল হয়েছে বড় নাহিক নিস্তার॥ শুনেছি তোমার গুণ করহ বিহিত। ধনে পরিতুষ্ট হবে হইব বাধিত॥ ভবানীচরণে বলে নাহি কোন ভয়। এখন শুনহ সবে মালিনী কি কয়।

মালিনীর সহিত নায়কের কথোপকথন।

ত্রিপদী। শুনহে নাগর বাবু, দেখিয়া হয়েছ কাবু, পর ঘর ঢোকা বড় দায়। এ নহে তোমার কর্ম্ম, বুঝালে বুঝিবে মর্ম্ম, ইথে বাধা আছে পায় পায়॥ শুন এ প্রেমের ধারা, তাতে রত আছে যারা, ধন মান তুচ্ছ জ্ঞান করে। টাকা পানে নাহি চায়, সেবা যত্ন চাহে পায়, তিলেক না ভাবে তার তরে॥ শুন ওহে রসরাজ, ইকি অতি বড় কায, টাকা দিলে হইবে উপায়। অধিক কি কব আর, বুঝিবা সকল সার, কোন কর্ম্ম না হয় টাকায়॥ নাগর বুঝিয়া ছলে, সহাস্য বদনে বলে, একি মাসি কেমন হিতাশী। কড়িতে যে প্রেম হয়, সে প্রেম সুখদ নয়, প্রেম সনে ভাল বাসাবাসি॥ নাগর কামের দায়, টাকা দিয়া গণিকায়, পীড়া উপশম মাত্র করে। তারে যেবা প্রেম জানে, ধিক্ ২ তার জ্ঞানে, প্রেম কি বিকায় খড়ি দরে॥সে প্রেমের অভিলাষী, কেবল নগর বাসী, কোন২ লোক দেখে থাকি। চড়িয়া চেরেট গাড়ি, নিত্য যায় বেশ্যা বাড়ি, কড়ি দেয় প্রেম তায় ফাঁকি॥ এমত যে প্রেমকামী, তেমত নহিত আমি, লোক লজ্জা পাইব যাহাতে। তাতে ব্যয় পায় শোভা, যদি পাই মনোলোভা, তবে ব্যয় করিব ইহাতে॥ ইথে যদি কর শ্রম, তবে ঘুচাইব ভ্রম, দান শক্তি আছে কিবা নাই। মালিনীর মন নিয়ে, দুমোহর হাতে দিয়ে, বলে লও খাইবা মিঠাই॥ মালিনী কহিল সাপ, বলে

ভাল মোর বাপ, তাই বলি কেন নাহি হবে। ভবানীচরণ স্মরি মালিনী কি ভাব ধরি, কহিতেছে মন্দ মৃদুরবে ॥

মালিনীর নাগরকে আশ্বাস প্রদান।

পয়ার। মালিনী পাইয়া মুদ্রা সন্তোষ হইল। করিব তোমার কর্ম্ম নায়কে কহিল ॥ আমি তারে ভাল জানি অতি রসবতী। রসিক যুবার প্রতি যত্ন তার অতি ॥ যে হেতু অকুণ্ঠী বৃদ্ধ শুনি তার পতি। দেখে লোক বোধ করে যেন পশু প্রতি ॥ আজি কালি তার কাছে যাব ফুলছলে। বিরলে আসিয়া আমি কহিব কৌশলে ॥ অদ্য তবে ঘরে যাই দিবা অবসান। স্বস্থানে মালিনী পরে করিল প্রস্থান ॥ নায়ক তাহার আশা করিয়া ধারণ। রহিলেন স্থির মনে চাতক যেমন ॥ প্রভাতে মালিনী আসি মলিন বদনে। কহিতে লাগিল তবে নায়ক সদনে ॥ আজি কামিনীর কাছে যেতে ছিনু ছলে। ফুল দেখি দেবালয় যেতে দ্বারি বলে ॥ অন্দরে প্রবেশ করা হৈল মোর ভার। নাপিতিনী যায় দেখি মানা নাহি তার ॥ মোহিনী বাগানে বাস মতি তার নাম। তারে ভার দিলে পুরাইব মনস্কাম ॥ আমিত সচেষ্ট আছি কি করিব হায়। এই কথা বলে মাগি ভোগা দিয়ে যায় ॥ নায়ক শুনিয়া মনে ভাবে সর্ব্বনাশ। মালিনী করিবে স্থির ছিল যে বিশ্বাস ॥ এখন কি করি আর ভাবিলেন পরে। ভবানী কহিছে খেদ না ধরে অন্তরে ॥

মালিনীর কথায় নায়কের খেদ।

পয়ার। রূপসীর রূপ নদী অকুল পাথার। কেমনে যাইব কুল না জানি সাঁতার ॥ মালিনীর বাক্য তাতে হইল তরঙ্গ। ইহাতে হরিবে প্রাণ হতেছে আতঙ্ক ॥ যদি সে তরুণী তরি হয় গুণবতী। শুনিলে সে গুণ হেতু পাঠাইবে মতি ॥

তবেই তরিতে পারি রূপ পারাবার। নহেত নিমগ্ন হব নাহিক নিস্তার॥ মনন কটাক্ষবাণে ঘেরিল শরীর। বসন্ত বাতাস বহে তাহাতে অস্থির॥ আর তার অতিশয় অনঙ্গ তুফান। উপায় না ভাবা যায় হরিতেছে জ্ঞান॥ অভাব কুম্ভীর ভয় আছে সম্ভবনা। ইহাতেই বুঝি মম না পূরে বাসনা॥ স্বামী তার হাঙ্গি আদি আছে জল চর। ভ্রমিতেছে ইতস্ততো বিষম দুস্তর॥ মালিনী কহিল স্থির মতি যদি হয়। তবে তরিবারে পার ভয় করি জয়॥ কবে সেই মতিপাব কোথায় বা মতি। মতি মম বোধ হয় রেখেছে যুবতী॥ মালিনীতো বলে গেল যেই স্থানে বাস। ধনার্থি জনের কথা কে করে বিশ্বাস॥ অঘোর নাগর ঘোর অকূলে পড়িল। কন্দর্পের স্তুতি কর ভবানী কহিল॥

নাগর উক্ত কন্দর্পের স্তব।

পয়ার। কন্দর্প হে কতগুণ কহিব তোমার। কটাক্ষ করিয়া কর কামের সঞ্চার॥ অনঙ্গে, হে অঙ্গহীন তথাপি অন্তর। অঙ্গপুরে প্রবেশিয়া কর জর জর॥ স্মর ওহে, স্মর তব চিনিতে না পারি। কি করেছে ত্রিভুবন হলে জয়কারী॥ দর্পক, দর্পিত জন দর্প কর দূর। দয়াসিন্ধু দয়াকর দীন কামাতুর॥ মনসিজ, মনে জন্ম মন দগ্ধ কর। মনেরে কটাক্ষ করি মনেতে বিহর॥ পঞ্চশর পঞ্চাননে করেছো অস্থির। শুনেছি চঞ্চল চিত্ত হয়েছে বিধির॥ পুষ্পধন্ব্য পুষ্প ধনু লইয়া বেড়াও। পঞ্চপুষ্প বাণ তাহে কি রূপে চড়াও॥ করহীন, কেমনে হে দিতেছ টঙ্কার। সর্ব্বজীবে শর ক্ষেপ একি চমৎকার॥ কামদেব, কাম কেলি কর নিরন্তর। কেলিতে কম্পিত কেন কর কলেবর॥ অন্যায় করিয়া যেবা করয়ে রমণ। মূলাধার তুমি তার তোমারি কারণ॥ রতি পতি

কুমগে মুদ্রিত সব আছে। সদা হয় মনে ভয় জাতিযায় পাছে॥ কুসুমেষু, কুসুমিতা কামিনী লইয়া। যুবা সনে যুবতীরে দেহ মেলাইয়া॥ অনঙ্গ, হে আত্মমতে কর অধিকার। খণ্ডিতে তোমার মত সামার্থ কাহার॥ প্রদ্যুম্ন প্রমদা সহ প্রমোদ জন্মাও। উভয়েরি মনোমত মদনে জাগাও॥ মদন হে মত্তকরি যুবক যুবতী। জ্ঞান হত হয়ে করে বিপরীত রতি॥ তুমি হে মকরধ্বজ দেহি কামরসে। ভঙ্গ নাহি হয় যেন অসম সাহসে॥ মনমথ, মনোরথ মনে পাছে রয়। স্থিরমতি নহে মম সদা এই ভয়॥ মীনকেতু মিথ্যা তব করি আকিঞ্চন। স্থির মতি বিনা কভু নাহয় সাধন॥ মার, ওহে মন সদা করিহ মর্দ্দন। আমারে যেমন কর অন্যে কি এমন॥ সম্বরারি, সম্বরণ কর ধনুর্ব্বাণ। আতঙ্ক হয়েছে বড় কাঁপিতেছে প্রাণ॥ কাম, হে কাতরে কহি কমল চরণে। কান্ত-কান্তা বিয়োগের দণ্ড কর মনে॥ বিরহ অনল একে হয়েছে প্রবল। শরঘৃত হবনেতে কর না উজ্জ্বল॥ সম্প্রতি আমারে কর কিঞ্চিত করুণা। মতি মোরে আনেদিয়ে পূরাও বাসনা॥ ভবানী কহিছে মতি কামানের তরে। বিকালে কামিনী কাছে যায় বেশকরে॥

মতি নাপিতিনী বেশ করিয়া গায়

নাগরের সহিত পথে সাক্ষাৎ।

লঘু ত্রিপদী। দিবা অবসানে, চলিল কামানে, করিয়া মতি সুবেশ। সে বেশ বর্ণন, শুন বিচক্ষণ, কি শোভে চাঁচর কেশ॥ নাসার উপরে, চারু রেখাপরে, ঘষিয়া তিলক টাটী। মুখচন্দ্র ভাঁতি, চারুদন্ত পাতি, তাহে মিসি পরিপাটী॥ সহজ সুন্দর, দুটি ওষ্ঠাধর, তাহে তাম্বুলের শোভা। লরূপ মাধুরী, যেন কামপুরি, কামিজন মনো লোভা॥

কৃষ্ণ কলেবর, জগতমোহর, তাহে হেম দানা আর। রস অভিলাসী, মুখে মৃদুহাসি, কি দিব উপমা তার॥ মলমল পরি, কটিতে তেনরি, বাহির করিয়া দিয়ে। ফিরে২ দেখে, চমকে চমকে, কেনাঙ্গি ভুলে দেখিরে॥ ঢুঁপড়িটি কাঁকে, বসনেতে ঢাকে, প্রকাশিছে নিজরূপ। পথেতে চলিছে, কটাক্ষে ছলিছে, উথলিয়া রস কুপ॥ এরূপ দেখিল, নায়ক ভাবিল, বুঝি মতি এই হবে। ইহাই অন্তরে, ভাবি সমাদরে, তাহাকে ডাকিল তবে॥ ভবানীচরণ, কহিছে তখন, কাম-দেব কৃপাকরি। রূপ নদী তার, হইবারে পার, নাগরে দিলেন তরি॥

নাপিতিনীর সহিত নাগরের কথোপকথন।

পয়ার। মতিকে সকল কথা নায়ক কহিল। ঈষদ হা-সিয়া মতি কহিতে লাগিল॥ মালিনীকে বলেছিলে একি-ার কর্ম্ম। মতি বিনা কেবা জানে যুবতীর মর্ম্ম॥ উপায় করিয়া দিব যাতে তারে পাও। তারেতো আনিতে পারি ারকারে চাও॥ দেখিতেছ ছোট খাটি বয়ো বড় নয়। কন্তু সেজনার হতে অসাধ্য কি হয়॥ যারে দেখে তুমি ত হয়েছ পাগল। তারে বড় বড় আছে রূপসী সকল॥ মুখ রায়ের মাগু পরম সুন্দরী। দেখেছ পালের বউ যেন ্যাধরী॥ আর এক জনা আছে দাসের ভগিনী। কড়ে-ড়ী তবু ছুড়ি স্থির সৌদামিনী॥ সুবোধ দত্তের বৌ খ্যাত রূপসী। অমুক শাহার কন্যা নাম যার শশী॥ এ সব তি মধ্যে যারে মন চায়। এখনি আনিতে পারি তো-র বাসায়॥ ভাল মনে পড়িয়াছে মোর প্রতিবাসি। কে ঠাকুর নারী এরা তার দাসী॥ ইহাতেই বুঝে শক্তি কার বড়। ঘটাইতে পারি আমি তা বড়

আবৃত)। শুনিয়া নাগর কয় শুন শুন মতি।। সকলে সুন্দরী কর্ষে হবে রসবতী। তার মধ্যে কহিলে যে ঠাকুরের নারী। এবড় রহস্য কথা শুনিতে না পারি।। ব্রাহ্মণ বর্ণের গুরু শুনহ নিশ্চয়। ব্রাহ্মণীরা মাতৃসম সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।। ব্রাহ্মণী গমনে পাপ কত কেবা জানে। মননেতে মহাপাপ পুরাণে বাখানে।। ব্রাহ্মণের সেবা করা শূদ্রের স্বধর্ম্ম। তাহে তীর্থ যাগ যজ্ঞ সিদ্ধ সব কর্ম্ম।। সেবক হইয়া সেবে সেপদ পঙ্কজ। যেই শূদ্রে নাহি করে সে হয় অ-ন্ত্যজ।। ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা জানেন নারায়ণ। ভৃগুপদ চিহ্ন তিনি করেন ধারণ।। অবিদ্যা সবিদ্যা যত ব্রাহ্মণ সমান। সকলি বিষ্ণুর দেহ কন ভগবান। যদ্যপিও দ্বিজ নারী ছিচা-রিণী হয়। শূদ্রাদির মাতৃ তুল্যা গমনীয়া নয়।। ব্রাহ্মণীর মন্দ কথা এনোনাক মুখে। ইহ পরকাল ক্লেশে যাবে রবে দুখে।। অন্য অন্য যে সকল কারে নাহি চাই। করহ উপায় মতি তারে যাতে পাই।। ভবানীচরণ কহে নায়ক ধীমান্। রসিকের চূড়ামণি অতি সাবধান।।

নাগরের প্রতি নাপিতিনীর যুক্তি প্রদান।

দীর্ঘ ত্রিপদী। শুনিয়া কহিছে মতি, উপদেশ তার প্রতি, ওহে রসরাজ কেন ত্রাস। ধিক্ সে রসিক ছার, মরণে বিচার যার, সে কেন হে প্রেমে করে আশ।। রসিক রসের তরে, সকলে সে মজা করে, বাছিবেক সে বাছা যাহার। বিচারিয়া কোন জন, রমণেতে করে মন, শুন ভ্রম যাইবে তোমার।। শুনহ আমার যুক্তি, রমণী রমণে মুক্তি, কেন ইথে করহ বিচার। গুরুপত্নী অহল্যায়, ইন্দ্র উপগত তায়, রাবণ হরিল সীতা আর।। বালি ভার্য্যা তারাসতী, তারে হরে কপিপতি, নিজসুতা হরে ব্রহ্মা শুনি। ধীবর পরা-

শয়ে, ধীবরের সূতা হয়ে, যাতে জন্মে বেদব্যাস মুনি ॥ এই রূপে দেবগণে, সম্ভোগে যুবতি জনে, পাপ কেনে হইবে রমণে। ভুবন মথনে মত, মনুষ্যের শুন তত্ত্ব, কহিলে বুঝিবে মনে মনে ॥ কেহ হয়ে পিসি মাসি, জানিল তা প্রতিবাসী, মামি হয়ে বিশ্বেধন আশ। ভাজ্রবধূ হয়ে কেহ, কহি যদি মন দেহ, আছে বড বাজারে প্রকাশ ॥ খুড়ি না শাশুড়ি বাছে, শুনি অনেকের কাছে, আর বহু বাজারে শুনিবে। ইহা হতে আর আছে, তোমায় বাবার কাছে, কহিলে তা এখনি বুঝিবে ॥ জান দেব দত্তসুত, তার গুণ অদ্ভুত, ভার্য্যা যার অতি রূপবতী। সে হইল পুত্রবতী, ফিরিল কর্ত্তার মতি, ব্রাহ্মণীর হৈল উপপতি ॥ শুনি তার সতী নারী, বুঝে পতি পাপকারি, রোগছলে পরাণ ত্যজিল। পুনঃ করিল সংসার, অনুপম রূপ তার, দ্বিজপত্নী তবু না ছাড়িল ॥ বহু-কাল করি ভোগ, ভোগেতে হইল রোগ, কাশী গেল গৃহে রাখি নারী। সুসন্তান ছিল ঘরে, হরি নিল বিমাতারে, ব্রাহ্মণী হরণ গেল হারি ॥ অতএব মহাশয়, কেন ইথে কর ভয়, রসিক কি করে ভেদ নারী। ভবানী কহিছে কত, সাক্ষি তুমি চাও যত, আরো কত দেখাইতে পারি ॥

মতির যুক্তির পর নাগরের উত্তর প্রত্যুত্তর।

পয়ার। নায়ক শুনিয়া সব কহে রাম রাম। অগম্যা গমন করে বিধি যারে বাম ॥ এসব কথায় আর নাহি প্রয়োজন। যে কথা কয়েছি তার কর আয়োজন ॥ তোমার শুনিয়া কথা হইল প্রত্যয়। প্রবৃত্তি জন্মিয়া রাজি করহ নিশ্চয় ॥ কথা শুনে কি করিব কাযেতে জানিব। কাযেং দেখা যাবে সকলি বুঝিব ॥ শুনিয়া কহিছে মতি সে যে বড় ঘর। সেখানেতে সরাসর যাওয়াই দুষ্কর ॥ না ডাকিতে

তার ঘরে কে যাইতে পারে। আমি যেতে পারি সেতা আমানের বারে ।। এক জোড়া মতি মোরে পার যদি দিতে। তবে সেই ছুতা করে যাইব বেচিতে ।। তখনি আনিয়া তার হাতে মতি দিল। প্যায়্যা মন মত মতি নাগরে কহিল ।। শীঘ্র আমি যাব সেথা রহিল কামান। বিলম্বে নাহিক কল দিবা অবসান ।। বিদায় হইনু ত্বরা যাইতে হইবে। কালি আসি কব সব শুনিতে পাইবে ।। মতি ভ্রমে মতি দিল নাগর সুমতি। ভবানী কহিছে কিবা করে দেখ মাতি।

নাগর নিকটে মতি পুন আসিয়া নায়িকার
সম্বাদ কহিতেছে।

একাবলি ছন্দ। পর দিন আসি কহিছে মতি। গিয়াছিনু সেথা লইয়া মতি।। দিদি দিদি বলে ডাকিনু গিয়ে। তখনি আইল স্বর শুনিয়ে ।। কি খাসা বসন ভুষণ পরি। বসিল কপাট আড়াল করি।। অনেকে বাহিরে দাঁড়ায়্যা আছে। এই ভয় কেহ নীরক্ষে পাছে। সুন্দরী চম্পক বরণীবালা।। রূপে তার ঘর করে উজ্জলা ॥ সুমেরুর বড় বড়াই ছিল। পীন স্তন দেখি খাট হইল॥ বদন বিমল আভা দেখিয়ে। বিধু কলা ক্ষয় হয় ভাবিয়ে॥ নয়ন দেখিয়ে খঞ্জন তায়। আপন নাচন ভুলিয়া যায় ॥ ক্ষীণ মাজা অতি নিতম্বপীন। উপমা কি দিবাসকলি ক্ষীণ॥ কুটীল কুন্তল মস্তক ভরি। লাজ পেয়ে বনে যায় চামরী ॥ নাসায় তিলক করিয়ে জ্ঞান। তিল ফুলে হয় কামের বাণ।। করি কর বিধি কাটিয়া নিল। হস্ত পদ তাতে গঠিয়া দিল।। আর কি তেমন হবে রূপসী। আহা মরি যেন কনক শশী ॥ বাহির করিল বদন খানি। ইঙ্গিতে কহিনু সঙ্কেত বাণী॥ শুনি ধনী কহে কেমন জন। রূপ গুণ তব কহি তখন।।

জিনি হরিতাল বরণ খানি। নবীন পুরুষ মধুর বাণী॥ মদন মোহন রসের কূপ। রসময় তনু রসিক ভূপ॥ হেন জ্ঞান হয় নদের চাঁদ। কামিনী ধরিতে পেতেছে ফাঁদ॥ আঁখি মুখ হস্ত পদ দেখিয়া। নলিনী জলেতে রহিছে গিয়া॥ ভাগ্য বন্ত শান্ত বড়ই ধীর। তব প্রেমআশে যেন ফকীর॥ কুলে শীলে শুনি বড় মানেতে। দ্বিতীয় না দেখি ধন দানেতে॥ ইহাতে সম্মত, হলো যুবতী। সঙ্কেত করিয়া লইল মতি॥ পরে কহি দেখা হইবে কবে। কহিল সুযোগ পাইব যবে॥ বুঝিয়েং কহিবে তাঁরে। সব কব এসো কামানবারে॥ দিন স্থির করে সে দিনে কবে। ইথে বুঝি কিছু গৌণ হবে॥ কিন্তু নিত্য যাওয়া নাহিক মোর। যদি যাই যেন হইয়া চোর॥ তুমি হইয়াছ কাতরা অতি। সদা কহ শীঘ্র এনে দে ৎতি॥ ইথে তাড়াতাড়ি কেমনে হয়। মোর মনে এই য়েছে ভয়॥ ভয় পেয়ে স্থির করেছি মনে। মন দিয়ে ন হবে যেমনে॥ দুবেলা যে জন যাইতে পায়। পায় সে ময় কহিতে তায়॥ অতএব সেই উপায় কর। তুমি দেয় সতা উড়েনী সর। তারে ডেকে বল নাহিক লাজ। তবে তে পারে স্থবায় কাজ। আমি যাই তারে ডাকিয়া দিব। রে মোর সব বুঝিয়া নিব॥ ভবানীচরণ ভাবিয়া কয়। ড়েনীরে ডাকা উচিত হয়॥

নাপিতিনীর কথায় নাগরের খেদ।

পয়ার। শুনিয়া মতির কথা ভাবিত নাগর। মনেতে রিছে খেদ হইয়া কাতর। মতি মাগি নষ্টলোক অতি মন্দ তি। ছলনা করিয়া বুঝি হরিলেক মতি॥ আপনি পারগ র অন্যেরে ডাকায়। কিসেতে প্রতীত হবে এমন কথায়॥ াৎ কার্য্যেতে প্রাণ জুড়ায় যেজন। ফলে তার কাছে কাকি

এই সে রটন॥ মতি গেলে তাহে বড় নাহি হয় ক্লেশ। কি জানি কেমন কর্ম্ম কে করিবে শেষ॥ কেমনি কুক্ষণে হায় হেরিয়াছি তায়। বুঝি বিধি বিদেশেতে বিপাকে মজায়॥ নয়নে লেগেছে রূপ কেমনে পাসরি। একে পাছে আর হয় এই ভয় করি॥ কাতর হয়েছি আমি রূপ ভাবি যার। সে যদি জানিত মোর এই সমাচার॥ অবশ্য তাহার লোক আসিত হেথায়। নাপিতিনী বলে নাহি ইহাতে বুঝায়॥ রাখিতে না পারি প্রাণ হৃদয় মাঝারে। যায়২ যায় প্রাণ না হেরে তাহারে॥ আছে মাত্র উড়েনীর আসার আশয়। চিনি তারে নাহি জানি কোন স্থানে রয়॥ কোন মতে নায়ক না দেখিয়া উপায়। অস্থির হইয়া গৃহে কভু ছাতে যায়॥ কাতর হইয়া সদা সেই দিগে চায়। সে যদি বারেক উঠে এই অভিপ্রায়॥ ছাতে পুনর্ব্বার আর তারে না দেখিয়া। বারাণ্ডায় বৈসে আসি মলিন হইয়া॥ মতি গিয়ে উড়েনীরে সকল কহিল। শুনি সর বেশ করি ত্বরায় আইল॥ ভবানীচরণ কহে উড়েনী মিলিল। তৃতীয় দূতীর রূপ রচিতে হইল॥

সর উড়েনীর নাগর নিকটে আগমন।

দীর্ঘ ত্রিপদী। শুনহ সরোর রূপ, কহিব স্বরূপ রূপ, অপরূপ বর্ণিতে কে পারে। খর্ব্ব নহে দীর্ঘাকার, কিন্তু স্থূল দেহ তার, বর্ণে অমাবস্যা নিশা হারে॥ হরিদ্রা দিয়েছে তায়, কিবা শোভা হায়২, কজ্জলে করেছে চক্ষু বড়। লালপেড়ে কটকিয়ে, সাড়ীপরা কাছাদিয়ে, করেছে কৌপীনে কটিদড়॥ দেশী খাড়ু তুচ্ছ করে, রৌপ্য গড়গড়ে পরে, দুহাতে তাবিজ বাজুবন্দ। শোভিত সিন্দুর ভালে, সর্ব্বদাই পান গালে, দুগ্ধভাণ্ড কাঁধে কথা দ্বন্দ॥ দুগ্ধ নিয়ে পাড়া পাড়া, চলে

দিয়ে হাত নাড়া, হস্তিনী আকার দুগস্তানী। হিন্দি আনি কৈতে পারে, দুগ্ধ নাহি বেচে ধারে, চক্ষু ঠারে দেখায় মস্তানী॥ এইরূপে যায় সর, সবে বলে সরসর, না সরিলে শুনায় সুস্বর। নাগর মনেতে জানি, সর এই অনুমানি, হবে বুঝি দুঃখ অবসর॥ অতি সমাদরে ধীরে, ডাকিলেন উড়েনীরে, এস সর দুগ্ধ নিতে হবে। সরতো তাহাই চায়, বাটীর ভিতরে যায়, মনে বুঝিয়াছে যাহা কবে॥ তথাচ নাগর সনে, রস কিছু করি মনে, প্রকাশি আপন বাচালতা। ভবানী সে রস কয়, উড়েনী রসিকা হয়, উড়ে ভাষে করে রসিকতা॥

সরর উড়ে ভাষায় নাগরের সহিত রসিকতা।

ললিত ছন্দ

সত্য কৌচি মু তোতে দুধ দিমি নেই।
আজো মো দুধ শ,ই কৌড়ি পাইবু দেই॥
মো সেরেক দুধ দেই পাচ টাকা নিমি।
তু আউ কেঁাঠি থাবো মু তোতে ন দিমি॥
নটখট করুচু কাহিঁ মতে ছাড়ি দে বাট।
উচ্ছার হউচি মু জিব পথর ঘাট॥
জানো ঘরে মু অছি নন্দ শাশ শশুর।
দুধ বিকি কারি মু ধাঁই যাউচি ঘর॥
সতে কড় ঘর নিজিবি দুধ দিমি চল।
আউকি কোয়াড়কু পাঠাব বল॥
তু মতে মিছিঁ মিছি ডাকুচি জাই।
মতে কেতে দব তো টাঁকা দেখি কাহিঁ॥
ভবানীচরণ কয় সর জাতি গৌড়।
অন্য কিছু নাহি জানে কেবল কৌড়॥

নাগরের সহিত উড়েনীর কথোপকথন।

একাবলি ছন্দ। শুনে উড়ে কথা না বুঝে নাগর। ভাবে টাকা চায় নাহিক ডর॥ কেন সর তুমি ভাব এমন। দ্বন্দ্ব মূল্য দিব দেখো তখন॥ পাঁচ সাত টাকা যোগ্য কি তব। শতাবধি ছাড়া কথা না কব॥ তোমারে কি জন্যে ডাকে আনা। করেনাক কারে করিহে মানা॥ এক দিন আমি উঠি ছাতে। ওমুকের বহু দেখিছে তাতে॥ পরম সুন্দরী রূপের ফাঁদে। মন পড়িয়াছে পরাণ কাঁদে॥ তারে যদি তুমি ঘটাতে পার। তবে হুঃখ হতে হইব পার॥ নাগর কহিল আর কি কব। শুনে সর কহে বুঝিনু সব॥ শুন২ ওহে রসিক রাজ। আমা হতে হবে তোমার কায॥ আছে২ মোর তথায় ভ্রম। বাধা সাধ্য করা কতেক শ্রম॥ হবে২ তুমি সুস্থির হও। দিব দিব এনে দুদিন রও॥ কলে বলে কিবা আটক রয়। আনিব তাহারে কাহারে ভয়॥ পাবে২ তুমি তাহারে হেতা। যাব যাব আমি এখনি সেতা॥ যাহা২ ধনী বলিবে মোরে। কব২ কালি আসিয়া ভোরে॥ বল২ দেখি কি দিবে তবে। হাতে২ সেই হাসিয়া লবে॥ নিতি২ যাই তাহার বাড়ী। ছলে বলে এনো ঢাকাইশাড়ী॥ হেসে২ বলি রসের কথা। একা থাকে কেহ নাহিক তথা॥ মনে২ করে রসিক পেলে। রসে বসে আঁখি থাকিব মেলে॥ কোন২ দিন ছাতেরোপরে। বঁধু মধু আশে ভ্রমণ করে॥ হায়২ যদি তোমারে পায়। বুদ্ধি শুদ্ধি ভুলে মজিয়া যায়। এমনি এমনি পুরুষ চায়। বটে২ বলে ভবানী তায়॥

নাগরের প্রতি সরোর আশ্বাস প্রদান।

লঘু ত্রিপদী। সরোর কথায় ঋষি মজে যায়, কামুক আছে কোথায়। নাগরের মন, করিল হরণ, দিলেক আশ্বাস তায়॥

নায়ক ভাবিল, মঙ্গল হইল, সর পারে মনে নেয়। শুনি তৎক্ষণে, বস্ত্রের কারণে, চারিটী মোহর দেয়॥ কহিলেন শুন, সর তব গুণ, শুনেছি মন্তির মুখে। তুষ্ট হও যারে, তুষ্ট কর তারে, সেজন থাকয়ে সুখে॥ অতএব বলি, যাও শীঘ্র চলি, বস্ত্র কিনে দিবে তারে। স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে, গেল আশ্বাসিয়ে মিষ্ট বাক্যে যত পারে॥ নাগর বাসাতে, রহিল আশাতে, সর যায় তার বাড়ী। চলে শীঘ্রগতি, যথায় যুবতী, দূরে গেল কেনা সাড়ী॥ প্রবেশি অন্দরে, কহে মৃদুস্বরে, তুমি কপালীর সার। শুন কিবা কব, হেরে রূপ তব, পুরুষের বাঁচা ভার॥ বাবু এক জন, বড়ই সুজন, পড়িয়াছে তব পিছে। শুনি সিন্দাবল, সরকে কহিল, কেন মোরে বল মিছে॥ হয়ে পরাধীন, আছি চির দিন, তুমিতো সকলি জান। কোন সুখ নাই, মরে আছি ভাই, বাঁচি যদি যায় প্রাণ॥ শুন সর বলি, হবে চলাচলি যদি শুনে খুন যান। কর্ত্তা বাটী আছে, ঘরে এসে পাছে, তবে হবে অপমান॥ লজ্জা পাছে পাও আজি চলি যাও, কহিব শুনিব পরে। সর তা শুনিয়ে ভাবিত হইয়ে, দ্রুত গেল নিজ ঘরে॥ ধনাপ্ত হরণে, নায়ক শ্রবণে, আসি পর দিনে কয়। ভবানীচরণ, করিল রচন, সর মতি মত নয়॥

সর নায়িকার সম্বাদ নায়ক নিকটে কহিতেছে।

পয়ার। সর আসি কহে বাবু কি কর বসিয়ে। ভাল করে কোলিয়াড় সে কথা কহিয়ে॥ না জানি কেমন মিষ্ট মুখ পেয়েছিলে। মধুমাখা কথা কয়ে মোরে কিনে নিলে॥ তব লাগি ভেবে ভেবে হইনু অঙ্গার। রেতে চক্ষু বুজি নাই

নিয়া ঘরে যাই হেন মেয়ে নই ॥ তখনি বাজারে গেনু কাপড় কিনিতে। তার মনে ধরে সাড়ী মাপাই দেখিতে ॥ দোকানেং ভাই ঘুরেং মরি। ভাল সাড়ী না পাইয়া ভাবি কিবা করি ॥ তার পরে দেখি এক চেনা লোক যায়। যেমন কাপড় চাহি কহিনু তাহায় ॥ সে আমারে সঙ্গে করে নিয়ে নিজ ঘরে। এক জোড়া সাড়ী দিল বড় সস্তা দরে ॥ বাজারে তেমন সাড়ী কার সাধ্য পায়। তার জোড়া এক পোন টাকায় বিকায় ॥ আমি তারে দক্ষু ঠেরে কত ভোগা দিয়ে। গোল গণ্ডা টাকা দিয়ে পরে এনু নিয়ে ॥ সেথা হতে দুঙ্ক দিকে গেনু তার বাড়ী। দিদি দিদি বলে ডেকে দেখাইনু সাড়ি ॥ তার পর সব কথা ভেঙ্গে কৈনু তারে। শুনে বলে সর্ব্বনাশ কি হবে আমারে ॥ ওলো সব জেনে শুনে কেমনে বলিস। নষ্ট দুষ্ট মত মোরে কখন দেখিস ॥ তুই মোর বাড়ী ছুঁড়ি দুবেলা আসিস্। কভু কিছু শুনেছিস্ বলিতে পারিস্ ॥ এই কথা শুনে মোর মনে হৈল ভয়। এনোমেনো কথা কয় রাজি বা না হয় ॥ পরে পায় ধরে বলি দোষ ক্ষমা দাও। আমার খাতিরে ভাই তাতে রাজি হও ॥ অনেক কথার পর শেষ হল রাজি। মন তার বুঝিয়াছি নহে কারসাজি ॥ কিন্তু এক কথা ভাই বলেছে তখন। বলো তারে দেখা হবে যো পাব যখন ॥ মোর সেতা বহুকাল থাকা নাহি হয়। কেমনে বুঝিব তবে সুযোগ সময় ॥ সম্প্রতি তাহার আমি করিয়া এসেছি। সুযোগ সময় জন্য উপায় ভেবেছি। কিশোরী নেড়ীর নাম শুনিয়া থাকিবে। তাহাহৈতে তুমি তার সময় বুঝিবে ॥ তাহারে তোমার কাছে পাঠাইয়া দিব। আজিতো বিদায় হই পরেতে আসিব ॥ এ কথা কহিয়া সব করিল পয়ান। শুনি নাগরের যেন উড়ে গেল প্রাণ ॥ কিন্তু সব গিয়ে

সব নেড়ীকে কহিল। নেড়ী শুনি শীঘ্র করি বাসায় চলিল॥ ভবানীচরণ কহে নাগরে মজায়। ধরা পাখী হাতে দিয়ে উড়েনী উড়ায়॥

কিশোরী নেড়ীর সহিত নাগরের সাক্ষাৎ।

চৌপদী। তসরের ঠেঁটী পরা, নাশায় তিলক করা, পান-গুয়া গালভরা, গোলাবি রঙ্গের গামছা কাঁদে। নেড়ী বলা অতি ভুল, খবা মাথা কাঁকা চুল, লাজপায় অলিকুল, পড়িয়া কুন্তল রূপ ফাঁদে॥ তুলসী মালার হার, তেনর পরেছে আর, গলে শোভে চমৎকার, আর সোনাদানা মনোহর। মোটা গোটা কণ্টীকুলে, চাবিশিক্লি তাহে ঝুলে, ভাবে যেন পড়ে ঢুলে, সোনাঙ্গে অনঙ্গ নিরন্তর॥ বয়স বিহিত কুচ, কাপড়েতে করি উচ, তথাপি স্বর্ণের কুচ, লাগে ভাব থাকিলে অন্তর। আড়ে পিছে চায়, ভাবে আছে কে কোথায়, দেখে যারে ঠেরে যায়, বিধুমুখে হাসি স্বতন্তর॥ কথায় ২ ভঙ্গি, অনঙ্গেরে করে সঙ্গি, এক নেক্তে কত রঙ্গি, দশনে মদন ভস্ম মিসি। ক্ষণেকে মুদিত আসা, ক্ষণে হয় সু প্রকাশ্য, ক্ষণে২ পরিহাস্য, পুরুষে মজায় দিবা নিশি॥ এ ভাবে কিশোরী যায়, নাগর দেখিতে পায়, সে ভাব বর্ণন দায় ভাবক যে মনেতে বুঝিবে। ভবানীচরণ কয়, শুন বাবু রসময়, আর না করিহ ভয়, নেড়ী হতে সন্ধান পাইবে॥

কিশোরী নেড়ীর প্রতি নাগরের উক্তি।

লঘু চৌপদী। নায়ক বিস্তর করে, কিশোরীর করে ধরে, প্রকাশিছে মৃদুস্বরে, মনো অভিলাষ। অমুক কামিনী হেরে, পড়েছি বিষম ফেরে, মিলনে মনন করে, হয়েছি উদাস॥ মনোদুঃখে দিন যায়, হইনু দীনের প্রায়, প্রাণ তারে সদা চায়, না দেখে উপায়। মালিনী ও মতি সব, হইয়াছে

অবসর, তাহাতে কাঁপে অন্তর, বল কে ঘটায়॥ মতি কয়েছিল তায়, তাহাতে পুরিয়া সায়, বলেছিল সে কথায়, আজি যাও মতি। এসো কামানের বারে, মনোবাঞ্ছা জানিবারে, ইথে বুঝি হতে পারে, হয়েছে সম্মতি॥ কিন্তু কামানের বারে, কেবল যাইতে পারে, অতএব ঠেকে তারে, কহিল আমায়। সর্ব্বদা সেই ঘরে, গমনাগমন করে, তাহারে বলিলে পরে, হইবে উপায়॥ পরে সব নিয়ে ভার, নাহিক পাইল পার, নাম করে সে তোমার, বলিল বিশেষ। হইয়াছি অস্থির, তুমি যদি কর স্থির, তবে হই সুস্থির, ঘুচে এই ক্লেশ॥ শুনেছি তোমার যশ, জান ভাল প্রেমরস, তুমি তারে করে৷ বশ, বুঝাইতে পার। প্রেমের তরঙ্গ বল, সে বড় আশ্চর্য্য কল, তাতে জ্বালি কামানল, যুবতীরে মার॥ তোমা বিনা এই কর্ম্ম, কে বুঝিতে পারে মর্ম্ম, রাখহ আপন ধর্ম্ম, করো না বঞ্চনা। ভবানীচরণ বলে, জুড়াবে যুবতী জ্বলে, কর বাবু কুতূহলে, কিশোরী সাধনা॥

নাগরের প্রতি কিশোরীর উক্তি।

ত্রিপদী। কিশোরী শুনিয়া বাণী, জুড়িয়া যুগল পাণি, কহে আমি অতি ক্ষুদ্রপ্রাণী। মোরে এত সমাদর, অকারণ গুণাকর, কহি শুন আমি যাহা জানি॥ বুঝিনু তোমার মন, লুটিবা পরের ধন, সে বড় কঠিন ঠাঁই ভাই আঁকাবাঁকা ব্রজবাসী, দ্বারে আছে রাশি রাশি, মুখ দেখে আমি ভয় পাই॥ খোড়া তারা বড় ঠেঁটা, বাপে নাহি মানে বেটা, প্রভু বাক্য করে ব্রহ্মজ্ঞান। যদি মুখ তুলে চায়, ভয়ে প্রাণ উড়ে যায়, কার সাধ্য অন্দরেতে যান॥ যদি চেয়ে হেসে যাই, নাহি বুঝে বলে নাই, মাত্তা কেটে করিয়া পলাই। চাকর বাকর যারা, ধনে বশ হবে তারা কিন্তু ঐ ব্যাটারা বালাই॥

সে বড় হে লোক খাসা, পিরীতের করে আশা, প্রেম আশে কত কথা কয়। তারে রাজী করাযায়, সেটা বড় নহে দায়, শাশুড়ী ননদ নাহি ভয়॥ অতএব মনে করি, এ কর্ম্ম করিতে পারি, কিন্তু বহুশ্রম ধন ব্যয়। কেবল টাকায় শ্রাদ্ধ, নৈলে হবে অপরাদ্ধ, এই সত্য করহ প্রত্যয়। শুনহে নাগর রাজ, আমা হতে এই কায, নাহি হতে পারে বাবু শেষ। রাত্রি সেথা থাকি নাই, ইহাতেই ভাবি তাই, যাতে হবে শুনহ বিশেষ॥ গোপী দাসী বাক্যে থাকে, দিদি২ বলে তাকে, আর ভাল বাসে অতিশয়। তারে যদি বল ভাল, এই কর্ম্ম সিদ্ধ হবে, গোপী বই কার সাধ্য নয়॥ সেও লোক ভাল বড়, তারে যদি ধরে পড়, অনায়াসে পুরাবে বাসনা। সে হবে বাসায়, যাবে, সে সকল দেখা পাবে, বলো তারে নাহিক ভাবনা॥ আকৃতি প্রকৃতি কয়ে, বাসস্থান জানাইয়ে, কিশোরী চলিল নিজ বাসে। নাগর করিছে খেদ, নেড়ী আশা হল ছেদ, না জানি ঘটিবে বয় যাসে॥ সকলেরি এই মন, হরণ করিবে ধন, তোষা দিয়ে করেনা উপায়। ভবানীচরণ কয়, হলো বাবু সুসময়, দেখ গোপী নিজ গৃহে যায়॥

গোপী দাসীর রূপ বর্ণন।

দীর্ঘ ত্রিপদী। তথায় পাইয়া সাড়া, গোপী পরে যায় বাড়ী, পরিধেয় ভাল বটে কিন্তু পুরাতন। পেড়ে নীল আছে ভাল, ঈষৎ হয়েছে কাল, সে কাল সেজেছে ভাল, দাসীর কারণ॥ বাম করে কাষ্টলুটি, বগলে বেগুন দুটি, চেলের পুটলি এক আছে ডান হাতে। হেলে দুলে যায় চলে, কাহারে না কিছু বলে, রূপের গৌরব করে বুঝায় তাহাতে॥ এক ছড়া দানা গলে, বিধবা বলায় ছলে, চুড়ি বালা আদি কিছু নাহি ধরে করে। বয়স হইয়াছে ভ

যুবতীর ভাব ধারি, তাহার জোরেতে তুচ্ছ করে যুবাবরে ॥ এক মাত্র পতি যার, সধবা বলিয়া তার, খ্যাতি করে দেখ এই জগত সংসারে ॥ স্বজাতীয় পঞ্চ নরে, রতি দান যেবা করে, বেশ্যা বলি খ্যাতি তার শাস্ত্র অনুসারে। ভবানীচরণ ভনে, শুন সবে স্থির মনে, নিত্য নব পতি বিনা যেবা নহে স্থির। কে বলে বিধবা তারে, বেশ্যাকে বলিতে পারে, গণিতে গোপীর পতি অস্থির মিহির ॥

নাগর নিকটে গোপীর আগমন।

পয়ারচ্ছন্দ। রূপবতী গোপী চলিয়া যায়। ঘরে বসি দেখে নাগর তায় ॥ গোপীকে চিনিয়া ডাকিল তবে। মোর কথা কিছু শুনিতে হবে ॥ শুনি ক্ষেপা গোপী হইল মতি। রোষে ভাষ কহে নাগর প্রতি ॥ ওমাগো ইনি কে আগ হো দায়। চেনা নয় কথা কহিতে চায় ॥ পথে চলে যেতে কতই পাপ। না জানি কতই আছেন কাপ ॥ লোকে বুঝে কথা কহিতে হয়। আগ মানুষের ধারাতো নয় ॥ জানেনা যে আমি কেমন মেয়ে। অষ্টম মঙ্গলা দিব কি গেয়ে ॥ যার ঘরে আমি করি চাকরি। তারে যদি একটু সম্বাদ করি ॥ থোতা মুখ ভোতা হয় এখনি। শুনে চুপ করে নাগর মণি ॥ গোপী মনে মনে হাসে অমনি। কাঁচা নাগরের গতি এমনি ॥ কিন্তু এটা জানা উচিত হয়। না জানি আমারে কি কথা কয় ॥ পুন ভাবে বুঝি আমারে চায়। এই ভাবে তার বাটীতে যায় ॥ মুহুঃ হেসে জিজ্ঞাসে তায়। বাছে কাটে খাবি ঠেকিয়া যায় ॥ গোপী আসি তার বসিল পাশে। নাগর আপন সরল ভাষে ॥ শুন শুন গোপী আমার কথা। শুনিলে হৃদয়ে পাইবা ব্যথা ॥ আসি দিন ছাতেরোপরে। উঠেছিনু বায়ু সেবন তরে ॥

কোন সুধামুখী হেন সময়। সোধোপরি ভ্রমে আপনা লয়॥ রূপ হেন যেন হীরক রাশি। সেইরূপ হৃদে পশিল আসি॥ তারে হেনরূপ হৃদয়ে ধরে। হীরাধারে যেন বুক বিদরে॥ যদি সেই নিশি পরশ হয়। তবে বাঁচে প্রাণ দেহেতে রয়॥ তুমি সহচরী শুনেছি তার। যদি কর দুঃখ সাগর পার॥ তরিবারে তরি নাই তোমাবৈ। মনে এই ভাবি তব সমাকৈ॥ ভবানীচরণ কহিতে সার। গোপী হতে তুমি হইবে পার॥

নাগরের কথায় গোপীর উত্তর প্রত্যুত্তর।

পয়ার। গোপী সেই কথা শুনে ছাড়িল নিশ্বাস। এসে-ছিনু ভাল বুঝে করিয়া বিশ্বাস॥ কি কথা কহিলে তুমি হইকি সর্ব্বনাশ। এইরূপে করে কত ভঙ্গী হা হুতাশ॥ মাথার উপরে মাথা কে ধরিতে পারে। কিসের অভাব তার কে কহিবে তারে॥ এমন কথার মধ্যে মোরা থাকি নাই। বুঝিনু মহৎ তুমি বেশ ঘরে যাই॥ গোপী গোসা করে যায় নাগর ফিরায়। সমাদরে হাতে ধরে নিকটে বসায়॥ শুন গোপী যদি ইথে তমি দেহ মন। সাধ্য তব সিদ্ধি করা নহে দুর্ঘ-টন॥ তোমায় আমায় ভাল পরিচয় নাই। বিদেশি বিয়ো-গি দেখি কর দূর ছাই॥ মালিনী কিশোরী নন্দি গোয়া-লিনী সব। দানে দেখিয়াছে জানে বিশেষ বিস্তর॥ তাহারা তৎপরা আমি ঐ কর্ম্মে জেনে। বহু বিধ ধনে মানে তুষে-ছিনু এনে॥ কারুহতে কোন মতে কর্ম্ম যদি হতো। আমা-হতে নানা মতে দূরে রতো॥ ঘটায়ে ঘটক হয়ে তুমি যদি দেও। মনোমত ধন দিব আর কিনে নেও॥ যদ্যপি নবীনা তুমি ধারা প্রবীণার। বুদ্ধিমতী নাহি দেখি সমান তোমার॥ পথে মোরে স্পষ্ট কয়ে ঘরেতে আসিয়ে। মিষ্ট বাক্যে জি-

আসিলে বিরল হইয়ে ॥ ভাবে বুঝি সল্লোকের মেয়ে তুমি হবে। রূপ ধারা সুচতুরা নীচ কেবা কবে॥ স্বামি হীনে শোকাকুলে মনো দুঃখ পেয়ে। চেটো হয়ে চাকরিতে আছ লজ্জা খেয়ে॥ মান্য ছিলে ক্ষ্য মনে সদা ছোপ২। মরমেতে মরে আছ ছাড় ক্ষোভ কোপ॥ আমার আশার আশা পুরাইতে বিধি। সুন্দরীর সহচরী সেই করে বিধি॥ চঞ্চল আমার চিত্ত করে দেও স্থির। ধন মান দিয়ে আমি করিব সুস্থির॥ ইহাতে চন্দ্রিকাকর পুরিলেন সায়। আশা ফাঁস দিল দেখ গোপীর গলায়॥

নাগর নিকটে গোপীর পরিচয়।

পয়ার। শুনিয়া কহিল গোপী ওগো মহাশয়। কেমনে বুঝিলে তুমি মোর পরিচয়॥ সল্লোকের মেয়ে বল কি দেখিলে গুণ। মরণ নাহিক মোর কপালে আগুণ॥ চিনেছো আমায় তুমি ভাঁড়ালে কি হবে। মোর মাথা খাও আর কারে নাহি কবে॥ পরিচয় মোর তবে শুনহ বিশেষ। আমার বাপের বাড়ী আকনা মাহেশ॥ পিতৃ নাম নরোত্তম কুলীন কায়স্থ। জাগুলি শ্বশুর বাড়ী কুটম্ব সমস্ত॥ শ্বশুর স্বামির নাম কেমনে ধরিব। আকার ইঙ্গিতে আমি সকলি কহিব॥ দেখছ যাহারে তুমি তার স্বামি নাম। মোর শ্বশুরের নাম এই কহিলাম॥ স্বামির কি কথা কব বিধি মোর বাম। রাজার বেটার মত ছিল নাম ঠাম॥ পিসাসের বোহিন্‌পো বড় সরকার। নকুড় দত্তের মাসি ননদ আমার॥ বিধু বস শুনিয়াছি খুড়া মোর যার। মামাতো দেবর মোর দেওয়ান রাজার॥ আর কত কব বাবু কৈতে বুক কাটে। দেখে লোক চিনে বলে যাইনাক ঘাটে॥ তোমার কথায় আমি হইলাম তুষ্ট। প্রথমে

বলিছি শঙ্ক হইও না রুষ্ট ॥ আমি এই কথা আজি
কহিয়া দেখিব । রাজি যদি হয় তবে তোমারে কহিব ॥
বেলা হৈল যাই আমি আর কি করিব ॥ দেখি যদি পারি
তবে বিকালে আসিব ॥ নাগরের কাছে গোপী হইয়া
বিদায় । দ্রুতগতি গেল পরে আপন বাসায় ॥ রন্ধন
ভোজন গোপী করি শীঘ্রগতি । অন্য দিন হইতে ত্বরা করি-
লেক অতি ॥ ভবানী কহিছে শশী নাগর কহিল । গোপী
গিয়ে কামিনীরে কহিতে লাগিল ॥

গোপী দাসীর সহিত নায়িকার কথোপকথন ।

একাবলীছন্দ । সদাই তোমায় করিলো মানা । ছাতে
গেলে কথা হইবে নানা ॥ তব রূপ খানি যেজন হেরে ।
বাড়ী বেড়ে সেই ঘুরিয়া ফেরে ॥ নলিনী কাননে ভ্রমর গতি ।
কেশা ঘুচাইতে কার শকতি ॥ কত শত জন এমনি করে ।
আমারে শুধায়ে ঘুরিয়া মরে ॥ দুনাজন গলে রূপের ফাঁস ।
কেও যারে সে যে ভাবে অবকাশ ॥ সম্প্রতি একটি ছাড়েনো
পারে । উঠেছিলো বটে শুনলো পরে ॥ তাহে এক জন পড়েছে
ছে ফেরে । দেখা দিয়ে তারে বিচ্ছেদ পরে ॥ তব সঙ্গে
সঙ্গ হবার আশে । কত জনে টাকা দিল আমারে ॥ শুন
তবে তার বিশেষ কই । প্রথমে তোমার মালিনী সই ॥
পরে সব নাতি কিশোরী নারী । তোগাদিয়ে হাত মেরেছে
ভারি ॥ অবশেষে বুঝি বুঝিয়া শেষ । আমারে ধরেছে
জেনে বিশেষ ॥ আমি যদি তাতে না দিনু সায় । কাতর
হইয়া ধরিল পায় ॥ ধনে গুণে রূপে নাগর বটে । সব
আশা পুরে যদি সে ঘটে ॥ পাকো কতো বঁধু দেখিয়া ভোল ।
পিরিতের কথা সদাই তোল ॥ কোন ঠেঁটা এসে পুড়িবে
পাড়া । এরে এনে দিব মিলিবে জোড়া ॥ এখন তোমার

কথা পাইলে। হবে কিনা হবে যাই জানিলে॥ ভবানী স্মরিয়া কহিছে পরে। রমণী বদনে হাসি না ধরে॥

গোপীর প্রতি নায়িকার উক্তি।

লঘু-ত্রিপদী।

শুনে রসবতী, কহে গোপী প্রতি, নাগর দেখিব তব। যেমন কহিলে, এমন হইলে, এনে দিলে তার হব॥ রসিক নাগর, গুণের সাগর, কামিনীর মনোলোভা। কিসেতে সাজিবে, আমারে ভজিবে কেমনে পাইবে শোভা॥ তুমি ত বল, আমি বুঝি ছল, কহিতেছ ঠাট করে। যদি হেন পাও, নিজে মজে যাও, কেন দিবা প্রাণ ধরে॥ সাক্ষি দেখ তার, কি কহিব আর, মালিনী কিশোরী মতি। সব উড়ে বাড়ি, করে বাড়াবাড়ি, ভুলাইল তার মতি॥ ইথে বুঝা যায়, যেবা যাহা পায়, কেবা কারে তাহা দেয়। জানি তব ঠাট, করিতেছ নাট, মোর মনে এই নেয়॥ বুঝিনু সকল, কেন মিছে বল, তুমি বড় হিতকারী। সুনাগর প্রিয়ে, আছ তারে নিয়ে, সকলি বুঝিতে পারি॥ ভবানীচরণ, কহিছে তখন, নীচগামী সেতো নয়। এ সব রমণী, দাসীর কুটনী, সে জন তোমারি হয়॥

নায়িকা সহিত গোপীর কথোপকথন।

ললিত পয়ার শুনিয়া গর্জ্জবে গোপী গুমোর করিয়ে। গুরু গঙ্গা গোঁসায়ের দোহাই বলিয়ে॥ মোর মনে ছিল যে মিটাব তব সাধ। হিতে বিপরীত দেখ বিধি সাধে বাদ॥ আমার২ করে মরি যার তরে। সে জন আপন করে না জানে অন্তরে॥ হিয়ের মাঝেতে হিত করিবারে চাই। তবু তাহে ভিন্ন ভাব ভাল তো বলাই॥ মনে মনে বুঝে বুঝ কিবা না করেছি। কোথায় কোথায় গিয়ে নাগর এনেছি॥ মুঠ মুঠ

টাকা তারা মোর ঘরে থুয়ে। অর্দ্ধেক অধিক রাত্রি থাকিতো যে শুয়ে॥ কত কথা কৈত তারা কিছু শুনি নাই। ধর্ম্ম জানে মর্ম্ম কথা তোমার দোহাই॥ সত্য এমন কিছু বুড়ি হই নাই। চাই যদি যুবাজনে এখনি মজাই॥ সে সব ছেড়েছি শুন তোমার খাতিরে। ভাল না ভাবিয়ে ইথে মন্দ বল ফিরে॥ বুঝিনু২ এবে বড়র যে মর্ম্ম। কি কব তোমার দোষ কালের এ ধর্ম্ম। ভোগা দিয়ে ভাল দেখে নাগর আনিয়ে। মুই তারে নিয়ে আছি তোমায় না দিয়ে॥ এমন করিয়া থাকি হইবে প্রকাশ। যৌবন জলিয়া যাবে হবে সর্ব্বনাশ॥ গোপীর বিরস মুখ দেখিয়া যুবতী। ভাবিল মনেতে দাসী ক্রোধাকুলা অতি॥ বিনয় করিয়া তবে গোপীকে বুঝায়। ভাল গোপী গোসা তোর হলো কি কথায়॥ বুঝায়ে যুবতী কয় কেন কর রোষ। কৌতুকে কহিনু দোষ অন্তরে সন্তোষ॥ ঐ কথা বলে মাত্র করেছি তামাসা। নাগর লইয়া তুমি আছ বড় খাসা॥ প্রাণ গেলে আমারে কি দিবে সে নাগরে। মনোমত ধন কেবা দেয় অন্যপরে॥ এত বুঝি বড় অসঙ্গত কথা নয়। নবিনা নাগর ছেড়ে কেবা কোথা রয়॥ যদি বল নাগর আনেছি যার তরে। তাহারে না দিয়ে আমি রেখে-ছিনু ঘরে॥ দাসী হয়ে রঙ্গ রসে দিবা নিশি থাকি। ইহা হইতে কটু কথা আর কিবা বাকি॥ কিন্তু সেতো এখনো আমার হয় নাই। হলেহতো গালাগালি বলেছ যা তাই॥ এক কথা বুঝিতে লো পারিবা না পারি। বলে ছিনু তাতে তোর মনহল ভারি॥ বহিরঙ্গ হতে যদি তবে কি তা বলি। মনে করেছিনু যে গোপীর মন ছলি॥ তাতে মোর হয়ে গেল হিতে বিপরীত। একে হয় আর যারে বিধাতা বঞ্চিত॥ ক্ষমা কর গোপী তোর ধরি দুটি হাতে। পরাণ

কেমন করে তোমার গোসাতে॥ মোর মাথে হাত দিয়ে সত্য করে কবে। তারে মোরে প্রাণে দিয়ে বাঁচাইবে কবে। ভবানীচরণ ভাবি যুবতীরে বলে॥ নাগর তোমার হবে সুখে কুতুহলে॥

মিষ্ট বাক্যে সুতুষ্টা গোপীর যুবতি প্রতি
যুক্তি প্রদান।

পয়ার। মধুর মিনতি বাক্যে গোপী হৈল বশ॥ যুবতির প্রতি যুক্তি কহিছে সরস॥ শুনলো সুন্দরী তবে সুখে পুর সায়। কি কথা কহিব সেথা কহলো আমায়॥ বুঝে সুজে বল তাই যাহা মনে ধরে। মিছা মজাইলি গোপী বলোনাকো পরে॥ মতিমালা প্রভৃতি গহনা যত চাবে অমনি তখনি নেবে, খুলিলে পাঠাবে॥ সাধে সাধে যদি নেও কিন্তু হবে দোষ। ঠিক ঠিক কথা কই করো নাক রোষ॥ গহনা গাঁটা বড় লেঠা ভাল না সে আশ। পরিলে দেখিবে সবে হইবে প্রকাশ॥ টাকাটিকি নিলে খুলে কে জানিতে পারে। বিবেচনা করে কহ কহিব তাহারে॥ বিলম্ব বিস্তর আর করা মত নয়। বলেছি বিকাল বেলা যাইব নিশ্চয়॥ এলো গেলো কথাতে কেবল গেল বেলা। মিছা মিছি বকাবকি যেন ছেলে খেলা॥ আশল কর্ম্মের কথা কও কিছু মোরে। আমি মনে বুঝে তারে কব ঘোরে ঘারে॥ কহিছে চন্দ্রিকা কর গোপী সব জান। মুখ দেখে মন কথা বুঝে টেনে আন॥

গোপী প্রতি নায়িকার অনুমতি।

লঘু ত্রিপদী। শুনি চন্দ্রাননে, সহাস্য বদনে, সখী সম্বোধনে দাসীরে কয়। যাও গোপী তথা, বুঝে কহ কথা, যেন

বল দেখি তুমি কি দিতে পার। তার আশা পাকে, তবে তুমি চাবে, তিনগুণ যত হবে তাহার॥ যদি রাজী হয়ে, কবে মহাশয়, পাল্কীতে করে আমি আনিব। ইষারা করিলে, আমারে কি দিবে, শুনে নাই আজি আসিয়া দিব॥ যেন লাজে ঠকে, এসনাক ফকে, লম্পটে পুরুষ ভুলাতে পারে। ভবানীচরণ, কহিছে তখন, গোপী শুনে যায় কহিতে তারে॥

গোপী নাগর নিকটে গমন করিয়া নায়িকার সম্বাদ কহিতেছে।

অনুযমক পয়ার। গোপনে গমন করে গোপী তাড়া তাড়ি। গস্তানী গমন কালে করে বাড়াবাড়ী॥ নাগরের বাহারের ঘরে ধীরে ধীরে। গোপী গিয়ে প্রবেশিয়ে দেখে ফিরে ফিরে॥ একাকী নাগর আছে নাহি গোলমাল। কহিতে লাগিল তবে করে গিলেতাল॥ সেই কথা কয়ে সেথা খাই গালাগালি। নেতো দিল আর দাস দাসী শালা শালী॥ তুমি বড় লোক বলে করি জাঁক জোঁক। নাহি শুনে এরে তারে করে ডাক ডোক॥ গোসা করে পরে মোরে কহে চোট পাট। পুলিসে পাঠাতে চায় শুন মোটমাট॥ শুনে মোর অঙ্গ তবে কাঁপে থর২। দুই চক্ষে জল মোর ঝরে ঝর২॥ বুক দুড় দুড় করে প্রাণ ছটফট। ভেবে তবে তার পায়ে ধরি চটপট॥ গোসা গেল হাতে ধরে করে টানাটানি। তাহা দেখে দাস দাসী করে কানাকানি॥ চুপে চুপে আমি যত করি ঘোর ঘার। চাকর বাকর দেখে করে সোরসার॥ তাদের মিনতি করি দিনু কোস কাঁস। সকলে করিনু রাজী দিয়ে ঘুস ঘাস॥ কেনবা এ কর্ম্মে হাত দিনু হায় হায়। তোমার জন্যেতে হলো প্রাণ যায় যায়॥ অনেক দুঃখেতে

তবে করি রাকারাকি । এসব কহিতে বেলা হলো সাজাসাজি ॥ দেওয়া থোয়া কথা এবে কয় ফুট ফাট । মনোমত নাহি দিলে সব ছুটছাট ॥ আমি গেলে তবে কথা হবে পাকাপাকি । আজিগে আনিব তারে নহে ফাকাফাকি ॥ অথায় বিদায় কর শঙ্ক পায় পায় । সুন্দরী আসিয়া শোধ দিবে গায়গায় ॥ ভবানীচরণ কহে লও সায় সায় । মিলন হইলে মিলে যাবে টায় টায় ॥

সুসম্বাদে গোপীর প্রতি নাগরের উক্তি ।

পয়ার । সুসম্বাদ শুনে সুখে কহিছে নাগর । গোপী তব গুণগাব কি আর বিস্তর ॥ হায় হায় তোমার হয়েছে অপমান । প্রাণ পণে ধনে মানে করিব সম্মান ॥ দীন হীনে দয়া দানে দুঃখ কর দূর । অতুল ঐশ্বর্য্য হবে উন্নতি প্রচুর ॥ কথন কেমনে কর্ম্ম সিদ্ধি হবে কবে । মোদা থোযা কথা কিছু অন্যথা না হবে ॥ মনে মনে কর বা বুঝিবে মোর আশ । পঞ্চাশ মোহর করে দিব মাসে মাস ॥ আর কি কহিব কহ আছে কিছু বাকী । কথায় কহিনু সব পাছে বুঝ ফাকি ॥ অতএব অতিশয় কথা কিছু নয় । কর্ম্ম সিদ্ধি হলে হয় কন্মে পরিচয় ॥ পাঁচিশ মোহর ভাল মোড়ক করিল । পত্র দরশনি বলি গোপী হাতে দিল ॥ মুদ্রা নিয়ে গোপী তবে মুখ পানে চায় । তিন গুণ চাওয়া গেল মনে লাজ পায় ॥ ভবানী কহিছে লোভি কামিনীকে ধিক্ । রক্ষা করা দূরে গিয়ে আশার অধিক ॥

গোপী নাগরের স্থানে মোহর পাইয়া বার্ত্তা লইয়া কামিনীকে কহিল ।

ত্রিপদী । গোপী সেথা পারে মুদ্রা, দেখ তার সজ্জা গজ্জা, আর দান মনের আশয় । রসিক নাগর বর, মন

দানে অকাতর, দেখে গিয়ে সুন্দরীকে কয়॥ আমারে থাকুক ধিক, তোমাকেও ততোধিক, টাকা আশরা হলো লজ্জাস্কর। তার কথা কি কহিব, ঠিক যেন সদাশিব, আহা মরি কেমন সুন্দর॥ অতিবড় শিষ্ট শান্ত কামিনীর প্রিয় কান্ত, মধু মাখা কথাগুলি কয়। কি খাসা পোষাক পরে, টাকা কড়ি তুচ্ছ করে, বাবু গিরি করে অতিশয়॥ বশ হয়ে তার গুণে, চমকে যাবে দান শুনে, এই দেখ আজি কি দিয়েছে। রফাকি করিব তায়, অঁাজলা পুরে দিতে চায়, বাক্স ভরে মোহর রেখেছে॥ তোমার দৌলত কত, জানি বাবু শত শত, এর চাকরের যোগ্য নয়। কথা আর কত কব, দেখিলে বুঝিবে সব, শীঘ্র চল বিলম্ব না হয়॥ তোমার আশার তরে, আছে সে সরমে মরে, গেলে তুমি না জানি কি করে। ভবানীচরণ ভাষে, বান্ধি দুই ভুজ পাশে, রাখিবেক হৃদয় উপরে॥

নাগর নিকটে নায়িকার গমনোদ্যোগ।

পয়ার। শুনিয়ে সন্তোষ পেয়ে কহিছে যুবতী। কি আর ওজর তবে যাব শীঘ্রগতি॥ বেহারা ডাকিয়া তুমি এনে রাখ দ্বারে। কোনখানে যাবে যেন জানিতে না পারে॥ আমি গিয়ে গাধুয়ে গহনা পরি ঘরে। বেহারা বাহিরে রেখে এসো তুমি পরে॥ কর্ত্তার কাছেতে আমি সাজ গোজ পরে। খাবার দাবার তাঁর যাব হাতে করে॥ সে সময় কবে এসে মুখ করে ভার। পিসির হয়েছে পীড়া জ্বর অতিশয়॥ চক্ষে দেখে এনু আমি বড় বাড়াবাড়ি। সঙ্গেং পালকি মোর দিল তাড়াতাড়ি॥ পরে যা কহিতে হয় আমি কব তারে। গোপী গেল তখনি বেহারা আনিবারে॥ ভবানীচরণ কহে রস কব কারে। হেঁয়ালের কত ছল কে বুঝিতে পারে॥

বেশ করিয়া নায়িকার পতির অনুমতি
লইয়া নাগর নিকটে গমন।

গোপীকে কহিয়া গৃহে করিল যে বেশ। কিঞ্চিৎ কহিব যদি না পারি বিশেষ॥ কুটিল কুন্তল কাল কপালে উপর। সৌদামিনী জিনি সিঁতি অতি শোভাকর॥ কাণবালা কর্ণফুল কর্ণেতে পরেছে। মনোহর মুক্তা গোচ্ছা তাহাতে দিয়েছে॥ মুক্তার মুণ্ডিত নত নাসায় দুলিছে। মঞ্জনে মার্জ্জিত দন্ত দামিনী হাসিছে॥ মুক্তা গোচ্ছা গলদেশে সাজে সাতনরি। হীরা পান্না ধুক্ধুকি আছে শোভা করি॥ বাহুতে পরেছে বাজু হীরাতে জড়াও। পরেছে তাবিজ কোলে করিয়া গেঁথাও। বাকি মুক্তা কি মরদানি চুঁচি আছে হাতে। নবরত্ন অঙ্গুরীর শোভা করে তাতে॥ হীরার কুন্দেতে স্বর্ণবালা সুশোভিত। কটিতে কনক গোটহার মনোনীত॥ চাবিশিকলি তাতে পুন দিয়াছে ঝুলায়ে। পদাঙ্গুলে আছে চুটকি পাঁজোর সাথে মিশায়ে॥ গুজরেব গোলমল পরিয়াছে পায়। পরেছে ঢাকাই শাড়ী অঙ্গ দেখা যায়॥ এই বেশে নাগী গৃহে প্রবেশ করিল। দাসী আসি পূর্ব্বমত কহিতে লাগিল॥ শুনিয়া কপট কথা ভাবিত ভবানী। ভর্ত্তার নিকটে ভাবে কহিল কামিনী॥ পিসিকে আমার বলে আর কেহ নাই। যদি তুমি বল তবে আসি সেথা যাই॥ কর্ত্তাটি ভাবিত হয়ে দিলেন বিদায়। কামের তীরের ন্যায় সোয়ারিতে যায়॥ ভবানীচরণ বলে সে রূপ ভাবিলে। ভুলে লোক, জপতপ কি হয় দেখিলে॥

নাগর নিজালয়ে উৎকণ্ঠিত এবং নায়িকার সহিত
প্রথম মিলন।

শেষেকপদে পয়ার। ভাবিত নাগর গৃহে ভাবে একো

[illegible] ভবানীচরণ ভণয়, যেরূপ শরণাগত, কামিনী করুণা করে তার বশ হয়॥

নাগর নিকটে সুন্দরীর পরিচয়।

দীর্ঘ ত্রিপদী। শুনিয়া যুবতী কয়, নাম শুনে কি দয়া, কি হইবে তব কাম বল দেখি শুনি। তবু নাগর বলে হাসে, [illegible] করি কর তলে, আমাকে রাখিবে গুণে বুঝি বুদ্ধি শুনি। নাম কি বলিতে হবে, শুন নাম বলি তবে, পূর্ব্ব নাম আছে মোর অনঙ্গ মঞ্জরী। অন্তরিক্ষিণী নাম, পূর্ণ হবে মন কাম, নাম অনুরূপ নাম শ্রীদেব নাগরী। শ্রীদেব নাগরে শুনে, বাধ্য হয় তার গুণে, সুখের সাগরে উঠে ভাসিয়া। কামিনী কমল পাণি, গ্রহণ করিল টানি, কহিতে লাগিল পরে হাসিয়া হাসিয়া॥ এত পুণ্য করি নাই, তোমারে গৃহেতে পাই, কি পুণ্যেতে তুমি মোরে হইবে সদয়। আমি এই মনে করি, দাসী দূতী রূপ ধরি, কামনা পুরাতে মোর হইল উদয়॥ সহজে দয়াবতী, দূতী দয়া দানে রতী, দাসী রূপে দেখ দোঁহে মিলাইয়া দিল। ভবানীচরণ ভণে, নাগর বুঝিয়ে মনে, দূতী গুণ বর্ণি স্তুতি করিতে লাগিল॥

নাগর উক্তি দূতী স্তুতি।

ত্রিপদী। নাগর করিছে স্তুতি, আমি বুঝিলাম দূতী, পুরুষের সুখের উপায়। চিরকাল দূতী গতি, বিনা নহে স্থির মতি, মনে বিবেচিলে জানা যায়॥ দূতী সঙ্গ নিরবধি, যদি হয় বাল্যাবধি, লোকে তবে পুরুষার্থ হয়। দেখহ বালক কালে, গুরু রূপে পাঠশালে, দূতী আসি নিকটে উদয়॥ না হইলে জ্ঞানোদয়, কদাচ নাহিক হয়, যুবাকালে ঘটক রূপিণী। দূতীর অসীম দয়া, আহা তাদি যায় কন্যা দে কলেতে বিবাহ দায়িনী॥ নানা রূপ নানা স্থলে, বিষয়ে

করিল। এবাক প্রজার সুখে সুখা বরিষিল।। কুচরাজের
ভরকুপে ঐশ্বর্য্য অতুল। দেখে দেখে কামরাজ হল কোপা-
কুল।। আপন সেনাদের সঙ্গে অনুমতি দিয়ে। করয়ে দিশে
দণ্ড দণ্ডের উপরে।। নবরূপ সেনা করে বাহ্যাড়ে আয়তি।
কর হেতু কুচরাজে হইল উৎপাত।। দর্পণ বদন চলে ভুরু
ধনু লয়ে। ছাড়িল কটাক্ষ বাণ দশা শূন্য হয়ে।। বাহু দিয়ে
বহুবিধ করিল বন্ধন। প্রজারে লইয়া বাহুলতের ভবন।।
প্রজা পরে কামঘরে করিয়ে প্রবেশ। লুটিল ভাণ্ডার আর
না থাকিল শেষ। যুবতী যুবক দোঁহে বিজয়ী হইল। স্বীয়
সেনা লৈয়া কামরাজ পলাইল।। যুদ্ধকালে দুই অঙ্গে
করিতে মিলন। বিচ্ছেদের ভয়ে ত্যক্ত বসন ভূষণ।। যুবতী
বিজয়ী হবে হৈল সেই রণে। পুরস্কার করিল আপন
সেনাগণে।। উরু গুরুতর যোদ্ধা তাহে বস্ত্র দিল। চরণ
ভরণ দিয়ে চরণ তুষিল।। বাহুযুগে বলয়াদি দিল অলঙ্কার।
কুচরাজ চক্রবর্ত্তী তারে মতিহার।। কর্ণকে কুণ্ডল দিল জিনি
পূর্ণ শশি। নাশায় নোলক দানে তুষিল রূপসী।। শোভা-
কর সিঁতিভালে করায় শোভন। এই রূপে সেনাগণে করিল
তোষণ।। আতর গোলাবে অঙ্গ করিল শীতল। কেবল
বান্ধিয়ে ফেলে স্বসৈন্য কুন্তল। বিনাইয়াছিল বেণী জিনি
নাগপাশ। আলিয়ে পড়িয়াছিল পাইয়া সে ত্রাস।। সুশী-
তল জলপান করি তার পর। নায়ক নায়িকা বসি পালঙ্ক
উপর। এলাচি লবঙ্গ আর জৈত্রী জায়ফলে। মিশ্রিত
সগাই পান খায় কুতুহলে।। রঙ্গ রসে রজনী হইল অব-
সান। কোকিল ললিতরাগে করিতেছে গান।। কোকি-
লাদি রব শুনি কহিছে কামিনী। উপায় বলহ প্রাণ পোহায়
যামিনী।। কি করিব কেন বিধি করে ভিন্ন ভিন্ন। দিন

হেতু বুদ্ধিহীন হব দিন দিন ॥ অভাগীর ভাগ্যহেতু অরুণ উদয়। কপাল গুণেতে রাহু নাহি এ সময় ॥ লোক লজ্জা ভয় ক্ষেত্র দিয়ে ছিল বিধি। না থাকিলে নিরবধি পাইতাম নিধি ॥ সুখের উপরে দুঃখ সহ্য নাহি যায়। আমার কপালে বিধি ঘটাইল তায় ॥ বিলম্ব না সয় প্রাণ করহ বিদায়। কিন্তু ভাবি বজ্রসম বিচ্ছেদের দায় ॥ কি করিব যদি থাকে থাকয়ে জীবন। তবে হলে হতে পারে পুন দরশন ॥ ভবানী কহিছে হেন নারী প্রাণধন। যারে ছেড়ে যায় তার উচিত মরণ ॥

নাগর নিকটে অনঙ্গের বিদায়ে তজ্জন্য শ্রীদেবের খেদ।

পয়ার। বিদায়ের কথা শুনি শ্রীদেব নাগর। কহিছে করুণা করি হইয়া কাতর ॥ প্রাণপণ করে প্রাণ পেয়েছি তোমায়। কি রূপে হে কোন প্রাণে করিব বিদায় ॥ আর কিছুকাল থাক করি নিরীক্ষণ। আঁখি স্থির হলে প্রাণ করিবে গমন ॥ কিন্তু পাপ আছে লোক লজ্জা অতিশয়। কুলনারী কর তুমি কলঙ্কের ভয় ॥ রজনী হইল শেষ থাকা অনুচিত। আমি কি কহিব বুঝে করহ বিহিত ॥ প্রাণরূপ পক্ষি তব সঙ্গেতে চলিল। এ দেহ পিঞ্জর পক্ষি ছাড়িয়া রহিল ॥ এই কর প্রাণেশ্বরি যেন পুন পাই। তোমার নিকটে ভিক্ষা এই আমি চাই ॥ বিদায় কি দিব প্রাণ করি অনুমান। সাবধান ছিল মন করিয়াছি দান ॥ সামান্য ধনেতে প্রাণ তুষিব কি আর। বিষয় বিভব যত সকলি তোমার ॥ যদি মত হয় দাস দাসীর কারণ। বাক্স খুলি লও তব যাহা চায় মন ॥ এই কথা বলে তারে চাবি দিল

থেকো । দুজনায় দুঠার মুখ্যে মিল অবশেষে ॥ ভবানী কহিছে তাঁর বিদায় হইলা। উভয়ের মনোবাঞ্ছা বিধি পূরাইল ॥

নায়ক নিকটে নায়িকার বিদায় লইয়া নিজ গৃহে গমন।

পয়ার। নাগরের স্থানে পরে লইয়া বিদায়। পাল্কি চড়িল গিয়ে গোপী সঙ্গে যায় ॥ বেহারার দাম তারা পদে পদে পায়। কি জানি কর্ত্তার কাছে পাছে গিয়ে চায় ॥ বাটী পদার্পণ মাত্র বেহারা বিদায়। পরে কহে শুন গোপী কি হইল হায় ॥ পিসি নাহি জানে কিছু এ সব প্রকার। শীঘ্র তুমি তাঁরে গিয়ে কহ সমাচার ॥ ইঙ্গিত করিলে পিসি তখনি বুঝিবে। তিনি না জানিলে তবে মজাবে মজিবে ॥ গোপী কহে আমি বুঝি এ কর্ম্মে নূতন। আমারে তোমার পিসি জানে বিলক্ষণ ॥ তুমি যেন জান নাকো এ আর কেমন। যাতে হাত দিই তাতে ঠেকেছ কখন ॥ তোমরা দুজনে মত্ত হইলে যখন। আমি গিয়ে তার কাছে কহিনু তখন ॥ তাঁরে সাবধান করে এসেছি তখনি। ভবানী বাখানে শুনে সাবাসি কুটনি ॥

দ্বিতীয় মিলনে নাগরের বৈষ্ণব বেশ ধারণ।

দীর্ঘ-ত্রিপদী। শুনিয়া গোপীর মুখে, সুন্দরী ভাসিল সুখে, নির্ভর হইয়া রসবতী। গৃহ কর্ম্ম তেয়াগিয়ে, শয়ন আগারে গিয়ে, গোপীকে কহিল শীঘ্রগতি ॥ তারে না দেখিয়া মরি, দেহ লো উপায় করি, পুরাতন দেখিব কেমনে। কত মত যুক্তি করে, সুন্দরী কহিল পরে, স্থির হৈল উভয় মিলনে ॥ গোপী গিয়ে বল তায়, সন্ধ্যাবধি আখড়ায়, থেকো আজি বাবাজীর বেশে। বলে যেও আখড়ায়, সমাদর করে তায়, আমি যাব দিবসের শেষে ॥

গোপী এই কথা বিরে, নাগরের কাছে গিয়ে, বলিলেক কারিকুরী কহিল ॥ ভাবিল নাগর রাজ, বৈষ্ণব রাজার সাজ, [illegible] ধরিতে হইল ॥ সে বেশ কহিব কত, কহি কিছু সারি মত, নাগর দর্পণ করি করে ॥ স্মরিয়া শ্রীচক্রপাণি, তিলক ঝুলি আনি, প্রথমে তিলক সেবা করে ॥ ঘষিয়া তিলক মাটি, দিল করি পরিপাটি, বাহুমূলে শঙ্খচক্র রেখা ॥ দিয়া বৃন্দাবনী ছাপা, সর্ব্বাঙ্গে ছাপিল ছাপা, রাধাকৃষ্ণ হরি নাম লেখা ॥ তুলসীর কণ্ঠি গলে, নাম মালা করতলে, হাতে কাণে গলে তিন ছড়া । চন্দন মিশ্রিত করি, তুলসী মস্তকে ধরি, কৌপীন পড়িল চিরি গড়া ॥ মলমলে যোড় করে, ঢাকিল কৌপীন পরে, আতরাদি সুগন্ধি মাখিল । সহজে সুবর্ণ কায়, নামাবলি দিল তায়, ঠিক যেন চৈতন্য সাজিল ॥ মুখে হরিং বোল, অন্তরেতে গণ্ডগোল, ভাবি রূপ অনঙ্গ মঞ্জরী । ভবানীচরণ কয়, বিলম্ব উচিত নয়, শুভ যাত্রা কর শীঘ্র করি ॥

নাগরের বৈষ্ণব বেশে আখড়ায় গমন ।

পয়ার । এইরূপে নাগর বৈষ্ণব বেশ ধরি । বাহির হইল পথে স্মরিয়া শ্রীহরি ॥ পথে গুণগুণ স্বরে গৌরাগুণ গায় । দয়া কর ওহে গৌর কলির উপায় । জীবের নিস্তার হেতু দ্বিজ কায় ধরি । নবদ্বীপে শচীসুত হলে গৌরহরি ॥ অচিতে চেতন ওহে তুমি পার দিতে । আর কেবা পারে জগজন বুঝাইতে ॥ শ্রীহরি চৈতন্য নাম প্রেমেতে বিলাও । সংসার অসার সুখ নামেতে ভুলাও ॥ প্রেমভক্তি কল্পতরু তোমার মুরতি । প্রেম যন্ত্র পারিষদ কেশব ভারতি । কপট সন্ন্যাসী বেশ করিয়া ধারণ ॥ সঙ্গে সঙ্গি লয়ে প্রভু করহ ভ্রমণ ॥ কি ভাবে ভ্রমহে প্রভু বুঝা নাহি যায় । পূরী উদা-

[illegible] করি পার করিতে লাগিল। [illegible] নাগর
[illegible] করে সুধাপান। অনঙ্গ মঞ্জরী ভরি দিল মুখে পান॥
[illegible] করে পান খায় সুখোদয়। নিভাইল কামানল
জুলে জল মত্ত॥ সে সময় স্থিরে হেরে নয়নে নয়ন। ছাড়ি-
এছে নিশ্বাস দোঁহে অতি ঘনেঘন॥ অবশ হইয়া দোঁহে দোঁ-
হারে ছাড়িল। লণ্ড ভণ্ড ছিল বস্ত্র উঠিয়া পরিল॥ কামের
সাগর পাড়ি উভয়ে বিদায়। বিচ্ছেদ বিষের জ্বরা ভাবশেষে
[illegible]॥ নিজ নিজ গৃহে পরে গেল দুইজনে। ভবানী কহিছে
পুনঃ মিলন কেমনে॥

তৃতীয় মিলনের উপায় চিন্তা।

দীর্ঘ পয়ার। অনঙ্গ মঞ্জরী পরে দ্রুত ঘরে আসিয়া।
স্বামি কাছে শুতে গেল আহারাদি করিয়া॥ আসিতে
হয়েছে গৌণ এই মনে ভাবিয়া। নানা ছল করে কথা কহি
তেছে হাসিয়া॥ স্বামির ধরিয়া গলা বৈসে কাছে রসিয়া।
পরিধেয় পীতবাস পড়িতেছে খসিয়া॥ রঙ্গ ভঙ্গ দেখি তার
পতি গেল ভুলিয়া। পালঙ্কেতে শুলো গিয়ে নিল বুকে
তুলিয়া॥ পতির পরিল গলা দুইহাতে ছান্দিয়া। সে রাখিল
হৃদয়েতে দুই করে বান্ধিয়া॥ পুরায় মনের সাধ কামকূপে
মজিয়া। অলসে অবশ হৈয়ে সুখে দিল ছাড়িয়া॥ রসে
বশে রাত্রি শেষে নিদ্রা যায় শুইয়া। অনঙ্গের নাহি নিদ্রা
শ্রীদেবের ভাবিয়া॥ রজনী করিল ভোর ভাবনাতে জাগিয়া।
প্রত্যুষেতে শয্যাহতে দোঁহে গেল উঠিয়া॥ গোপী দাসী
আসি মিশি জলদিল আনিয়া। রূপসী ঘষিছে মিশি আর-
শিতে দেখিয়া॥ মুখ ধুয়ে গোপীকে নিকটে কহে ডাকিয়া।
আজি তারে কিসে পাব কহ দেখি বুঝিয়া॥ যদি আজি
নাহি পাই তবে যাব মরিয়া। গোপী কহে পাবে তারে

আজি ঘরে বসিয়া॥ আসিতে কহিব হেথা দাসীরূপ হয়ে॥ অনঙ্গ সন্তোষ হৈলো এই কথা শুনিয়া। তখনি কহিছে গোপী এগোপিরে বলিয়া। শুনিয়া নাগর কাছে গেল গোপী চলিয়া॥ নাগরে কহিছে কিবা কর ঘরে থাকিয়া। আজি সেথা যেতে হবে দাসীবেশ ধরিয়া॥ মিঠায়ের থাল মাথে করে যাবে ঢাকিয়া। দ্বারে কাহে গৃহিণীর পিসি দিল পাঠাইয়া॥ এই কথা বলে গোপী গেল ত্বরা করিয়া। ভবানী কহিছে পরে দাসীরূপ রচিয়া॥

তৃতীয় মিলনে নাগরের দাসী বেশ ধারণ।

পয়ার। শ্রীদেব সাজিছে দাসী দাসীর বশায়। প্রেমরসে বশ হৈয়ে দাসী হতে যায়॥ নাগরের প্রতি হয় মদনের কোপ। যে হেতু তাহার কোপে মুছাইল গোঁপ॥ মিশিতে মাজিল দন্ত কিবা বাহার। সেত লিখে যাবে নাম মদন রাজার॥ পরিল মখমল টেটি গলে দিল হার। কাপড়ে গড়িল কুচ কত শোভা তার॥ যত্ন পাকচুল শিরে যেন চাঁদে ঘন। অনঙ্গ যুবতী রূপ করে আচ্ছাদন॥ সুবর্ণ অঙ্গুরী পরে চতুরের চূড়া। কটাক্ষেতে যুবা হয় যত থাকে বুড়া॥ মিঠায়ের থালা নিয়ে সাজিল যুবতী। কক্ষা কবুতর জিনি বামারূপে গতি॥ সন্ধ্যার সময় গেল অনঙ্গ আলয়। নব চাকরাণী দেখি দ্বারিগণ কয়॥ কাহাছে আতহে আর কোন ভেজ দিয়া। গোপীর শিখান কথা দ্বারিকে কহিয়া॥ প্রবেশ করিল পরে বাটীর ভিতর। গোপী দাসী নিয়ে গেল ধরি তার কর॥ অনঙ্গ মঞ্জরী শুনি নিকটে আইল। রঙ্গ ভঙ্গ দেখি তার বিস্ময় হইল॥ সম্মুখে আসন দিয়া শীঘ্র বসাইল। কেমনে আইলে তবে জিজ্ঞাসা করিল॥ শুনিয়া নাগর তারে সকল কহিল। দ্বারে আসি দ্বারিকে যে রূপে প্রবোধিল॥

কটি সুলাবরা, কটিধৃত করা, কটি বিরাজিত কিঙ্কিণী॥ বরা ভয় করা, বরাসি বিধরা, বরা মুণ্ড করা বঙ্কিনী॥ ভবভয় হরা, ভবরূপ ধরা, ভবমন মোহ কারিণী। ভাবিছে ভবানী, ভরসা ভবানী, ভবভার তার তারিণী॥

চতুর্থ মিলনে কালীঘাটে রন্ধন।

পয়ার। পূজা অঙ্গ সাঙ্গ করি বাসায় আইল। কালীর প্রসাদ সবে বাঁটিয়া খাইল॥ অনঙ্গের পিসি ছলে কহিল নাগরে। তুমি গিয়ে পাক কর ঘরের ভিতরে॥ পাকের আয়োজন সব অনঙ্গ করিবে। রন্ধন হইলে পরে বাহিরে আসিবে॥ না করো বাহুল্য আজি করো ভাতেপোড়া। শীঘ্র শীঘ্র কর্ম্ম সারো আছে কত গোড়া॥ চতুর চতুরা দোঁহে সঙ্কেত বুঝিল। অবিলম্বে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল॥ পাক আয়োজন গুন নবরসতর। রন্ধন করিতে বৈসে শ্রীদেব নাগর॥ পূর্ব্বেতে নাগর মুখ হাঁড়িপাড়া ছিল। যুবতি যৌবনজল তাহাতে ঢালিল॥ উভয়ের কামানল তখনি জ্বালিল। মনচালু দিয়া পাক করিতে লাগিল॥ কুচজুটি নিয়ে করে বার্ত্তাকী বুনিল। কামানলে সে দুটারে ভাল পোড়াইল। পুনঃ পুনঃ কাটি দিয়া নাড়েচাড়ে চাকে। বারম্বার টিপে দেখে যদি শক্ত থাকে॥ রন্ধন হইল শেষ জল হল তায়। ফেনগালি কামানল তখনি নিভায়॥ অনল নিভিল শব্দ ফোঁসফাঁস হয়। ফিসফিস করি দুইজনে কথা কয়॥ পিসাস বাহিরে কহে শুনগো জামাই। ত্বরা করে কর্ম্ম সারো আর বেলা নাই॥ শ্রীদেব শুনিয়া পরে আইল বাহিরে। হিসাব করিয়া টাকা দিলেক মুদিরে॥ পুরোহিত পূজকাদি যতেক ব্রাহ্মণে। পরিতোষ করিলেক দান বিতরণে॥ পিসাকেরে কহে পরে শুনগো খাশুড়ি। বয়স্যেরে

কাঁচারুই সম্পর্কেতে বুড়ি।। পায় ধরি বলি বাছা যেন দয়া হয়। এই কাম করো কালি যাতে দেখা হয়।। শুনে জামা য়ের প্রতি কহিছে সুন্দরী। সম্বাদ পাঠাব কালি কথা স্থির করি।। এই কথা বলে তারা সোয়ারি চলিল। কালিকা প্রণাম করি শ্রীদেব চলিল।। পিসি সঙ্গে অনঙ্গ আপন ঘরে যায়। ভবানী কহিছে তাব মিলন উপায়।

পঞ্চ মিলনের উপায়।

ত্রিপদী। অনঙ্গ আইল ঘরে, গৃহ কর্ম্ম করি পরে, পিসিরে গোপীরে ডাকি বলে। উপায় বলোগো পিসি, কেমনে পোহাব নিশি, কালি তারে পাব কোন স্থলে।। তারে যদি নাহি পাই, জাতিকুলে দিব ছাই, দেখিবা এদুঃখ কেবা সবে। শুনি তার পিসি কয়, কেন তুমি কর ভয়, যুক্তি দিব যাতে সব রবে।। স্বামীবশ আছে তোর, তাহারে করিলে জোর, যা মনে করিবে তাহা হবে। রেতেতো বাহিরে যায়, আজি ধরে বৈস তায়, যেতে আজি নাহি দিব কবে।। তাহাতে ঠেকিবে দায়, ধরিবে তোমার পায়, তুমি সে সময় কবে তারে। যাবে সে তো রবে সুখে, আমি রব মনোদুঃখে, এ পোড়া সহিতে কেবা পারে।। সুখ সাধ ঘুচাইব, গালাগালি খাওয়াইব, আজি আমি কভু না ছাড়িব। তবে যেতে পাবে তথা, যদি মোর রাখ কথা, বুঝি কবে অবশ্য রাখিব।। তখন না করি ভয়, বল যদি মত হয়, বাটীতে সখের যাত্রা দিব। টাকা কড়ি যা লাগিবে, পিসি তাহা সব দিবে, তোমার কেবল স্থান নিব।। ইহাতে সে রাজীহলে, তার পর দিব বলে, যাহাতে আনিতে পার তারে। শুনি ধনী তুষ্ট অতি, শয়ে ঘরে এলো পতি, আহার করিয়া সুন্দার।। অনঙ্গ ধরিল তারে, আর কি যাইতে

পাকে পিসির পিছান কথা কহে। শুনি সেই গুণনিধি তখনি দিলেন বিধি, বলে ছাড় বিলম্ব না সহে॥ স্বীকার করায়ে দমে, ছেড়ে দিল নরাধমে, পরে পিসি গোপী গেল কাছে। কহে রাজি করিয়াছি, পিসি কহে শুনিয়াছি, তোমারে যে কথা কহিয়াছে॥ সে কথায় কার্য নাই, এখন যা বলি তাই, কর তাহা যাতে প্রয়োজন। ভবানী কহিল তবে, এক্ষণ করিতে হবে, যাত্রার সকল আয়োজন॥

সখের যাত্রার আয়োজন।

পয়ার। যাত্রা জন্য যুক্তি করে যামিনী পোহায়। সে সব রচনা হলে শুনিবেক তায়॥ উঠি অনঙ্গের পিসি গোপীকে কহিল। তোমাকে নাগর কাছে যাইতে হইল॥ অনঙ্গের নাম করে তাঁদেরে কহিবে। নারীবেশ ধরে আজি যাইতে হইবে॥ সখের সুযাত্রা আজি হবে সে বাটিতে। কুটুম্বের মেয়ে বহু আসিবে দেখিতে॥ বাসায় থাকিবা তুমি নারীবেশ ধরে। সন্ধ্যার পরেতে নিয়ে যাব তুলি করে॥ তার পরে দুই শত টাকা চেয়ে নিবে। টাকা নিয়ে শীঘ্র করে মোরে আনি দিবে॥ অনঙ্গের পিসি যত গোপীকে কহিল। গোপী সেথা গিয়ে বলে টাকা আনি দিল॥ টাকা হাতে পেয়ে ভাল নাগরে ভাবিল। অনঙ্গের প্রতি পরে কহিতে লাগিল॥ সখের যাত্রার মধ্যে ভাল কোন দল। যারে বল তারে আনি আছে মোর বল॥ শুনি তার বলে জোড়াসাঁকোর আসল। আর যত দল আছে সকলি নকল। অনঙ্গের পিসি তার পছন্দ শুনিয়া। তুষ্ট হয়ে কহিতেছে গোপীকে ডাকিয়া॥ দলের প্রধান মিত্রে আনিতে পারিবে। মোর নাম করে তুমি তাহারে বলিবে॥ মোর ভাইঝির বাড়ী যাত্রা আজি হবে। অনেকে আসিবে [illegible]

সে কথাও করে ॥ একে মোর নাম তায় অনেক আশায়। তবধি হইবে রাজী তারা তাই চায় ॥ সেখা হতে গুপ্ত করে কুটনী বাড়ি। নিমন্ত্রণ করিবারে যাবে তাড়াতাড়ি ॥ আমাদের অন্তরঙ্গ যত মেয়ে আছে। বিশেষ করিয়া কবে সকলের কাছে ॥ সখের সুযাত্রা আজি শুনিতে যাইবা। অনঙ্গের নাম করে নিমন্ত্রণ দিবা ॥ গোপী এই কথা শুনে অমনি চলিল। অনুমতি মত সব স্থানেতে কহিল ॥ বাজার হইতে পরে আনায় মিঠাই। পাসিচা গালিচা বাতি যাহা২ চাই ॥ নিমন্ত্রিত নারীগণ আসিতে লাগিল। রাত্রীর সম্প্রদা যত তাহারা আইল ॥ তোপের পরেতে সব বাতি জ্বালাইল। সম্প্রদা সাজিল সং যাত্রা আরম্ভিল ॥ দল পতি বেকনী সে সাজিল আপনি। গীত ঐ দাঁতের পোকা যদ্যপি শুনি গো ॥ এ যাত্রার সং গীত অনেকেতে জানে। দেখেছে নয়নে লোক শুনিয়াছে কাণে ॥ সে সব রসের কথা যদি লেখা যায়। রসসাগর নামে এক গ্রন্থ হয় তায় ॥ অতএব কহি যাহা গ্রন্থ প্রয়োজন। রসিকা কি কবে যারে করিয়া গোপন ॥ নিমন্ত্রিত নারীগণ লইয়া যুবতী। নানা সং গান দেখে শুনে রসবতী ॥ হেনকালে গোপী যায় নাগরের কাছে। গিয়ে দেখে নারীবেশ ধরে বসে আছে ॥ দেখিয়া কহিছে গোপী এ কেমন বেশ। ভবানী কহিছে শুন বেশের বিশেষ ॥

নাগরের পল্লীগ্রামস্থ নারীবেশের কারণ।

পায়ে [illegible] পরিয়াছে খাসাসাড়ী কাল। সাড়ী তার। কুসুমে রঞ্জন ভাল বড় আঁচলাদার ॥ জেতিতেল দিয়া মাথা আঁচড়িয়া বাঁধে। দিয়েছে সিন্দুর তাতে যেন রবি [illegible] কাজল দিয়ে উল্কি পরেছে ভুরুমাঝে। তদুপরি [illegible] ॥ বিনা কর্ণফুল কাণে ঝুমকা

দোলায়। সোণার ঠোঁনের নৎ আছে নাসিকায়॥ চাঁপ কলি স্বর্ণ মালা হাঁসলি রূপার। গলায় দিয়েছে সব শোভা কত তার॥ বাউটী পৈঁইছা লোহ রূপাতে বান্ধান। রূপার মাদুলি হাতে রেসমে গাঁথান॥ বড় মোটা বাঁকা মল পরিয়াছে পায়। আর অলঙ্কার ঢাকা নাহি দেখা যায়॥ এরূপ দেখিয়া গোপী কহিতে লাগিল। পাড়াগেঁয়ে বহু বেশ কেটা শিখাইল॥ এক্ষণে বিলম্বে আর নাহি প্রয়োজন। ডুলি আনিয়াছি ইথে কর আরোহণ॥ অবিলম্বে কালি বলে ডুলিতে চড়িল। অতিবেগে গিয়ে ডুলি ত্বরায় পৌঁছিল॥ অন্দরে প্রবেশ করে গোপীর সহিতে। নাগর আইল ধনী পাইল দেখিতে॥ অন্যং যুবতীর পার্শ্বে বসাইল। নাগর ঘোমটা টানি লজ্জা জানাইল॥ অনঙ্গ আসিয়া তার নিকটে বসিল। করে ধরি তবে তারে কহিতে লাগিল। দেখলো নূতন বৌ এ যাত্রা কেমন। পাড়াগেঁয়ে দেখেছিস্ কখন এমন॥ পাড়াগেঁয়ে মেয়ে কভু ঘোমটা না খোলে। ফিস ফিস করে কথা কহে ঘুমে ঢোলে॥ দেখে শুনে ইনি কেটা জিজ্ঞাসে সকলে। অনঙ্গ বিশেষ করে কহিছে কৌশলে॥ হুগলির পূর্ব্ব হালি সহরেতে ঘর। পিসির ভাগিনা বহু গোষ্ঠীপতি বর॥ সম্প্রতি সে দেশে থেকে পিসি আসিয়াছে। কোথাও নাহিক যায় ভাবে আগে পাছে॥ সোজা সুজি লোক বহু কথা নাহি জানে। এসেছে অবধি কথা নাহি শুনি কাণে॥ যতক্ষণ আছে হেথা কথা না কহিবে। বেশ ভূষা দেখ যদি সকলে হাসিবে॥ তাড় বাজু বন্দ গয়না পরেছে রূপার। কাঁকালে জেঞ্জির গোট আর চন্দ্রহার॥ মোম দিয়ে পেটে পেড়ে খোপা বান্ধি আছে।

ঝাঁপা অগ্র আছে যেন ঝুলিতেছে গাছে ॥ লজ্জার নাহিক সীমা ঘোমটা সাত হাত। ভাতারের ভাবনায় নাহি রুচে ভাত॥ সন্ধ্যা জেলে পরেতে ঘুমায় নিরবধি। আমি এই মত দেখি এসেছে অবধি ॥ ঘুমেতে কাতরা হয়ে ঢুলে পড়ে গায়। অনঙ্গ তাহারে লয়ে শোয়াইতে যায় ॥ দেখে শুনে নারীগণ পরস্পর কহে। পাড়াগেঁয়ে মেয়ে গুলা কেহ ভাল নহে॥ তার মধ্যে কহে কোন ললিত যৌবনা॥ পুরুষের গুণ কহি করি বিবেচনা ॥ আমাদা দেখিতে যদি কোন মেয়ে চায়। ভাতারের মত নৈলে যেতে নাহি পায় ॥ আপন খুনিতে কেহ দেখিবার তরে। যে যায় তাহাকে স্বামী ঝাঁটা পিটা করে ॥ শুনে নাকে হাত দিয়ে কহে নারীগণ। হেন যারা নহে ধিক্ তাদের জীবন॥ বুঝহ রসিক কহে শ্রীচন্দ্রিকা কর। নারীগণ পতি গুণ কহে পরস্পর ॥

পতিগুণ বর্ণনা।

পয়ার। পাড়াগেঁয়ে পুরুষেরা শুনিয়া কুধারা। নিজ-পতি গুণ কহে রসিকা যাহারা ॥ শুনে এক রসবতী কহে মৃদুস্বরে। দেওয়ান আমার পতি আমদানি ঘরে ॥ ইংরাজী পারসী বিদ্যা কিছুই না জানে। দস্তকারি কর্ম্ম করে কারে নাহি মানে ॥ সাহেবের সব কথা নাহি বুঝে শুনে। তথাচ তাহারে ভালবাসে তার গুণে ॥ কুঠী হতে আসিয়া বাহিরে জল খায়। গাড়ি চড়ি তখনি বাগানে চলে যায় ॥ দ্বারেতে দ্বারির প্রতি আজ্ঞা আছে তার। সে বাটীতে না থাকিলে হুকুম আমার॥ ইহাতেই বুঝ মনে নাহি পারি কিবা ॥ অত এব পতিগুণ বুঝি নিশি দিবা ॥ শুনি কোন সুরসিকা কহি তেছে পরে। সদর মেটের কর্ম্ম মোর স্বামী করে ॥ তাড়াতাড়ি কুঠী যায় তবু রাত্রি হয়। বাটী আসি বাহিরে থাকিয়া

কথা কয় ।। কাপড় ছাড়িয়া যায় বাবুর বাটীতে। চাকরে হুকুম করে যাইবা আনিতে ।। সে তখন যেতে পারে যখন পাঠাই। ইথে কোন কর্ম্ম সিদ্ধি নাহি হয় ভাই ।। অন্য রসবতী কহে একি বড় গুণ। খাতার মুহুরি পতি কাগজে নিপুণ॥ ঠিকঠাক কাল বুঝে হয় উপনীত। সব আর্শী পুরে মোর যাহা মনোনীত।। ভুল ভ্রমে যদি গৃহে এসে অসময়। কাগজ লইয়া বৈসে আনন্দেতে রয়।। কহে কোন কামিনী করিয়া অহঙ্কার। মোর পতি অতি বড় ঘরে তবিল্‌দার ।। কতো লোকে টাকা দেয় থোক থাক পায়। রেতে ঘরে এসে বৈসে মজুদ মিলায়। সে সময় কারো কথা নাহি শুনে কাণে॥ কাছ দিয়ে কেহ যেন চায়না তা পানে॥ মজুদ মিলিয়ে গেলে হয় বড় খোস। কিছু যদি দেখে শুনে নাহি ধরে দোষ ।। খাসি খুসি করিয়া বেড়ায় ফিরে ঘুরে। এমন পতির গুণ কেবা নাহি বুঝে।। কেহ কহে পতি মোর ব্যাঙ্কের পোদ্দার। আর যত বেনে আছে তারা তাঁবেদার।। কাল্‌স নোট তাঁবা মেকী চেনে সে চকিতে।। কেবা পারে তার ঘরে মেকী চালাইতে।। টাকাই সে ভাল চেনে আর কিছু নয়। টাকা তার হাতে দিলে পরকিয়া লয়।। শুনি কেহ কহে ভাব যেন রাজরাণী। কত কব পতি গুণ নিজে সে কেরানি॥ ইংরাজী মেজাজ তার করে হুট হাট। বিদ্যার জাহাজ ভাই জানে কত ঠাট ।। নকল করিতে পারে মাছি না এড়ায়। ছল ছাড়া কর্ম্ম নাহি করে বেঁড়ায় ।। ফিট ফাটে সদা থাকে রুটী ঘণ্ট খায়। ময়লা গলিজ কিছু দেখিতে না চায়।। সুখেতে সদাই থাকে ঘরে নাহি রয়। ঘরে যবে এসে সাপ দেখে খুসি হয়।। বে আড়া কুৎসিত লোক দেখিতে না পারে। সোয়াকিন লম্ব্যা থাক বলে ঘোর ঘারে ।। কহিছে

রমণী কোন গুন পতি গুণ। শুনিলে শত্রুর মুখে পড়ে কালি চুন॥ পতি মোর করে চিনে বাজারে দোকান। ঘরে বাহিরেতে ভাল দোকান সাজান॥ সাজাতে কসুর নাই চুদিগ সমান। কোথায় কি হয় তার করেনা সন্ধান॥ এই রূপে পতি গুণ কহে নারীগণ। অধিক হইল রাত্রি যাত্রা সমাপন॥ মণ্ডা মিঠাই খিলি কত এনেছিল। সম্প্রদার লোক যত প্রথমে খাইল॥ আহারাদি করি তারা যাইতে চাহিল। অনঙ্গের পিসি আসি বিদায় করিল॥ তারা গেলে উঠাইল বিছানা বালিস। ভবানী বলিছে পরে মেয়ের মজ্‌লিস॥

মেয়ের মজ্‌লিসে প্রমারা খেলা।

পয়ার। মেয়ে মজ্‌লিস করা উচিত জানিয়ে। অনঙ্গের পিসি তবে তাদের লইয়ে॥ খাওয়ায় সুখাদ্য যত আয়োজন ছিল। তাদের সহিত কিছু আপনি খাইল॥ ভোজনান্তে সকলে বসিল সভা করি। তাকিয়া লাগায় তারা লজ্জা পরিহরি॥ গোপী দাসী সাজি আনি দিল পান দান। কত মত ভ্রুকুটী করিয়া পান খান॥ কাহারো আলবোলা এলো কার গুড় গুড়ি। সকলে তামুক খায় নবিনা কি বুড়ি॥ এসব হইলে পরে রাত্রি কিছু ছিল। প্রেমিকারা প্রমারার খেলা আরম্ভিল॥ যাও থাক এই শব্দ কেহ কেহ কহে। কেহবা দৌরেস্ত ডাকে কেহ তাহা সহে॥ সাবাসি কাগজ বলে কোন রসবতী। শুনিয়া কাগজ ফেলে খেলুড়ি যুবতি॥ প্রমারা খেলায় সবে হইয়াছে মত্ত। অনঙ্গ কি করে ঘরে কেবা লয় তত্ত্ব॥ অনঙ্গ শ্রীদেব দুঁহে শুইয়া তথায়। ভবানী কহিছে শুন কি খেলা খেলায়॥

পঞ্চম মিলনে খেলাচ্ছলে বিপরীত শৃঙ্গার।

তোটক ছন্দ। নব নাগর কামকূপে মজিয়া। কত খেল খ্যালে রমণী লইয়া॥ কামিনী কমলে হৃদয়ে উঠিল। নলিনী তখনি মৃণালে বান্ধিল॥ মধুপো অধরে মধুপান করে। ধনী ক্ষীণ কটী করি করে ধরে॥ কামে মত্ত হয়ে মৃদু মন্দ হরে। যুবতী কহিছে প্রাণনাথ পরে॥ হতি দেহ বুকে বড় ভয় করে। এখনো মদনে হানিতেছে শরে॥ তুমি রূপধারী রতিনাথ মত। গুণধরি নামে আরো কব কত॥ অতিশীঘ্র করো হর কামজ্বালা। কামে জোর করো নাহি বুঝ বালা॥ শুনি প্রাণপতি কহে তার প্রতি। তুমি উঠি করো বিপরীত রতি॥ করি ইচ্ছামতে স্মরে দূর কর। শুনি ধনী মনে হলো কষ্ট হর। লাজ বাদসাধে আমি আঁখি ভরে। কামদেব আরো মনে ব্যস্ত করে॥ কামে মত্ত দেখে লাজ লাজ পেয়ে। টুটিল ছুটিল কোথা রহে যেয়ে॥ পরে পড়ি কোলে খনি পড়ে ঢুলি। প্রিয় পড়ি অঙ্গে, বুকে নিল তুলি॥ হৃদি সরোবরে ধনী উঠে সুখে। যেন পদ্মশোভে ভাসে অধোমুখে॥ ঘন কেশ আরো অতি ঘোর মসী। উভয়োরি তাহে ঢাকে মুখশশী॥ মৃদুহাস্য মুখে অতি চিত্ত লোভা। যামিনীতে যেন দামিনীর শোভা॥ কটিদেশ দুলে ঘন শব্দ করে। জলবিন্দু তাহে তবু নাহি সরে॥ অবলা হইয়া সবলারি মত। বহু কষ্ট পেলে নারী পারে কত॥ পুন পাল-টিয়া নাথ উঠে বসে। তবু নাহি তাহে বাঞ্ছবন্ধ খসে॥ বিধিমতে কামে কত বজ্র মারে। পরে বারি ঢালে মুষলের ধারে॥ গোপনে দুজনে করে রঙ্গছলে। ভবানী কবি তোটকছন্দে বলে॥

সভা ভাঙ্গিয়া নারীগণের নিজালয় গমন।

পয়ার। নাগর লইয়া সুখে অনঙ্গ মঞ্জরী। রতি-রস রঙ্গেতে রজনী শেষ করি॥ আইল সভায় যথা সুরসিকা-গণ। দেখি তার পিসির চঞ্চল হৈল মন॥ ভাবে সবে সভা ভাঙ্গি যাইবে যখন। শ্রীদেবেরে লয়ে আমি যাইব তখন॥ সভা ভাঙ্গিবার চেষ্টা তখনি করিল। রাত্রি কত আছে বলে কারে জিজ্ঞাসিল॥ প্রনারায় মত্ত ছিল যত নারীগণ। নিশি শেষ শুনি সবে হলো সচেতন॥ সভা ভাঙ্গি উঠি সবে নিজ ঘরে যায়। অনঙ্গ বিনয় করি করিল বিদায়॥ সেই গোলযোগে যায় যুবা বহুরূপী। অনঙ্গের পিসি তার সঙ্গে চুপি চুপি॥ আপনার ডুলি মধ্যে তারে তুলি নিল। ত্বরা করি সেথাহতে বেহারা আনিল॥ পরম আহ্লাদে রামা বাটিতে পৌছিল। নাগর লইয়া পরে পালঙ্কে বসিল॥ পুরাই মনের সাধ মনেতে ভাবিল। ভবানী কহিছে সাধ বিধি পুরাইল॥

অনঙ্গের পিসি সহ শ্রীদেবের ক্রীড়া।

পয়ার। পালঙ্কে শুইয়া কহে রাত্রি আর নাই। বিলম্ব না কর আর শুনহে জামাই॥ শুনিয়া সঙ্কেত তার বুঝিল ইঙ্গিতে। সম্ভোগে নিদ্রিত কাম নারে জাগাইতে॥ দুই পদ ধরি করে বসিল তখনি। গলা ধরি ধনী মুখ চুম্বিল অমনি॥ নীরস রসনা দেখে নাহি রস-লেশ। নাগরে কহিছে করি অনঙ্গের দ্বেষ॥ আহা মরি এচাঁদ বদন সুধা-রাশি। নিঙ্গুড়ে লয়েছে সব সেই সর্ব্বনাশী॥ রজনীর শেষে প্রাণ কমল ফুটিল। ভাগ্য হেতু মধুকর ঘুমায়ে রহিল॥ মধু পরিপূর্ণ পদ্ম অলি না জাগিল। কি হবে উপায় প্রাণ আশা না পুরিল॥ রমণীর খেদ শুনি শ্রীদেব কাতর। সম্ভো-

গের পরে রস করিতে ফাঁপর।। কামিনীর কাম আশা পুরা-বার তরে। অলি জাগাইতে কুচপদ্ম কলি ধরে।। কত আকিঞ্চন করে তবু নাহি উঠে। লাজে হেট মুখে রহে কিছু নাহি ফুটে।। বহুকালে বহুশ্রমে ভ্রমর উঠিল। অর্দ্ধ ফুল্ল পদ্মিনীর মধ্যে প্রবেশিল।। জাগিল মধুপ আর কে করে সান্ত্বনা। মত্ত হয়ে পিয়ে মধু নাহি বিবেচনা।। কামিনীর কামনা পুরায়ে মধুকর। যামিনী পোহায় পুন হইল কাতর।। অরুণ উদয় হয় শ্রীদেব দেখিল। তুষিয়া প্রাণের প্রিয়া বিদায় হইল।। নারী বেশে ডুলি চড়ি বাসায় চলিল। পথি মধ্যে চৌকিদার দেখিতে পাইল। বেহারারে কহে ওরে ডুলি কোথাকার। ডুলি রাখ রাখ রাখ কহে বার বার।। ডুলি রাখি ভয় পেয়ে বেহারা পলায়। চৌকিদার চোর বুঝি কাপড় উঠায়।। ভবানী কহিছে সাধু চোর হয় বেশে। চৌকিদার সাতে কথা শুন সব শেষে।।

শ্রীদেব নারী বেশে চৌকিদারের হস্তে পতিত।

মালঝাঁপ পয়ার। চৌকিদার বলে আর পরিবার বল। সত্য হবে মান রবে নাহি করো ছল।। এ থানার জমাদার দুরচার বড়। তার ঠাঁই রক্ষা নাই সবে জড় সড়।। ঘরে আছে তার কাছে কেহ পাছে কহে। আমি চাহি করি স্নাহি তারে নাহি সহে।। সে তোমারে কারাগারে রাখি-বারে কবে। বস্ত্র আর অলঙ্কার লবে তার হবে।। তার পরে তব ঘরে দস্ক করে যাবে। আঁকা বাঁকা পাকা পাকা কবে টাকা চাবে।। সব খাবে লজ্জা পাবে আর যাবে কুল। সত্য কবে জাতি রবে নাহি হবে ভুল।। চৌকিদারে বলে আরে নারী কার কহ। অতিশয় ভাল নয় পরিচয় লহ।। শুণ ধাম মোর নাম রতি গ্রাম বাসা। নহি নারী বেশধারী যাত্রা করি

সো।। চৌকিদার শুন সার কিবা আর কবে। রাখ মান ধাযান করি দান সবে।। শুনে বলে ইহা হলে যাবে চলে রা যে তোমারে ধরিবারে কেবা পারে কবে।। করি দান গয়ে ত্রাণ ঘরে যান পরে। লাজ পেয়ে যায় ধেয়ে ঘরে রয়ে ডরে।। বলে বাপ একি পাপ মনস্তাপ করে। ভবানীয় কথা স্থির শুন ধীর বরে।।

চৌকিদারের হস্ত হইতে উদ্ধার হইয়া মনে

আক্ষেপ ও প্রবোধ।

ত্রিপদী। গৃহে বসি সেই দিন, করি মুখ সমলিন, ভাবেন কি হইল আমার। ধরে ছিল চৌকিদারে, মান রাখি অলঙ্কারে, এলেম কি হবে আরবার।। একপা গমন দায়, চোর দশ দিন যায়, অবশ্য সাধুর এক দিন। প্রহরিতো ধরেছিল, ধন পেয়ে ছেড়ে দিল, সেই যেন ছিল ধনহীন।। দ্বারি যত আছে দ্বারে, যদ্যপি ধরিতে পারে, তখনি শুনিবে স্বামী তার। ধনে নাহি রবে মান, কি জানিবা যায় প্রাণ, তার হাতে না হবে নিস্তার।। এ প্রকারে যাওয়া ভার, কেমনে বা যাব আর, নাহি গেলে কেমনে বাঁচিব। করিলাম প্রেম সাধে, বুঝি বিধি বাদসাধে, কি জানি কি ঘটে কি করিব।। আরবার করে মনে, ধিক থাক সেই জনে, প্রাণ ভয়ে নারী প্রেম ছাড়ে। রসিকা প্রেমের তরে, কেহ বা যদ্যপি মরে, রসিকের কাছে যশ বাড়ে।। রাবণ সীতার আশে, দশ মুণ্ড অনায়াসে, দিয়াছিল জগতে বিদিত। পেয়েছি পদ্মিনী তায়, এক মাথা যদি যায়, তাতে আমি না হব খেদিত।। ভবানী এস্থির কহে, রাখ প্রেম যাতে রহে, কাছে যাবে যেরূপে কহিবে। অনঙ্গ মঞ্জরী ঘরে, ভাবে কি উপায় করে, কিসে প্রেম তরঙ্গ বহিবে।।

চির মিলনের অনুপায় ভাবিয়া অনঙ্গের খেদ।

ত্রিপদী। সাহসে বুদ্ধির জোরে, যে প্রকারে যায় চোরে, গেনু জলো হইল মিলন। যোগেযাগে এপ্রকার, দেখা হয় পাঁচ বার, বার বার না হয় তেমন॥ এই ভেবে মোনা হয়, বিরহ হইলোদয়, মনোজের শরেতে কাতর। অপ্রিয়া শ্রীদেব রূপ, কহে মরি অপরূপ, আর কি হেরিব মনোহর॥ গোপীকে ডাকিয়া বলে, পাব আর কোন ছলে, উপায় না দেখি কোন মতে। অতএব শুন বলি, কুলে দিয়ে জলাঞ্জলি, ঘর ছাড়ি রব তার মতে॥ হেন উপপতি যার, তার নিজ পতি ছার, সংসারেতে প্রয়োজন নাই। গৃহ ধর্ম্ম নাহি চাই, তারে যদি সদা পাই, লাজের মুখেতে দিব ছাই॥ একে সেই সুনবীনা, কেহ নাহি সুপ্রবীণা, প্রবোধ কে দিবে সে সময়। বিরহে কাতর হয়, স্মরতায় অতিশয়, শরাঘাতে করিল প্রলয়॥ ভাগ্যে গোপী কাছে ছিল, প্রবোধ কিঞ্চিৎ দিল, তোমার পিসিরে ডেকে আনি। কেন এত কর ভয়, মন্ত্র যাতে কিনা হয়, মন্ত্রণী প্রধানা তিনি জানি॥ গোপী তারে প্রবোধিয়ে, সেখানে কহিল গিয়ে, শুনি ধনী তখনি আইল। অনঙ্গের পিসি করে, যাতে দুই দিগ রবে, ভবানী-চরণ বিরচিল॥

অনঙ্গের পিসির অনঙ্গ প্রতি চিরমিলনের সুযুক্তি প্রদান।

পয়ার। অনঙ্গের পিসি আসি বৈসে তার পাশে। কি জন্য ভাবিছ বাছা বলিয়া জিজ্ঞাসে॥ কহিলোগো পিসি তাহা তুমি কি জাননা। তার বিরহেতে মরি উপায় বলনা॥ শুনি সেই রসবতী করিল প্রবোধ। অবোধের মত ভাব

হইয়া সুবোধ ॥ গোপীকে বলেছ তুমি কাতর হইয়া। বাহির হইতে চাহ সংসার ছাড়িয়া ॥ ছিছি বাছা হেন কথা এনোনাকো মুখে। যা মনে করিবা কর ঘরে থেকে সুখে ॥ দেখ দেখি আমি যুবা বিধবা হয়েছি। কুটুম্বের মান্য আছি কি না করিতেছি ॥ ঘরে থাকি উপপতি করি যত চাই। কেবা দোষ দিতে পারে তবু স্বামী নাই ॥ তুমি ভাতারের মাগু তব কথা কিবা। তার শিরে তালরাখি সকলি পারিবা ॥ সুশাসিত পতির গৃহিণী যেবা হয়। পরকে করিতে কৃপা তার কষ্ট নয় ॥ নির্ব্বোধে সংসার ছাড়ে হয় মানহীন। সংসারে থাকিলে বড় সুখ চিরদিন ॥ গ্রেহস্থ যুবতী প্রতি অনেকের আশ। সর্ব্বকালে পতি যার আছে অনুদাস ॥ পশ্চাৎ সন্ততি হলে হয় সে গৃহিণী। তখনি অধিক মান্য স্বামী সোহাগিনী ॥ কুলটার সুখ যে যৌবন যত কাল। তার পর হয় তার কতই জঞ্জাল ॥ তোরমত হাবা মেয়ে না দেখি কলিতে। এজেতের মধ্যে নাই পারিতো বলিতে ॥ শুনহ উপায় বলি রবে চিরদিন। দুদিগ থাকিলে দোঁহে হইবে অধীন ॥ ইহা বলি বহু যুক্তি শিক্ষাইয়া দিল। স্বামীকে কহিবে আজি অনঙ্গে কহিল ॥ শুনিয়া অনঙ্গ হাসে গেল আঁখিনীর। ভাল বলিয়াছ পিসি এই কথা স্থির ॥ নাগরের কাছে পরে গোপীকে পাঠায়। বুঝায়ে কহিবে যেন ভয় নাহি পায় ॥ গোপী সেতা গিয়ে সব নাগরে কহিল। অহ্লাদে আটখান হয়ে দুঃখ পাসরিল ॥ গোপী সাস্তোষিক পেয়ে বিদায় হইল। অনঙ্গেরে আসি কহে ধরাপড়ে ছিল ॥ শুনিয়া অন্তরে কাঁদে না পারে ফুকুরে। ভবানী কহিছে খেদ যাবে সব দূরে ॥

অনঙ্গ মঞ্জরীর পতির নিকটে তারকেশ্বর গমন প্রার্থনা।

পয়ার। সন্ধ্যার পরেতে ঘরে এলো তার পতি। কাছে আসি কহে হাসি অনঙ্গ যুবতি॥ সদা মত্ত হয়ে থাক লৈয়ে বারাঙ্গনা। আখেরে কি হবে তার নাহি বিবেচনা॥ এ সকল ধন কড়ী বাড়ী অলঙ্কার। কে ভোগ করিবে পরে আছে কে তোমার॥ সন্তান না হলো মোর যৌবন না রয়। তুমি যেন কথা শুন সেতো বশ নয়॥ এক্ষণে যুবতি আছি হবে আশা আছে। তবু বাঁজা বলে লোক যাই যার কাছে॥ মনোদুঃখে মরি আর কত লজ্জা পাই। একারণ তারকেশ্বরেতে যেতে চাই॥ ধন্না দিয়ে রব সেথা তেরাত্রি করিব। সন্তান হবে না হবে বুঝিতে পারিব॥ তোমার কি মত এতে বল দেখি শুনি। মনে কিছু ভেবোনাকো তারা কনি মুনে॥ শুনিয়া তাহার স্বামী ছাড়িল নিশ্বাস। কার সঙ্গে যাবে কারে করিব বিশ্বাস॥ অবশ্য উচিত দেব দ্বারে চেষ্টা করা। কিন্তু সে কঠিন বড় প্রায় প্রাণ হরা॥ তপনে তাপিত হবে এ যে চৈত্র মাস। পথে যেতে কত ক্লেশ সেথা উপবাস॥ এ দুঃখ সহিতে যাবে করিয়া আশ্বাস। যদি মন্দ কথা রটে হবে সর্ব্বনাশ॥ অনঙ্গ শুনিয়া কহে সে আর কেমন। পিসি সঙ্গে যাবে কেন ভাবিছ এমন॥ প্রখর তপন বটে ভুলিতে কি ভয়। উপবাস ভয় কভু নারীর না হয়॥ ব্রাহ্মণের মেয়ে যত কত ব্রত করে। বার মাস উপবাস করে নাহি ডরে॥ ব্রাহ্মণেরা তুষ্ট তাতে আরো দেন বিধি। উপবাসে কিবা ভয় শুন গুণনিধি॥ ব্রজবাসী সঙ্গে যাবে কি করিবে চোর। অতএব কোন দুঃখ না হইবে মোর॥ মিছামিছি কেন তুমি ভাবনা করহ। কালি দিন

তাঁর যার যদি তুমি কহ ॥ শুনি গুণধাম কহে তবে কালি যাও। গোপী সঙ্গে যাবে আর যারে২ চাও ॥ পতির হরিল মতি অনঙ্গ মঞ্জরী। ভবানী কহিছে সুখে পোহায় শর্ব্বরী ॥

পতির অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া অনঙ্গের তারকেশ্বর গমন।

পয়ার। প্রভাতে পতির মত কহিল গোপীরে। এখনি ডাকিয়া তুমি আনহে পিসিরে ॥ পরে প্রাণনাথে কবে হয়েছে উপায়। তারকেশ্বরেতে আজি যাব বলো তাঁয় ॥ গঙ্গাপার হব মোরা হাটখোলা ঘাটে। আগে যদি যাই রবো শালিকার নাটে ॥ তাঁরে বলো সেজেগুজে যেতে পাল্কীতে। হাটখোলা পার হলে পাইব দেখিতে ॥ এতেক শুনিয়া গোপী চলিল ত্বরিত। প্রথমে পিসির কাছে হৈল উপনীত ॥ কহিল পিসিরে তার পরেতে নাগরে। শুনিয়া শ্রীদেব তাবে আনন্দ সাগরে ॥ গোপী গিয়ে দেখে ঘরে যাবার সংযোগ। হেনকালে পিসি এলো হইল সুযোগ। গোপী দাসী ব্রজবাসী আর পিসি সঙ্গে। চলিল অনঙ্গ মৃদু হাস্যমুখ রঙ্গে ॥ শ্রীদেব করিল যাত্রা মঙ্গল হইবে। প্রথমে দেখিল বামে শব কুম্ভ শিবে ॥ দক্ষিণে হেরিল গাবী মৃগ আর দ্বিজ। কালী কালী বলে মুখে মনে মন নিজ ॥ উভয়ে হইল দেখা সুরধনী তীরে। সকলে মিলিয়া পরে যায় ধিরে ধিরে ॥ পথে এক রাত্রি থাকে হয়ে পুলকিত। প্রাতে উপনীত হৈল যথা মনোনীত শ্রীদেব সেখানে গিয়া ভিন্ন বাসা করে ॥ অনঙ্গ পিসির সহ রহে স্থানান্তরে ॥ স্নানাদি করিল সবে আপন বাসায় ॥ ভবানী কহিছে পরে পূজাদিতে যায় ॥

তারকেশ্বরের পূজা।

পয়ার। প্রবেশিয়া পুরী সবে মিলিল তথায়। প্রথমে

প্রণাম করি মহান্তের পায়॥ পরেতে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিল। পূজা দ্রব্য সঙ্গে ছিল তথায় রাখিল॥ স্মরিয়া বিষ্ণুর নাম বসিল পূজায়। গঙ্গাজল দুগ্ধ ঢালে শিবের মাথায়॥ অঞ্জলি পূরিয়া বিল্বদল দিল কত। দ্রোণ অর্ক আদি পুষ্প পেয়েছিল যত॥ আনন্দে পূজিছে দিয়ে প্রিয় পত্র ফুল। ঘৃত চিনি মধু রম্ভা আতপ তণ্ডুল॥ প্রদান করিল সব মস্তক গহ্বরে। বম বম শব্দে সর্ব্ব গালবাদ্য করে॥ করতালি দেয় আর বগল বাজায়। এক মনে ভাবে মনঃস্থির ভব পায়॥ যুবতী সে ভাবে যোগ পূজাতে পূরিল। অনঙ্গ শ্রীদেববর মনেতে চাহিল॥ ভাবী ভাবে কহে নহে অন্তর॥ পাইবা বাঞ্ছিত আশুতোষে কর স্তব॥

শিবের স্তুতি।

পয়ার। অহে শম্ভু শুভদ কি কব এক মুখে। যাহা ব্রহ্মা বেদব্যাস বলেন্যা সম্মুখে॥ অহে ঈশ ঈশান ঈশান কর কৃপা। তব কটাক্ষেতে কত ক্ষিতি পতি ভূপা॥ পশুপতি পশু সম হয়েছি অজ্ঞান। কৃপাময় কৃপা করি কর কৃপাদান॥ অহে শিব শিবদ অশিব কর নাশ। কালের ভুবন কাল ভয়ে পেয়েছে হুতাশ॥ শূলি শূল দিয়ে মম শূল কর দূর। ভব শূল শিবা শূল না হইবে চুর॥ মহেশ্বর মহিমা কি কহিব তোমার। আগম নিগমে প্রভু নাহি দেখি পার। ঈশ্বর ঈশ্বর সবে তোমার প্রসাদে। দয়াময় দয়া কর পড়েছি প্রমাদে॥ [illegible] সর্ব্ব বেদে বলে সর্ব্বময় তুমি। তেজস আকাশ সমীরণ জল ভূমি॥ ঈশান ঈশান কোণে আছে অধিষ্ঠান। ইহা বলি বলি সেই কোণে কর দান॥ শঙ্কর শঙ্কা নাশ কল্যাণ কারণ। কাতরে করুণা কর কৃতান্ত বারণ॥ হে চন্দ্রশেখর

শিরে ধরি শশধর। ভালে বসি ভাল শশী হলো শোভাকর॥ ভূতেশ ভূতের সঙ্গে শুনি সহবাস। পঞ্চভূত হৈতে মোরে করহ নিরাশ॥ হে খণ্ড পরশু খণ্ড খণ্ড পাপরাশি। পাপ সঙ্গে সঙ্গী হয়ে আছি গৃহবাসী॥ শিরিশ গিরীশ গিরি কন্যালয়ে দান। কামনা পূরালে হলো শিখরি প্রধান॥ মৃত্যুঞ্জয় মৃত্যুভয়ে ভাবিত অন্তর। অশান্ত কৃতান্ত শুনি ঘোর ভয়ঙ্কর॥ কৃত্তিবাস কৃত কৃতা কাহে আমায়। বিষয় বাসনা কৃত্তি বাসনা পুরায়॥ পিনাকি পিনাক তব আমি ভিক্ষা চাই। পাপিষ্ঠ পাপের মাথা কাটিয়া ফেলাই॥ উগ্র উগ্র মূর্ত্তি শুনি উগ্র ভয় করি। দীননাথ দয়া কর উগ্র মূর্ত্তি হরি॥ কপর্দ্দি কঠিন জটা জটা জুটধারি। কটা জটা ঘটা ছটা কহিতে না পারি॥ শ্রীকণ্ঠ হে কণ্ঠ শোভা কি কহিব তার। কালকুট গলে গিয়ে হলো শোভাকার॥ নীলকণ্ঠ কণ্ঠকাল কুটেতে শ্যামল। খল কাল কুট ভাল হইল সরল॥ ভুলাইল কপাল কপাল করে ধরি। কপালের কপাল কি আহা মরি মরি॥ বামদেব দেব বন্দ হইতে সুন্দর। রজত পর্ব্বত জিনি শোভা কলেবর॥ ত্রিলোচন ত্রিলোচন করেছ ধারণ। এক চক্ষে চকিতেহে কর নিরীক্ষণ॥ স্মর হর স্মরের শরীর করি ক্ষয়। করিলে করুণা কবি মনেতে উদয়॥ গঙ্গাধর ধরি শিরে সুর শৈবলিনী। ত্রিলোক জননী তিনি ত্রিলোক তারিণী॥ ভব তুমি তোমা হৈতে ভবের প্রকাশ। বিনাশ করহ ভব ভব অভিলাষ॥ ভবের চরণ ভাবি ভবানীচরণ। আশুতোষ স্তব আশু করিল রচন॥

শ্রীদেবের যোগী বেশ ধারণ পূর্ব্বক
নায়িকার নিকটে গমন।

একাবলি ছন্দ। পূজা পরে স্তুতি করি অশেষ। মহান্ত

দক্ষিণা দিলেক শেষ ॥ পরে সে তাহাতে বাসায় চলে। অনঙ্গের পিসি শ্রীদেবে বলে॥ কত মত বেশ ধরিলে কত। আজি হতে হবে যোগীর মত॥ যাও তবে তুমি যে থানে বাসা। যেতে যাবে সেথা পুরিবে আশা॥ বাসে গিয়ে তবে প্রসাদ খায়। হেন কালে দেখি দিবস যায়॥ শ্রীদেব সাজিছে মহেশ বেশ। মহেশ গুণের নাহিক লেশ॥ কালা পেড়ে ধূতি দূরে ফেলিল। গেরুয়া বসন তাহে পরিল॥ মুকুতার মালা রাখিল ঘরে। অক্ষমালা আর স্ফটিক পরে॥ চন্দন আতর গোলাব নীরে। লেপিয়ে বিভূতি মাখে শরীরে॥ শিরেতে পরিল কৃত্রিম জটা। তার, যেন তার বরণ কটা॥ উষ্ণীষ বান্ধিল শোভিল তায়। কাঁধে তাহার বাঘের ছাল॥ অর্দ্ধচন্দ্র ফোঁটা করে কপালে। শশিকলা তায় হইল ভালে॥ ঢুলু ঢুলু আঁখি আলসে ঘোর। মুখে সদা শিব বলাই কর। সন্ন্যাসীর বেশ ধরিয়া যায়। অনঙ্গ রঙ্গী আছে যথায়॥ দ্বারে ব্রজবাসী বসিয়া আছে। সন্ন্যাসি আইল তাহার কাছে॥ কহে যাহা দেখিলে কেহ নাই। আশীষ দেন কেমন আপনি ভাই॥ ব্রজবাসি প্রতি হুকুম ছিল। অনঙ্গ যে খানে কহিয়া দিল॥ সন্ন্যাসি প্রবেশি ঘরে দেখিল। পিসি সঙ্গে ধনী বসিয়া ছিল॥ দেখি ধনী কহে এসো গোসাঁই। পিসি তার কহে কিগো কানাই॥ আসি সহাকারে দিবো গো বলে। অনঙ্গের তরে সন্ন্যাসি হলে॥ গুণমণি কহে বুঝি আভাস। আজ্ঞা বহই অনঙ্গ দাস॥ হয়েছি গো আমি তোমার দাসী। সন্ন্যাসি হইনু এখানে আসি॥ যখন যেমন হুকুম পাই। অমনি তখনি করি গো তাই॥ দাস দাসী থাকে আজ্ঞার তাবে। তুমি কেন বাছা বুঝ না ভাবে॥ শুনি ধনী মনে বাখানে তায়। কত গুণ তব

হায়রে হায় ॥ এত গুণ যেই তেঁই পারিলে। মোর অনঙ্গের মনো হরিলে ॥ পিসি সম্বোধিয়ে কহে রূপসী। খেতে কিছু বল এখানে বসি ॥ সন্ন্যাসী কহিছে যোগীর ধারা। যাগ আগে করে যোগী যাহারা ॥ আমি যোগী যাগ করিব আগে। যাগ বিনা কিছু মনে না লাগে ॥ অনঙ্গ কহিল কেমন যাগ। যাগ ফল মোরে দেবে কি ভাগ ॥ ভবানী কহিছে দেখলো পরে। নানার যাগের সুযোগ হবে ॥

ষষ্ঠ মিলনে তারকেশ্বরে কাম যাগ।

পয়ার। কোমল বিমল বেদী জঘন যুগল। তার মধ্যে হোমকুণ্ড বরাঙ্গ সুস্থল ॥ নবীন সন্ন্যাসী বসি বেদীর উপরে। কামতন্ত্র মতে কাম যাগ যোগ করে ॥ দীপাস্তু মালক পুষ্প করে লক্ষ্য করি। বাক্যে নিবেদিল কুচ ফল হস্তে ধরি ॥ সুলোচনা কটাক্ষ জ্বালি দিল কামানল। বসন্ত বাতাসে অগ্নি করিল প্রবল ॥ বিধি কৃত সেকস্রুব এক যোগে ছিল। আহুতি দিবার লাগি বিভাগ হইল ॥ এই রূপে যাগ অঙ্গ হলো আয়োজন। দেখি হোতৃ কর্ম্মে হোতা হরষিত মন ॥ পরম আনন্দে কামযাগ আরম্ভিল। সহস্র আহুতি দানে সংকল্প করিল ॥ আহুতি প্রণালী দেখি সখী যজমান। সুধামৃতে যোগী বরে করিল সম্মান ॥ সম্মানিত সন্ন্যাসীর যোগ ভঙ্গ নাই। যোগ বলে কাম সিদ্ধ করিছে গোসাঞী ॥ বিস্তারিত স্রুব মুখে সহস্র আহুতি। পরে শুক্র হবনেতে করে পূর্ণাহুতি ॥ হোমকুণ্ডে কোথা হতে কি রূপেতে জল। আসি নিভাইয়া দিল মনোসিজানল ॥ বসুমতী দৈব যোগে শীতলা হইল। পৃথ্বীত্বং শীতলা ভব মন্ত্র পড়ি দিল ॥ যাগ-কুণ্ড জলে যোগী স্রুব ভাসাইল। সেই জলে যজমান শান্তি

জল নিল॥ ভবানী কহিছে যোগীবর ভাল ছিল। অনঙ্গে অনঙ্গ যাগ ফল শীঘ্র দিল॥

তারকেশ্বরে এক রাত্রি বাস করিয়া স্ব স্ব গৃহে পুনরাগমন।

পয়ার। কামযজ্ঞ সাঙ্গ করি উভয়ে উঠিল। তখন আহার যজ্ঞ সকলি খাইল॥ এই রূপে তিন দিন করে কামযাগ। যাগ ভাগ করি পরে বাড়ে অনুরাগ॥ চতুর্থ দিবসে সবে ছাড়ি সেই স্থান। বাটী যাইবার জন্যে হৈল যত্নবান॥ পূর্ব্ব মত দুইজনে ডুলিতে চড়িল। পিছে পিছে পাল্‌কিতে শ্রীদেব চলিল॥ এক রাত্রি পথে থাকে বহু যাত্রি সাতে। শ্রীদেবের বরযাত্রি বুঝায় তাহাতে॥ রাত্রি এক ঘরে হৈল সভাকার বাস। শ্রীদেব কৌশলে পূরে দোহাকার আশ॥ নবীনা প্রবীণা পরে কহে গো অনঙ্গ। কালি ঘরে যাবে সবে হবে সঙ্গ ভঙ্গ॥ স্বামিরে কি কবে কিবা দেখিলে স্বপনে। কহে তুমি বলে ছিলে নাহি কিছু মনে॥ ভাল ভোলা মেয়ে বলে কহে পুনর্ব্বার। সার উপদেশ শুন যাতে পাবে পার॥ এক্ষণে গোপনে থাকু সেই উপদেশ। দীনপাত কালে কব করিয়া বিশেষ॥ প্রভাতে সেখানে হতে চলিল ত্বরিতে। দিবসের মধ্যে ধনী আইল বাটীতে॥ কর্ত্তা আনন্দিত কর্ত্রী ঘরে এলো ফিরে। ভবানী কহিছে কহ স্বপন স্বামিরে॥

অনঙ্গের রাত্রে পতিসহ শয়নে তারকেশ্বরের স্বপ্ন কথা এবং তাহার পতির উত্তর।

পয়ার। নিশিতে স্বামির সহ করিয়া সয়ন। কহিছে তাহারে ধনী স্বপন বচন॥ পুত্র মোর হবে বলে এই কামনায়। দুইদিন হত্যাদিয়ে রহিনু তথায়॥ তৃতীয় নিশিতে এক সন্ন্যাসী আইল। বসিয়া আমার কাছে কহিতে লাগিল॥

অনঙ্গমঞ্জরী শুন তুমি মোর দাসী। আমারে না সহে তুমি আছ উপবাসী॥ তোমার কামনা এই পুত্রবতী হও। অবশ্য সন্তান হবে তুমি বন্ধ্যা নও॥ তোর গর্ব্ভে পুত্র হবে বর দিনু বশে। কিন্তু না হইবে তোর স্বামির ঔরসে॥ শুনি তাঁর পায়ে ধরে কহিলাম আমি। কহ প্রভু কোন দোষে দোষী মোর স্বামী॥ গোসাঁই কহেন কিছু দোষ নাহি পাই। তাহার সন্তান ভাগ্যে বিধি লেখে নাই॥ তোর ভাগ্যে ছিল আমি তাতে দিনু বর। তুই তার মত নিয়ে অন্য চেষ্টা কর॥ শুনিয়া তাহার স্বামী হইল ভাবিত। কহে একি সর্ব্বনাশ হিতে বিপরীত॥ কেমন বা মত করি না বুঝিয়া মর্ম্ম। কলঙ্ক হইবে কত আর যাবে ধর্ম্ম॥ একে তুমি সতী তাতে আমি হয়ে পতি। বলিব কি লজ্জা খেয়ে কর উপপতি॥ নষ্ট হবে ধর্ম্ম যাবে পাবে পাব লাজ। কর্ম্ম কাণ্ড শ্রাদ্ধ পণ্ড সে পুত্রে কিকায॥ মত না হইল শুনি ভাবিতা যুবতী। বিষাদে হর্ষিতা হলো স্বামী জানে সতী॥ কিন্তু মত না হওয়াতে ভাবিছে আকাশ। সে রাত্রি স্বামির সহ হৈল সহবাস॥ রতিরস রঙ্গ হৈল যেন শাস্ত্র পালা। উভয়ের মনে অন্য করে দায় টালা॥ তাদের বাসর হয় যেন কারাগার। দুজনে দুঃখিত মনে ভাবে অনিবার॥ সতী পতি কষ্ট পায় অধিক কামিনী। মন্দালাপে মনস্তাপে পোহায় যামিনী। প্রভাতে পিসিরে ধনী ডাকিয়া পাঠায়। ভবানী কহিছে এবে হইবে উপায়॥

অনঙ্গের পিসির বাক্যে উপপতি করিতে তৎ পতির অনুমতি প্রদান।

পয়ার। অনঙ্গ প্রবীণা পিসি সাক্ষাতে কহিল। পতির সহিত যত কথা হয়ে ছিল॥ ভাবিতা হয়েছি পিসি করি কি উপায়। জামাই তোমার বলে ইথে ধর্ম্ম যায়॥ প্রকাশ

হইলে লোক কলঙ্ক হইবে। এমত কুকর্ম্মে মত কেমনে করিবে ॥ নবীনে প্রবীণা কহে বুঝিনু সকল। বুঝায়ে করিব মত নাহও বিকল ॥ কহিব অখণ্ড কথা খণ্ডিতে কে পারে। কোথা সেই বোকা বেটা ডাক দেখি তারে ॥ অনঙ্গ শুনিয়া তারে ডেকে পাঠাইল। বাহিরে বসিয়া ছিল শুনিয়া আইল ॥ পিসাস যথার্থ জানে জামাতারে কয়। অনঙ্গের স্বপ্ন কি তোমার মত নয় ॥ শুনি গুণনিধি কন তুমি বুদ্ধি মতী। তোমার সমান আর নাহি গুণবতী ॥ বিধবা হইয়া তুমি স্বামীর দৌলাৎ। দেবরে হারায়ে কোর্টে সব করোহাত ॥ অতএব তোমার বুদ্ধির সীমা নাই। বিবেচনা করে বল করি আমি তাই ॥ লোক লজ্জা ধর্ম্ম কর্ম্ম যাতে সব রয়। হেন কথা কহ যদি তবে মত হয় ॥ ব্যাপিকা নায়িকা কহে কিছুই জাননা। বিধবায় হৈনু আমি নবীনা প্রবীণা ॥ বুদ্ধি সাধ্য মত বলি যাহা মোর ঘটে। এতে মত দিতে পার শাস্ত্র সিদ্ধ বটে ॥ পুরাণে শুনেছি আমি তাতে স্পষ্ট আছে। ধর্ম্ম শাস্ত্র শুনিয়াছি পণ্ডিতের কাছে ॥ মোকদ্দমা করি যবে দেবর সহিত। ব্যবস্থার জন্যে আমি স্মৃতির পণ্ডিত ॥ ন্যায়রত্ন বিদ্যারত্ন কত চূড়ামণি। ব্যবস্থা পারগ যে পণ্ডিত শিরোমণি ॥ তাঁদের মুখেতে কত শুনেছি বিধান। সেই মত কব এই মতের প্রমাণ ॥ পুত্র প্রয়োজন আছে অবশ্য গৃহির। ব্যক্ত পুরাণেতে দেখ লেখন স্মৃতির ॥ পণ্ডিতে আপন বংশ রাখিবার তরে। আত্ম হতে না হইল অন্য মত করে ॥ পাণ্ডুরাজা হৈতে পুত্র না হলো কুন্তির। উপপতি জনে বিধি দিলেন সুধীর ॥ অনুমতি পেয়ে কুন্তি তাহাই করিল। পাঁচ জন হতে পাঁচ পুত্র জম্মাইল ॥ পতি অনুমতি বিনা তবু নারী পারে। অনুমতি চাহি লেখে দায়ভাগ কারে

স্বামী অনুমতি বিনা যে পুত্র জন্মায়॥ শুনি সেই পুত্র পুণ্য অংশ নাহি পায়॥ পুরাণ স্মৃতির কথা কেবা নাহি মানে। আর শিব আজ্ঞা আছে বুঝ সাবধানে॥ লোকলজ্জা ভয় তুমি তাহারে পারিবে। গোপনে আসিবে কেহ কে ঢাক মারিবে॥ যদ্যপিও জানে লোক তাতে বা কি ভয়। বন্ধ্যার এমন কর্ম্ম কোথায় না হয়॥ অন্য জাতি ধারা আমি জানি কত মত। এজাতির এই মত দেখি শত শত॥ সুজন বাবুর কথা শুনিয়াছ কাণে। উপপতি সঙ্গে মাগু পাঠায় বাগানে॥ তিন পুত্র হৈল তার জারেতে জন্মায়। অনুমতি করে ছিল বংশ রৈল তায়॥ যখন এসব কথা হয় জানাজানি। সে সময় লোকগুলা করে কাণাকাণি॥ কিছু দিন থাকে তথা শেষ কিবা রয়। কলঙ্ক কি বশ সব কালে লোপ হয়॥ অতএব শাস্ত্র সিদ্ধ লোক ব্যবহার॥ ইথে পাপ লজ্জা কেন হইবে তোমার॥ গুণনিধি কহে শুনি পড়ি বাক জালে। শাস্ত্র এই বটে নাহি মানে কলিকালে॥ অনুমতি কর তুমি শুন গুণনিধি। ধর্ম্মাধর্ম্ম হবে মোর আমি দিনু বিধি॥ চিন্তিত অনঙ্গ পতি করে অনুমান। সাপ হাঁড়ী বেদ পাঁড়ি ইহার বিধান॥ পীঁড়ি যদি ভাঙ্গে তবে দেব রুষ্ট হন। না ভাঙ্গিলে সর্প তারে করিবে দংশন॥ অতএব মত মোরে করিতে হইল। হইল আমার মত অনঙ্গে কহিল॥ ধনিগুণি সুপুরুষ দেখিয়া আনিবে। ভবানী কহিছে তাহা জানিতে পারিবে॥

পতির অনুমতি পাইয়া তৎক্ষণাৎ নাগর আনয়ন পূর্ব্বক অনঙ্গের সুখভোগ।

ত্রিপদাবলি ছন্দঃ। শুনি স্বামী বচন, হইল মগন, পিসিরে গোপীরে দোঁহে কহে। আনিতে নাগর, মোর

মনোহর, পাঠাইব ব্যাজ নাহি সহে॥ গোপী তার বাটীতে, যাওলো আনিতে, কহিবা এখনি চল সেথা। এই সব বচনে, জানাবে সুজনে, এখনি আনিবা তারে হেথা॥ কবে এই চাতুরী, রবে বরাবরি, যখন তখন তুমি যাবে। গোপী তার কাছেতে, চলিল ত্বরিতে, সে কথায় কত শোভা পাবে॥ দাসী আসি বসিল, নাগরে দেখিল, সুজন মলিন মুখে আছে। ধনী বাণী কহিল, যুবক চলিল, গদগদ ভাবে তার কাছে॥ গোপী আগে ধাইল, শীঘ্র জানাইল, দ্বারি দ্বারে ছেড়েদিল তারে। সুনাগর আইল, সুন্দরী পাইল, আঁখি-শর হানে যত পারে॥ করে ধরি তুষিল, উভয়ে বসিল, চকাচকি মত দুইজনে। নাগরে শুনাইল, স্বামী বুঝাইল, আর রাজী করিল যেমনে॥ শুনিয়া সুবচন, ভাসিল ভাজন, শুন প্রাণ তুমি মোর তরে। কত দুঃখ পাইলে, প্রীতি বাড়াইলে, কোন জন হেন প্রেম করে॥ আগেতে মজাইলে, পরেতে বাঁচাইলে, বান্ধিয়ে রাখিলে প্রেমডোরে। সুখেতে ভাসাইলে, দাস বনাইলে, ভয় ভুলে গেল তব জোরে॥ পরে কহে কামিনী, দিবা কি যামিনী, অধিনীরে যেন মনে থাকে। শুনি মুখ চুম্বিল, কাম আরম্ভিল গুণমণি মুখ মধু চাকে॥ কতই বলাবলি, করি গলাগলি, খেলিছে বলিছে কত সুখে। করিয়া কোলাকোলি, প্রেম ঢালাঢালি, করিছে খসিছে রসমুখে॥ অনঙ্গে মজাইল, রসে ভাসাইল, মনেং দুজনে হাসে। কবি করি রচন, ভবানীচরণ, কহে সুখ কর গৃহবাসে।

অনঙ্গের নাগর প্রতি অভয় প্রদান ও নাগরের নির্ভয়ে গমনাগমন।

পয়ার। এইরূপে রতিরস করিয়া দুজনে। ছাড়ি সেই

শয্যা বৈসে পৃথক আসনে॥ প্রেয়সী সরস ভাষে শুন প্রাণ ধন। এক্ষণে তোমার আর নাহিকো গমন॥ দিবা কি নিশিতে সদা বাসায় থাকিবে। যখন যাইবে গোপী তখনি আসিবে॥ একথা অন্যথা যেন কখন না হয়। নিরন্তর অন্তরেতে করি এই ভয়॥ পুরুষ ভ্রমর জাতি ভ্রমে নানা ফুলে। কোন ফুলে মধু পেলে থাকে সেথা ভুলে॥ আর যেন প্রাণমধু মক্ষিকা যেমন। আয়াসের মধু রাখে করিয়া গোপন॥ অনল জ্বালিয়া কেহ মক্ষিকার মুখে। অনা-য়াসে মধূ সব হরেলয় সুখে॥ দেখো যেন মোরে প্রাণ ঘটেনা তেমতি। যতনে রাখিবে প্রেম করি হে মিনতি॥ শুনিয়া কহিল শুন শুন প্রাণেশ্বরি। শপথ করিহে তব পদ-স্পর্শ করি॥ তোমা ছাড়া নারী নাহি হেরি অন্য পক্ষ। কথা তার সাতে কহি এতে যে স্বপক্ষ॥ আমার প্রতিজ্ঞা এই শুন রসবতি। না ছাড়িব তব প্রেম থাকিতে শকতি॥ তুমি যদি ছাড় প্রাণ তবে কি করিব। তোমার বিরহে আমি তখনি মরিব॥ শপথাদি স্তুতি করি অনঙ্গে তুষিয়া। সে দিন বাসায় গেল বিদায় হইয়া॥ কখন রজনী যোগে কখন দিবসে। প্রত্যহ আইসে যায় অনঙ্গের বসে॥ যখন অনঙ্গ পতি থাকে নিজ ঘর। শ্রীদেব দেখিয়া আর নাহি ভাবে পর॥ নির্ব্বিকার দেহ তার শরলের শেষ। সে শরীরে কিছু মাত্র নাহি রাগ দ্বেষ॥ শ্রীদেবে ডাকিয়া কভু আদর করিয়া। তাস খেলে জিতেলয় বোকা ভুলাইয়া॥ বাহিরে শ্রীদেব হারে তাহার খেলায়। ঘরে রসবতী নিতি জিতিয়া হারায়॥ এক দিন দিবাভাগে অতি অসময়। অনঙ্গের মনে আসি অনঙ্গ উদয়॥ তখনি পাঠায় লোক তাহার নিকট। লোক গিয়া দেখে ঘরে নাহি সে কপট॥ অনঙ্গে

সম্বাদ দিল পারিল বুঝিতে। তবে তারে পাঠাইল পিসির বাটীতে॥ সেতা তার দেখা পেয়ে ডাকিয়া আনিল। দেখে যুবতীর মনে মান উপজিল॥ রাঙ্গা আঁখি রাঙ্গা দেখে করে তারে মান। ভবানী কহিছে মানে নাহি পরিত্রাণ॥

শ্রীদেব নাগরের প্রতি অনঙ্গের মান।

ত্রিপদী। ধনী কিছু নাহি বলে, জ্বলিতেছে ক্রোধানলে, কালকুট কটাক্ষ সমান। হানিছে নাগর প্রতি, অসহ্য সে হয় অতি, গুরুতর হইয়াছে মান॥ নাগর বুঝিল মনে, মান হৈল যে কারণে, লোক গেল দেখা নাহি পায়। বাসায় না থাকি আমি, অনঙ্গ অন্তর যামি, ভাবিল পিসির ঘরে যায়॥ সেথা লোক পাঠাইল, ঠিক যাহা ভেবে ছিল, তথা দেখা পাইল আমার॥ আমি হরিয়াছি তারে, গুরু মান হতে পারে, গুরুতর সে হয় ইহার॥ মোরে মানা করে ছিল, ভুয়োঽ করে দিল, দিবা নিশি থাকিবা বাসায়। তাহার কারণ যাহা, এক্ষণ বুঝিনু তাহা, আগে নাহি বুঝি অভিপ্রায়॥ যদি কিছু ব্যক্ত করে, তবে মোর বাক্য সরে, নৈলে আমি কি কথা কহিব। করিনু যে অনুমান, তাহে যদি নহে মান, কথা চুকে পেঁচেকি পড়িব॥ ভাবিয়া অবাক্ হৈয়া, সম্মুখেতে দাঁড়াইয়া, করপুটে গরুড়ের প্রায়। অনঙ্গ ফিরিয়া রহে, গোপীকে ডাকিয়া কহে, যেতে বল পিসির সেথায়॥ ক্রোধে নাহি বাক্যস্ফুরে, চক্রন্যায় চক্ষুঘুরে, ক্ষীণানঙ্গ দ্বিগুণ ফুলিল। গোপীরে কহিল ধনী, বুঝিল নাগর মণি, শুনে প্রাণ প্রিয়ারে কহিল॥ তোমার পিসির বাটী, গিয়েছিনু বটে ঘাটি, কিন্তু শুন কহি তার হেতু। অপরাধ বুঝে কও, তুমি সুখ নিধি হও, তিনি সে সুখের হন সেতু॥ ইহাই বুঝিয়া মনে, গিয়াছিনু দরশনে, শুনেছিনু

তাঁর বেয়ারাম। যদি না দেখিতে যাই, আপনি বলিতে ভাই, তুমি বড় নেমক হারাম ॥ মোর পিসি তোর তরে, কিবা না করেছে অরে, তুই তাহা না রাখিলি মনে। সেই ভয়ে গিয়ে ছিনু, তোমাকে নাহি কহিনু, অপরাধী হইনু গোপনে॥ যে কথা কহিল ছলে, শুনিয়া দ্বিগুণ জ্বলে, গুরুমান করিল অনঙ্গ। ভবানীচরণ ভাবে, কিসে এই মান যাবে, কি উপায়ে হবে মান ভঙ্গ ।।

শ্রীদেব কর্ত্তৃক অনঙ্গের মানভঙ্গ।

পয়ার। মানভাঙ্গিবার তরে শ্রীদেব নাগর। কাকুতি মিনতি করে হইয়া কাতর ॥ সুরসিকা তুমি আমি অরসিক মত। সরসে কুরস কর্ম্ম করিয়াছি কত ।। পুরুষের অপরাধ ঘটে পায় পায়। কামিনী কুপিতা কভু নাহি হয় তায় ।। সহস্র দোষের দোষী পুরুষ নিশ্চয়। কুলবতী পতি প্রতি তথাচ সদয় ।। রমণীর এই কর্ম্ম জগতে বিদিত। ইথে বুঝি মান নহে মনের সহিত।। যদি কর্ম্ম দোষে রীত হয় বিপরীত ।। তথাচ চিহ্নিত দাসে মান অনুচিত। বিমল বদন ভারি দেখে ভয়ে মরি। বিধুমুখে হাস্য কর ক্রোধ পরিহরি ।। কামিনী বুঝিল মনে ঠেকিয়াছে দায়। পেয়েছি পতনে আজি আর কোথা যায় ॥ নানা মতে নায়িকারে নায়ক বুঝায়। অর্থাশী সন্ন্যাসী কভু প্রণাম না চায় ।। চতুর নাগর তার চাতুরী বুঝিল। গলে ছিল মুক্তামালা পাদপদ্মে দিল ।। মালা দিয়ে দুই পায়ে ধরিয়া বসিল। কামিনীর রোষ গিয়ে রস উপজিল ॥ নাগরে কহিল ধনী শুন প্রাণধন। এমন কুকর্ম্ম পরে করো না কখন ।। শুনে কহে গিয়েছিনু হইয়া পাগল। আর কি তেমন করি গেলে এই ফল ।। পায় ধরে আছে তারে ছাড়েনা তখন। কামিনী কাতরা কামে

দিল আলিঙ্গন॥ কামানলে মানানলে সুদগ্ধ শরীর। নাগর নিভায় দিয়ে সুশীতল নীর॥ একই শরীর হয় নাহি মধ্যে বস্ত্র। লাজপেয়ে কাম যায় লয়ে অস্ত্র শস্ত্র॥ উঠিয়া বসিল দোঁহে কামে করি দূর। পরে জলপান করে সুজন চতুর॥ অধিক রজনী হৈল বিদায় লইল। প্রবীণা পিসাস কাছে যাইয়া কহিল॥ নবীনা প্রবীণা শুনে পরামর্শ কয়। এখানে আসিবা ফিরে যাবার সময়॥ সেই পরামর্শ মত করে যাতায়াত। উভয় স্থানেতে যায় নাহিক উৎপাত॥ এরূপে বসন্ত ঋতু পালন হইল। তার পরে গ্রীষ্মঋতু আসি দেখাদিল॥ ভবানীচরণ বলে অনঙ্গযুবতী। নিদাঘে আকুল বড় হৈল রসবতী॥

কামে কাতর হইয়া নিজগৃহে গোপী দাসী সহ
শ্রীদেবের রতি ক্রীড়া॥

ত্রিপদী। বৈকালে বৈশাখ মাস, নিবারি নিদাঘ আশ, সুবাতাস চাহিয়া অনঙ্গ! বসিয়াছে নিজ ঘরে, সেই দিন শনৈশ্চরে, দৈব ভরে দুর্যোগ প্রসঙ্গ॥ দারুণ মেঘের ছটা, তাতে উঠে ঝড়ি ঝটা, ঘোরঘটা প্রলয় সমান। ধুলায় তিমির চয়, ঘুর্ণবায়ু অতিশয়, পায় ভয় ভাবিত পরাণ। গগণে সঘনে ঘন, করিতেছে সুগর্জ্জন, সন্‌সন্‌ ছুটিছে কাঁকর। চক্ষে পড়ে বহু ধুলি, ফুটে যেন ছিটাগুলি, পথ ভুলি পথিক কাতর॥ মৃদু২ বিন্দুপাত, অবিশ্রান্ত বজ্রাঘাত, শব্দে দাঁতে লাগয়ে কপাটি। হেনকালে গোপী ছিল, দিদি বলি সম্ভাষিল, আজ্ঞা দিল যাও তার বাটী॥ গোপী কহে কত গুলা, ছাই ফেল্‌তে ভাঙ্গাকুলা, আছি ভুলা ভুলিতে কি হয়। নহে দুঃখি পর দুঃখে, সদা মত্ত নিজ সুখে, কোন মুখে

কত এসময়। যাই আমি বাঁচি মরি, ওজর নাহিক করি, ত্বরাতরি নাগর নিকট। উত্তরিল নিবেদিল, সে আদরে বসাইল, সুধাইল আসিতে শঙ্কট॥ শুনি সিহরিয়া যায়, আপনার গা মোছায়, গা মোছায় দুহাতে তাহার। অমনি কাড়িয়া থান, করাইল পরিধান, করে মান গলে দিয়ে হার॥ সেও ছিল ভাব রঙ্গি, গোপনে মিলিল সঙ্গি, করি ভঙ্গি জ্বালে কামানল। ভাঙ্গিল উভয় লজ্জা, দোঁহে করে কাম-সজ্জা, টলে মর্জ্জা যে ছিল অটল॥ একপে দিবস যায়, দুর্য্যোগ হইল সায়, ভাবনায় গোপী অন্যমন। কহে চল যুবরাজ, কর আপনার সাজ, আর ব্যাজ না সহে এখন॥ নাগর কহিল কথা, সন্ধ্যা করি যাব তথা, তুমি সেথা কয়হ সংবাদ। ভবানী কহিছে দূতী, উপনীত শীঘ্রগতি, বেশে অতি ঘটিল প্রমাদ॥

দাসীর শরীরে সম্ভোগ চিহ্ন দেখিয়া তার প্রতি
অনঙ্গের ভৎসনানন্তর দাসীর সদুত্তর।

ত্রিপদী। নাগরের মতিমালা, গলেতে ছিল উজালা, এনেছিল বিস্মৃত হইয়া। অবিলম্বে ধনী ধায়, গমন পবন প্রায়, হেথা দায় পোহায় ঠেকিয়া॥ অনঙ্গ কহিছে হাসি, নাহি ছিলি অবিশ্বাসি, এই আসি বলে গেলি সেই। কি কারণে দীর্ঘবাসি, হইয়া বাঘের মাসি, আশানাশি দেখা দিলি এই॥ বামন হইয়া চাঁদে, হাত বাড়াইয়া ছাঁদে, হেরে কাঁদে যত চকোরিণী। যার খাও যার পর, তাহাকে নিরাশ কর, মরমর কুলকলঙ্কিণী॥ খাসাঠেটী পরাইল, গলে মতি কেবা দিল, মাখাইল আতর চন্দন। এলো খেলো কেশবাস, মুখ শুষ্ক ঘনশ্বাস, ঘোর গ্রাস করিলি ভক্ষণ॥ তখন বুঝিল অরে, হারে তুরভার হরে, নাহি ডরে

কহিছে বচন। চোর যদি চুরি করে, সে ধর্ম্ম গোপনে সরে, কোথা চোরে দেখায় ভাবন॥ তুমি যার সে তোমার, আনিয়াছি দ্রব্য তার, এই হার মোরে সম্ভাবিবে। থাকিলে তোমার কাছে, তার কি নিস্তার আছে, সত্ত মাছে পোকা পাড়াইবে। ভিজেতিতে তাড়াতাড়ি, গেলেম তাহার বাড়ি, থান ফাড়ি বস্ত্র দিল আনি। সিন্দুকে সুগন্ধি মাখা, তাহাতে কাপড় রাখা, আছে দেখা পূর্ব্বে আমি জানি। গাত্র মেজে রাখে হার, তাহার সাক্ষাৎ কার, পরিহার পরিহাস করি। কহিছে অনঙ্গে দিব, সে কহিল দেখাইব, প্রহারিব নিজ দণ্ড ধরি॥ বেগে যাই রড়ারড়ি, উছট খাইয়া পড়ি, ভাঙ্গাকড়ি গালে ফুটা লাভ॥ কত রক্ত পড়িয়াছে, এখন সে চিহ্ন আছে, দেখি পাছে ভাব ভিন্ন ভাব। যাতায়াত পরিশ্রমে, নিশ্বাস কি বাড়ে কমে, কোন ভ্রমে ভুলিলে রাগেতে। জান বাতাসের মর্ম্ম, চুল খোলা কোন কর্ম্ম, সে ধর্ম্ম না জানিয়া আগেতে॥ হার দিল হারাইল, নিজ হারি লুকাইল, হারাইল কথায়২। কহিতেছে বিবয়িয়া, রসিক শুনিল গিয়া, দাণ্ডাইয়া সিঁড়ির মাথায়। দূতীকা নায়িকা দোঁহে, নাগর দেখিয়া কহে, কহে অহে কেন ক্ষুণ্নমনা। ভবানী এ সুপ্রণালী, চতুরের চতুরালি, ভাবি কালী করিল রচনা॥

অনঙ্গের প্রতি শ্রীদেবের অভিমান।

পয়ার। শ্রীদেব বসিল সেথা বিরস বদনে। ক্ষুণ্নতা কারণ ধনী জিজ্ঞাসে সযনে॥ ক্ষুণ্নমনা কেন আমি শুন তবে বলি। দাসী অপবাদ দিয়ে কর ঢলাঢলি॥ সকল শুনেছি আমি সিঁড়িতে থাকিয়া। শরীরে দিয়েছ নুন কাটিয়া কাটিয়া॥ তাহার জ্বালাতে মোর জ্বলিতেছে মন। ক্ষুণ্নমনা হৈনু আমি এই সে কারণ॥ ধিক্থাকু মোরে আমি বুঝিনু

সকল। মরণ উচিত মোর বাঁচিয়া কি ফল। নীচগামি হই আমি কেমনে কহিলে। এই কটু বাক্যানলে শরীর দহিলে॥ হায় বিধি কি কহিব একি কলিকাল। যার আজ্ঞা বহ হই সেই দেয় শাল॥ দেখ দেখি আমি তব রূপ নিরক্ষিয়া। মজিলাম প্রেমে কুলে জলাঞ্জলি দিয়া॥ তব প্রেমে বদ্ধ হয়ে তোমার আজ্ঞায়। দিবানিশি থাকি বসি কেবল বাসায়॥ ধর্ম্ম কর্ম্ম সব গেল লোক লৌকিকতা। সর্ব্বদাই মনে করি তব রসিকতা॥ আমার থাকিত যদি নীচে অভিলাস। তবে কেন হয়ে রব তব কেনা দাস॥ শপথাদি করিয়াছি আর কত শ্রম। তথাচ তোমার নাহি ঘুচিল সে ভ্রম॥ বুঝিলাম তব মন পাওয়া বড় দায়। সুখে থাকো মনে রেখো হইনু বিদায়॥ করিয়া কপট ক্রোধ শ্রীদেব উঠিল। মনে মান হইয়াছে অনঙ্গ বুঝিল॥ ভবানী কহিছে মান নহে অপমান। স্তুতি রতি করি দান করহ সম্মান॥

অনঙ্গের বাক্য ও ব্যবহার দ্বারা নাগরের
অভিমান পরিত্যাগ।

ত্রিপদী। নাগরের করে ধরি, অনেক বিনয় করি, কহিছে অনঙ্গ প্রাণধন। যাহাতে হইল ক্রোধ, তুমি তার দেহ শোধ, তবে ক্রোধ হইবে মোচন॥ দাসী অপবাদ দিনু, তাতে অপরাধি ছিনু, মোরে দিও দাস অপবাদ। তোমার চাকর আছে, পাঠাও আমার কাছে, দিয়ে তারে কোনহ সংবাদ॥ সে হেতা আইলে পরে, আমি তারে নিয়ে ঘরে, করিব যা তুমি করেছিলে। ভাল ধুতি হার দিব, আতরাদি মাখাইব, গ্রাহ্য হবে বেশভুষা দিলে॥ সে যখন যাবে ফিরে, তুমি তারে বলো ফিরে, এ সকল কোথা তুই পেলি। ইহা বলে তাই বলো, কেন এত গৌন হলো, এখনি আসিব

বলে গেলি॥ বুঝিয়াছি তার সঙ্গে, ছিলি এতক্ষণ রঙ্গে, বুঝা যাইতেছে তোর ভাবে। যাহা বলে দিনু তাই, কালি তুমি করো ভাই, তবেই এ সব শোধ যাবে॥ সুকৌশল বাক্যানলে, নাগর দ্বিগুণ জ্বলে, মনে মনে বাখানে রমণী। অনঙ্গ দেখিল তায়, তবু নাহি ক্রোধ যায়, পরে স্তুতি করিতেছে ধনী॥ শুনহে রসিক রাজ, তোমারে না হয় লাজ, ক্রোধ কর নারীর কথায়। অবলা অজ্ঞানা নারী, পুরুষের আজ্ঞাকারী, অধীনতা যাহার উপায়॥ নায়ক উপরে গোষা, মান যেন আছে পোষা, কথায় কথায় অভিমান। মনে২ মান হলে, প্রাণনাথে কটুবলে, আরো তারে করে অপমান॥ অতএব বলি প্রাণ, মোর বাক্যে হেয় জ্ঞান, করি ওহে ক্রোধ কর দূর। বৃথা যে যামিনী যায়, বাঁচাও অনঙ্গ দায়, কোপের করহ দর্প চূর॥ শুনিয়া মধুর বোল, দূরে গেল গণ্ডগোল, শ্রীদেব ধরিল ধনী গলে। অনঙ্গ যমের প্রায়, পুরুষাগ্নি লাগে তায়, নাগরের গায় পড়ে গলে॥ তার পরে মাকামাকি, মুখামৃত চাকাচাকি, কষাকষি করি ধরে কামে। বন্ধন হইল দঢ়, ভাব ভরে জড়সড়, তিতিল দোঁহার বস্ত্র ঘামে॥ তথাপি না ছাড়ে কেহ, কামের কমল দেহ, ধরাপড়ে অনঙ্গ যুবতী। ধরিয়া যুবতী করে, কহিছে নাগর বরে, মৃদুস্বরে করিয়া মিনতি॥ দিয়েছিনু দাসী দোষ, তাতে হয়েছিল রোষ, তুষ্ট হেতু করি রতি দান। নাগর পাইল দান, দুরে গেল অপমান, নারী দানে করিল সম্মান॥ ভবানীচরণ মনে, করি কহে দুই জনে, উঠ২ কেন হেন সাজ। শ্রীদেব উঠিয়া যায়, অনঙ্গ কহিল তায়, আর নাহি কর হেন কায॥

বহু সুখভোগ পরে অনঙ্গের গর্ভ হয়।

পয়ার। প্রভাতে নাগর গেল আপনার স্থানে। স্নানাদি

করিয়া নিদ্রা যায় দিনমানে।। সন্ধ্যার পরেতে যায় অনঙ্গ আলয়। প্রভাত হইলে আইসে আপন বাসায়।। এই রূপে গ্রীষ্মঋতু হৈল সমাপন। আইল বরিষাঋতু ঘন বরিষণ।। বরিষণে কত সুখ নাহি নিরূপণ। পরেতে শরদ ঋতু করে আগমন।। সুখেতে সম্ভোগ করে শরদ সময়। অম্বিকা অর্চ্চনকালে করে বহু ব্যয়।। শিশির সময়ে ভাসে সুখের সাগরে। শরীর সুখায়ে দেয় হিম ঋতুবরে।। এই মত বহু-কাল লইয়া যুবতী। মহাসুখে কাটে কাল সুখী হৈল অতি॥ বহুদিন পরে তবে অনঙ্গ যুবতী। শ্রীদেব প্রসাদে ধনী হৈল গর্ভবতী।। অনঙ্গের গর্ভ সবে করে অনুমান। বর্ণনে নাহিক ফল সর্ব্বত্র সমান।। ক্রমে চারি মাস গর্ভ অনেকে জানিল। পঞ্চমে নিশ্চয় হয় ভবানী রচিল।।

অনঙ্গমঞ্জরী পুত্রবতী হয় শ্রীদেবের
ধনক্ষয়।

পয়ার। পাঁচ মাস গর্ভবতী অনঙ্গমঞ্জরী। পরে পঞ্চামৃত দেয় বড় ঘটা করি।। নবম মাসেতে সাধে করে ততোধিক। পুত্র হৈল দশমে শ্রীদেব রূপ ঠিক।। ধাত্র্যাদি নাপিত আর বাদ্যকর যত। গোপনে নাগর সবে টাকা দিল কত॥ সুতিকা ষষ্ঠ্যাদি পূজা আছে যে নিয়ম। যাতে ব্যয় হয় দেয় না ভাবে বিষম।। কর্ত্তাটি করেন সাধ নাচ করাইতে। তাহারো খরচ হৈল শ্রীদেবেরে দিতে।। শুভান্ন প্রাশনে বহু ব্যয় করাইল। এই রূপ বর্ষাবধি কতই করিল।। পুনরায় গর্ভবতী হয় রসবতী। মোহানা খুলিলে রাখে কাহার শকতি।। ক্রমে ক্রমে তিন পুত্র হইল তাহার। অনঙ্গ পতির হয় আনন্দ অপার।। নিজার্থ সামর্থ তার কিছু নাহি যায়। ভবানী কহিছে আরো পুত্র কোলে পায়।।

অনঙ্গমঞ্জরী সহ শ্রীদেবের অতি সাধের প্রীতি একেকালে বিচ্ছেদ।

পয়ার। বালকের অলঙ্কার আর রসিকার। দিয়াছে শ্রীদেব তবু নাহিক নিস্তার॥ পূজার সময় এক গহনা নূতন। মাসে এক যোড়া সাড়ী ঢাকার বুনন। দ্বারী আর যত দাস দাসীর বেতন। অকাতরে এ সকল দিতেছে ভাজন॥ সকল হইল ব্যয় সঞ্চয় যে ছিল। কাঙ্গাল ভাবিবে ভয়ে তালুক বেচিল॥ যত ধন থাকে যদি আয় নাহি হয়। নিরন্তর ব্যয় হয়ে কত দিন রয়॥ তাহার হইল শেষ নাহি কিছু আশ। তথাচ অনঙ্গ কাছে না করে প্রকাশ॥ এক দিন অনঙ্গ সে বিরলে বসিয়া। শ্রীদেব কহিছে কিছু বিনয় করিয়া॥ জড়াও বাউটী আমি এক যোড়া চাহি। নাগর শুনিয়া মনে করে ত্রাহি২॥ শুনিয়া কহিল তার লক্ষ টাকা দর। ধনী বলে ইহা দিতে হলে কি কাতর॥ যদি তুমি এই ক্ষুদ্র কথা না রাখিবা। তবে কি আমার পরকালে সাক্ষি দিবা॥ শুনেছিনু বড় লোক বড় জাকজোঁক। হইল বিস্তর লাভ পেনু রোক থোক॥ কুলবতী সাতে প্রেম করা বড় দায়। তখনি তা দিতে হয় যখন যা চায়॥ কেন বল দেখি থাকি তোমার সহিত। নিজপতি আছে তারে করিয়া বঞ্চিত॥ তুমি যদি অদ্যাবধি আশা ছাড় মোর। তবে স্বামি কাছে বলি কত করি জোর। অতএব স্পষ্ট কথা শুন বলি ভাই। তোমার আশায় হেথা লাভ কিছু নাই॥ এতদিনে বুঝিলাম তুমি লোক শক্ত। টাকা তব ইষ্টদেব তুমি তার ভক্ত॥ অনেক দিনের প্রীতি তোমার সহিতে। কি কব তোমারে আর পারি না রাখিতে॥ তুমি অন্য চেষ্টা কর বুড়ি হৈনু আমি

অমনি তোমার সহ থাকু রাম রাসি॥ শ্রীদেব শুনিয়া ঘন ছাড়িয়ে নিশ্বাস। ভবানী কহিছে প্রেমে একি সর্ব্বনাশ॥

প্রিতিরক্ষা হেতু অনঙ্গের প্রতি শ্রীদেবের
কাতর উক্তি।

পয়ার। এমত নিষ্ঠুর বাক্য কেমনে কহিলে। এত প্রেম করে পরে সকলি ভুলিলে॥ কি হবে আমারে প্রাণ মরি প্রাণ যায়। ওষ্ঠাগত হলো প্রাণ নিষ্ঠুর কথায়॥ তুমি যদি ছাড় মোরে বল কি করিব। পরাণে মরিব কিম্বা সন্ন্যাসী হইব॥ তোমার লাগিয়া আমি সংসার না করি। ধর্ম্ম কর্ম্ম জ্ঞান ধ্যান অনঙ্গ মঞ্জরী॥ প্রেমের আধার জানি সঁপেছিনু প্রাণ। আধার নাধার হবে নাহি ছিল জ্ঞান॥ আমারে কহিলে যেতে অন্য নারী কাছে। তোমা ছেড়ে কোথা যাব কে আমার আছে॥ চাতক জলদ জল করে থাকে পান। অন্য বারি নাহি খায় যদি যায় প্রাণ॥ যাবৎ এ দেহে মোর প্রাণ করে বাস। হেরিব তোমার রূপ অন্য নাহি আশ॥ রোপিয়াছি প্রেম তরু পাব ফল ফুল। ভাগ্য হেতু হয় বুঝি সমূলে নির্ম্মূল॥ যদি ত্যাগ কর তবে বিচ্ছেদ দহন। আসি মোর দহিবেক শরীর ভবন॥ শরীর ভবন মধ্যে তুমি আছ প্রাণ। তোমারে লাগিবে তাপ করি হেন জ্ঞান॥ অতএব ভাবি আমি এই বড় খেদ। নতুবা নাহিক ভয় হইলে বিচ্ছেদ॥ তোমা ছাড়ি শরীরেতে কোন প্রয়োজন। তোমার বিচ্ছেদ হলে ত্যজিব জীবন॥ যদ্যপি জীবন থাকে এপাপ শরীরে। কিন্তু ক্ষিপ্ত হয়ে কব মরিরে মরিরে॥ স্মরণ হইবে সদা তব রূপ গুণ। সে সময়ে হবে গুণ কাটা ঘায় নুন॥ তোমার বিচ্ছেদ হলে হইবে এমন। সুতরাং হবে মোর জীয়ন্তে মরণ॥ এই রূপে বহু খেদ নাগর করিল।

অনঙ্গ ভাবিয়া পরে তাহারে কহিল ॥ আজিতো বিদায় হয়ে চেষ্টা কর গিয়া। সম্বাদ লইব আমি দাসী পাঠাইয়া ॥ জড়াও বাউটী মোর আবশ্যক আছে। সেই হেতু এত করে বলি তব কাছে ॥ ইহা দিতে যদি শক্তি না হয় তোমার। আমিও পাইব চেষ্টা উপায় তাহার ॥ শুনে হাতে পায়ে ধরে বিস্তর কান্দিয়া। নাগর বিদায় হয় মিনতি করিয়া ॥ শ্রীদেব চলিয়া গেল গোপীরে ডাকিল। দরয়ানে মানা কর তাহারে বলিল ॥ পরদিন নিরুপিত সময়ে আইল। যেতে নাহি পাবে দ্বারে দ্বারিরা কহিল ॥ বাসায় আসিয়া পরে করে বহু খেদ। হায়২ একিদায় পিরীত বিচ্ছেদ ॥ বহু খেদ করে ভবে সকলি অসার। কেন মরি কার তরে হয় কেবা কার ॥ চন্দ্রিকা আকর দ্বিজ ভবানী চরণ। খেদে আরম্ভিল তারি লিপ বর্ণন ॥

অনঙ্গমঞ্জরীর বিচ্ছেদে

শ্রীদেবের বিলাপ।

পয়ার। জননী জঠরে জন্ম করিয়া গ্রহণ। করিলাম চির কাল অনিত্য সাধন ॥ গৃহী হয়ে গৃহে থাকি না করি বিবাহ। গৃহস্তের মত কর্ম্ম না হলো নির্ব্বাহ ॥ ঔরসে জন্মিল পুত্র বংশ না রহিল। আপনার পিতৃ পিণ্ড আশা না থাকিল ॥ আমার সমান আর নাহি বুদ্ধি হীন। সংসারী নহিক আমি নহি উদাসীন ॥ নিত্য সেই নিত্যানন্দ তাঁরে না ভাবিয়া। মজিলাম কামিনীকে কামেতে মজিয়া ॥ কর্ম্ম ফলে কপালেতে বিধির লিখন। এই ছিল করিব কি নীচের সেবন ॥ দেখিয়া সামান্যা এক জঘন্যা যুবতী। তখনি পাপিষ্ঠ মনে হল ইচ্ছা রতি ॥ প্রথমে মালিনী পরে মতি নাপিতিনী। উড়েনী বৈষ্ণবী আর দাসী সঞ্চারিণী ॥ এসব সামান্যা নারী

করি উপাসনা। পরে পূর্ণ হয়ে ছিল অধম বাসনা।। সে আশা পূরণ হেতু যত ছিল ধন। পাপীয়সী মিলে জুলে করিল হরণ।। অবশেষে করিলাম তালুক বিক্রয়। তথাপি দুরাশা মনে নিবর্ত্ত না হয়।। অধম নায়িকা কাছে হয়ে আজ্ঞাকারী। নানা স্থানে হই আমি নানা বেশ ধারী।। প্রথমেতে আখড়ায় বৈষ্ণবের বেশে। পরে দাসী বেশ ধরি নারীর আদেশে।। ভূদেব ব্রাহ্মণ আর সন্ন্যাসীর বেশ। ধরিলাম তাতে পাপ হইল অশেষ।। এই রূপে রঙ্গরস করে নিশি দিন। পাতক করিয়া কায় করিলাম ক্ষীণ।। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব জাতি জ্ঞাতি বন্ধুগণ। সকলি অন্যথা হলো কামে মগ্ন মন।। যখন তাবৎ ধন হৈল তার হাত। পরে গোছে গাছে সেতা করি যাতায়াত।। শুনিল কি বুঝিল আমার কিছু নাই। তখন জড়াও বাউ কহে আমি চাই॥ লক্ষ টাকা মূল্য তার কোথায় পাইব। কোথা হতে আনি ধন তাহারে তুষিব।। আমার সঙ্গতি নাই বিশেষ বুঝিল। পাঁচ দিন দ্বারীদ্বারে ছেড়ে নাহি দিল।। অতএব বলি মন তুমি দুরাচার। এমন কুকর্ম্মে মতি করোনাক আর॥ এখনো সুপথে চল ধর্ম্মে কর আশ। ছাড়িয়া নগর ধর্ম্ম পুরে কর বাস।। সেত মহা সুখ ধাম অপূর্ব্ব কানন। পরম সন্তোষ হবে দেখে সেই বন।। ভবানীচরণ দ্বিজ বন্দ্যো উপাধ্যায়। রচিবন জ্ঞানোদয় শেষের অধ্যায়।।

শেষ অধ্যায়ঃ।

শ্রীদেবের জ্ঞানোদয়ে বনবাস।

পয়ার। মনরে চাতক তুমি পিপাসিত হয়ে। নীচ আশ গিয়ে গেলে একে কালে বয়ে॥ যুবতী যৌবন জলে পিপাসা ত্যজিলে। নবজলধর রূপ শ্রীনাথে ভুলিলে।। তুই বয়ে

গেলি তাহে নাহি বড় শোক। কিন্তু কুলে কুযশ করিবে কত লোক॥ তোর আর কুলে থাকা অতি অনুচিত। বাহির হইয়া বনে যাওয়াই বিহিত॥ যে হেতু সর্ব্বদা সুখ তোমার প্রয়াশ। বনেকত সুখ তাহা শুনহ নির্য্যাস॥ বনেতে কামিনী রূপ কালে না ধরিবে। বিষয় বাসনা কাছে যেতে না হইবে॥ যদি কাম কোন মতে ভয় দিতে যায়। উড়ে-গিয়ে বৈস তুমি শ্রীনাথের পায়॥ সেই পদ কালান্তক কালের বিপদ। দীন হীন ক্ষীণ বনবাসির সম্পদ॥ তাহাতে বিবিধ সুখ অনায়াসে পাবে। সার সুখ পাবে দুঃখ সব দূরে যাবে॥ যাহা চাবে তাহা পাবে বিপিনে বসিয়া। [illegible] চিন্তাকর দিবেন আনিয়া॥ জগত নিবাসি বন-[illegible] করে। নানা দ্রব্য রেখেছেন বনের ভিতরে॥ [illegible] বারণ হেতু আছে নদীজল ক্ষুধার নিমিত্ত আছে [illegible] বিধ ফল॥ বসনে বাসনা হলে বাকল পরিবে। নিদ্রা [illegible] তরুতলে শয়ন করিবে॥ পুত্র ভাবে মৃগগণে করিবে পালন। অনায়াসে হবে আশা বায়ু নিবারণ॥ বনে বহু [illegible]বিধ পক্ষী আছে বাসা করি। তাহারা হইবে মিত্র তোমার প্রহরী॥ বিপিনে বিভাব করি কর সুখ ভোগ। শোক তাপ দূরে যাবে দূরে যাবে রোগ॥ এই রূপে আপনার মনঃ প্রবোধিয়ে। বিপিনে গমন করে নগর ছাড়িয়ে॥ ছাড়িয়া সংসার সুখ সব অভিলাস। ধর্ম্মপুর নামে বনে করিল নিবাস॥ ভবানী রচিল গ্রন্থ সকলি স্বরূপ। বুঝিলে হইবে উপদেশের স্বরূপ॥

ইতি দূতীবিলাস সমাপ্ত।